স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০১০

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ নুরুল আমিন বেপারী
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Library
449614
449614
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

জিনাত সুলতানা রীপা
রেজিস্ট্রেশন নং-৩০১
সেশন- ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dr. Nurul Amin Bapari
Professor
Department of Political Science
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

E-mail:
Fax:
Phone: 01712155539

প্রত্যয়ন পত্র

জিনাত সুলতানা রীপা রেজি নং- ৩০১, শিক্ষাবর্ষ- ২০০৩-২০০৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য **"স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

449614

আমার জানামতে লেখক এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেননি। এই অভিসন্দর্ভটি ২০০৩-২০০৪ এম.ফিল ফাইনাল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হল।

ডঃ নুরুল আমিন বেপারী
গবেষনা তত্ত্বাবধাকয়

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা
তারিখঃ জুলাই, ২০১০

449614

জিনাত সুলতানা রীপা
এম ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য যে মেধা ও প্রজ্ঞা প্রয়োজন তার পুরোটাই আমাকে দিয়েছেন আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা। আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা আমার সৃষ্টিকর্তার জন্য।

গবেষণা কাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠার দরকার। সাথে সাথে বিভিন্নমুখী সাহায্য সহযোগীতাও ভীষণ রকম জরুরী। এই বাস্তবতায় আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নুরুল আমিন বেপারীকে, যার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা চলাকালীন সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ এ,এইচ,এম আমিনুর রহমান কে। তখন তিনিই আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ শুধু আমার গবেষণা কাজেই নয় আমার জীবনেরও পাথেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উইমেন ফর উইমেন এর সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো। আমার বন্ধু উত্তম কুমার মন্ডল এর সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা আমার জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। সে জন্য তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আরও যারা প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেছে আমার ভাই, বোন, আমার পরিবার এবং আমার সহপাটি লিপি আপু তাদের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে যাদের নাম উল্লেখ করতে পারিনি তাদের প্রতিও সবিনয় ধন্যবাদ। আবারো আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকলকে যারা আমার গবেষণা কাজের জন্য আমাকে নানা ভাবে উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছে এবং সর্বোপরি প্রশংসা করেছেন।

সময় স্বল্পতার কারণে গবেষণার মত একটি জটিল কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে যদি কোন ভুল ত্রুটি রয়ে যায় তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

জিনাত সুলতানা রীপা

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নারী অধস্তনতা ও প্রান্তিকতা এক বিশ্বব্যাপী প্রপঞ্চ। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রভৃত্তি, সচেতনতা ইত্যাদি অর্জনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজে মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সমাজ সংস্কৃতিতে মিশে থাকা ধর্মীয় প্রভাব এদেশের নারীদের পৃথকীকরণ, বশ্যতা ও অধীনতা প্রতিষ্ঠায় মূল নির্ণায়ক। এভাবে একদিকে বাইরের পরিমন্ডল, পুরুষের করায়ত্ব- অন্যদিকে সাধারণ ভাবে নারী গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত পরিমন্ডলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ নিয়মে নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্কের ভিত্তি দৃঢ়তা লাভ করে।

বিবর্তনের ধারায় সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, গণতন্ত্রের উন্মেষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীলতা ও দায়িত্বশীলতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। তবে এসব হলেও পারিবারিক, সামাজিক অসম ক্ষমতা সম্পর্কে খুব সীমিত পরিবর্তনই ঘটিয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে, নারীবাদী চেতনার বিকাশ, নারীদের সচেতনতা বা আন্দোলনের ফলে নারীদের জন্য 'বিশেষ ছাড়' জাতীয় সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হয় তা পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এভাবে পুরুষতন্ত্র চালক শক্তি হিসাবে থেকে যায় এবং বাংলাদেশের মতন সমাজে নারী উন্নয়ন, অধিকার সংরক্ষণ বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতি ক্ষেত্রে ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ প্রচলিত লিঙ্গ ভিত্তিক অসম ক্ষমতা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ঘটে। অনেক সময় বিভিন্ন চাপে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা নারীদের উত্তরণে বা স্বার্থ উদ্ধারে প্রণীত হলেও তা গ্রহণ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজের বঞ্চিত গোষ্ঠীর মতো নারীদের সীমাবদ্ধতা পরিদৃষ্ট হয় যার জন্য দায়ী করা চলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারী জড়ত্ব, বহুযুগের লালিত এক পেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মের অপব্যাখ্যা, নীতির যথার্থ বাস্তবায়নের অভাব ইত্যাদিকে। কাজেই নীতি প্রণয়ন দ্বারা আইনগত মর্যাদা লাভ ঘটলেও প্রয়োগের অভাবে নারী বঞ্চনা অব্যাহতভাবে টিকে আছে।

"স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মূলত স্থানীয় সরকার কাঠামোয় নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান উল্লেখ করে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়নের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন সম্পর্কিত। স্থানীয় সরকার কাঠামোর ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের নারীর বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেহেতু স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গবেষণা কাজটি করা তাই প্রথমে ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আলোচনায় সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয় বলে শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকারের স্তর হিসেবে আলোচনায় এসেছে উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় সরকারের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল স্তর ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, নারী সদস্যদের সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টনের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ, নারী পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথমে গবেষণার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগৃহিত উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপর নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জির তালিকা এবং সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়।

জিনাত সুলতানা রীপা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ১-১২

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণার কর্ম পরিকল্পনা

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৬ গবেষণার ফলাফলের সম্ভাব্য প্রয়োগ ক্ষেত্র ও দিক নির্দেশনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ও ক্রমবিকাশ ১৩-৫০

২.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

২.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ

২.২.১ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

২.২.২ প্রাক মুঘল আমল

২.২.৩ মুঘল আমল

২.২.৪ প্রাক বৃটিশ আমল

২.২.৫ ব্রিটিশ আমল

২.২.৬ মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৫৯-১৯৭১ (পাকিস্তান আমল)

২.২.৭ স্বাধীন বাংলাদেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৭১-১৯৭৬

২.২.৮ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৭৬-৮২

২.২.৯ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৮২-১৯৯০

২.২.১০ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৯০-৯৬

২.২.১১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৯৬-২০০১

২.২.১২ খালেদা জিয়ার আমল ২০০১-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিভিন্ন দেশের স্বায়ত্তশাসন (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা) ৫১-৫৯

৩.১ ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার

৩.২ ফ্রান্সের স্থানীয় সরকার

৩.৩: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ ৬০-৬৯

৪.১ বাংলাদেশের নারীর সামাজিক অবস্থান

৪.২ সাংস্কৃতিক অবস্থান

৪.৩ বাংলাদেশের নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান

৪.৪ রাজনীতি ও বাংলাদেশের নারী সমাজ

৪.৫ স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রবণতা

৪.৬ নারী উন্নয়ন

৪.৭ বাংলাদেশের আইনগত কাঠামো ও নারী

৪.৮ বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বাধাসমূহ

পঞ্চম অধ্যায়ঃ নারী ও ক্ষমতায়ন ৭০-৮৮

৫.১ ক্ষমতা (Power)

৫.২ ক্ষমতায়নঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৫.৩ নারীর ক্ষমতায়নঃ সংজ্ঞায়ন ও প্রধান শব্দ (Key term) নিরূপণ (প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ)

৫.৪ নারীর ক্ষমতায়নের উপায়

৫.৫ নারীর ক্ষমতায়নের স্তরসমূহ

৫.৬ নারীর ক্ষমতায়নের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

৫.৭ নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের সূচকসমূহ

৫.৮ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ

৫.৯ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন

৫.১০ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থা

৫.১১ বিশ্বায়নের প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

৫.১২ বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী পদক্ষেপ

৫.১৩ নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ৮৯-১০৬

৬.১ নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

৬.২ নারীর ক্ষমতায়ন

৬.৩ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে নারীর অবস্থান

৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯৯৭ঃ নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি পর্যায়

৬.৫ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচন-২০০৮

৬.৬ উপজেলা নির্বাচন ২০০৯

৬.৭ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১০ (চট্টগ্রাম)

সপ্তম অধ্যায় ঃ ফলাফল বিশ্লেষণ ও অন্যান্য ১০৭-১২২

৭.১ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের উপর জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

৭.২ সার সংক্ষেপ

৭.৩ সুপারিশমালা

৭.৪ উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ১২৩-১৩৩

সংযোজনী-১ ১৩৪-১৩৬

সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

পৃষ্ঠা

সারণী-২.১ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসন ১৪

সারণী-২.২ঃ মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন ১৫

সারণী-৬.১ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (১৯৭৩-১৯৯৩) নারী প্রার্থী চেয়ারপার্সনের সংখ্যা ৯৯

সারণী- ৬.২ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন- ২০০৩ (চেয়ারম্যান পদে মহিলা) ১০০

সারণী ৬.৩ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (সাধারণ আসনে মেম্বার পদে মহিলা)১০০

সারণী-৭.১ঃ মহিলা সদস্যগণের বয়স ১০৭

সারণী-৭.২ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০৮

সারণী-৭.৩ঃ পেশা ১০৮

সারণী-৭.৪ঃ পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত ১০৯

সারণী-৭.৫ঃ ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা তৈরীর আলোচনায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত ১০৯

সারণী-৭. ৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্ব সম্পর্কিত মতামত ১০৯

সারণী-৭.৭ ঃ পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের কাজের পার্থক্য সম্পর্কে মতামত ১১০

সারণী-৭.৮ঃ মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মতামত ১১০

সারণী-৭.৯ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মতো একটি সায়ত্তশাসিত সংস্থায় অংশগ্রহণের প্রেরণা সম্পর্কিত মতামত ১১১

সারণী-৭.১০ ঃ ব্যাপক হারে মহিলাদের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নারী ক্ষমতায়নকে কতটুকু গতিশীল করেছে সে সম্পর্কে মতামত ১১১

সারণী-৭.১১ ঃ এলাকার উন্নয়নে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত ১১২

সারণী-৭.১২ঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নারী সমাজকে কতটুকু সচেতন করবে সে সম্পর্কে মতামত ১১২

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭.১৩ঃ গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের মূল্যায়ন সংক্রান্ত মতামত ১১২

সারণী-৭.১৪ঃ মহিলা সদস্যদের কাজের উপর এলাকাবাসীর সন্তুষ্টি সম্পর্কিত মতামত ১১৩

সারণী-৭.১৫ঃ মহিলা সদস্যদের কোন কাজের জন্য এলাকাবাসী সন্তুষ্ট সে সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

রেখা চিত্র

চিত্র	পৃষ্ঠা
রেখা চিত্র-২.১	১৭
রেখা চিত্র-২.২	৪৩
রেখা চিত্র- ৫.১	৭০
রেখা চিত্র- ৫.২	৭৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকাঃ

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক কার্যাবলী মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনীতি মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং মানুষ হিসেবে নারীও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারায় 'নারীর উন্নয়ন' বা 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহন' এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। আর উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতি, রাজনীতির মূল বিষয় ক্ষমতা। ক্ষমতা অর্জন ও বজায় রাখার সংগ্রাম, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগ বা তার প্রতিরোধমূলক ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। তাই বলা যায়, A Political system is any Persistent Pattern of human relationships involves power, rule or authority (Dahi, 1995) এ কারণে ক্ষমতা রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় ধারণায় পরিণত হয়েছে। তাই ক্ষমতা রাজনীতি, নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম নির্ধারক। অথচ জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারী ক্ষমতা, রাজনীতি, নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি থেকে আজও অনেক দুরে। জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান প্রান্তিক এবং সে কারণে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব গৌণ। অথচ নির্বাচক মন্ডলীর অর্ধেক অংশ নারী। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, Political Power is a key to gaining control over community's resources. Political participations is a means of gaining access to the power, structure, where decision with regard to the allocation of resources amongst people and other issues of community's concern are made (Salauddin, 1995)। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন গভীরভাবে পারস্পরিক একটি নতুন প্রসঙ্গ। বাংলাদেশে মাত্র কয়েক বছর হলো এ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এ বিষয়টি যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। শেইলা রাওবোথাম বলেছেন, নারীর 'ইতিহাস ছিল লুকিয়ে', কিন্তু সাম্প্রতিককালে নারী ক্রমশ সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন।[১] নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ধারণা ও প্রক্রিয়া বিশেষ। তাই নারীর ক্ষমতায়নের ধারণাকে একটি সামগ্রিক ও অখণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিশ্বজনীন নানা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নারী মুক্তি ও নারী-আন্দোলনের ব্যাপারটি আগে যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশী গতিশীল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে তার নিজস্ব পথ ধরে মানবী বিদ্যাচর্চার উদ্ভব হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষরূপে ঘোষণা করলে বাংলাদেশেও এর প্রভাব এসে পড়ে। অনেকদিন থেকেই আমাদের নারীসমাজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অবস্থান তৈরী করে নেয়ার ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন। তবে ক্ষমতায়নের পথে তারা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। সাম্প্রতিক সময়ের একটি বহুল উচ্চারিত ও আলোচিত শব্দ বা পরিভাষা হচ্ছে 'ক্ষমতায়ন'। ক্ষমতা হচ্ছে, কেইট মিলেট যেমন বলেছেন- নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। এর বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে অধস্তনতার, অবদমনের, বৈষম্যের। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বজায় রেখেই নারীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রান্তিকে ফেলে দেয়া হয়। জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচির একটি রিপোর্ট অনুসারে জেন্ডার ক্ষমতায়নকে তিন দিক থেকে পরিমাপ করে দেখা যেতে পারে। এই দিকগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত। নারী এসব ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছে তার উপরই নির্ভর করে সে কতটা ক্ষমতার অধিকারী।[২] জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া, যা নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য বুঝতে এবং বিলোপ সাধনে সাহায্য করে।

ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমাজে সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন চিহ্নিতকরণ ও বিলোপ সাধনের জন্য এক জোট হয়।[৩] (ইসলাম ২০০২:৩৯)। এই সংজ্ঞার আলোকে জাতিসংঘ ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তরকে চিহ্নিত করেছে: ক্ষমতায়ন, নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ, নারী জাগরণ, সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের অবাধ সুযোগ ও অধিকার এবং কল্যাণ। বাংলাদেশের নারীর প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে সংখ্যাগত অবস্থান ও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার মাত্রা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের হার একটি বিশেষ মাত্রায় না থাকলে সেই গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ, মূল্যবোধ, নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার দুস্কর হয়ে পড়ে।'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। ষাটের দশকে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী-আন্দোলন নতুন করে দেখা দেয়, তখন নারীকে 'রাজনীতিতে নিয়ে আসার' ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়।[৫] বাস্তবে দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশের মতো নারীর প্রতিনিধিত্বশীলতা থাকলে নারী তার জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর অনেক কিছুই আদায় করে নিতে পারে। ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই কাম্য নারী প্রতিনিধি রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি, অর্থাৎ স্থানীয় সরকার বা দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীলতার জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য; যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি নারীর আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যিক। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সাম্প্রতিক কালে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন, নারীবাদী লেখক ও নারী উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ওপর। ধারণা করা হয় যে, লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা গেলেই নারী ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। আর এই বৈষম্য বিলোপের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নারী সচেতনতার স্তরেও কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়া কেবল শহরে নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষমতায়নের এই ধারণা ও প্রক্রিয়াটি সঞ্চারিত করে দেয়া দরকার। আদিবাসী নারী, প্রান্তিক নারী, শিক্ষার্থী সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী- সবার মধ্যেই ক্ষমতায়নের ধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন এবং প্রশাসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করা একান্তভাবে প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য দরকার নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব। কারণ জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা প্রক্রিয়ায় সমান অংশীদার। নারী ও পুরুষকে সমভাবে উদ্বুদ্ধ করলে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সময়ের বিবর্তনে প্রায় সকল ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের পরিধি

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারিত হয়। সমাজ শক্তিরূপে বিকাশের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মৌলিক অধিকার চর্চার সুযোগ লাভ করে। সংবিধানে রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান, সংগঠন করার ক্ষমতা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিসরে সম অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েও নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রান্তি কে রয়েগেছে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রাতিক ক্ষমতার একটি প্রশাসনিক স্তর হলো স্থানীয় সরকার। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অগ্রযত্রাকে কার্যকরী করে সরকারকে জবাবদিহিমূলক করার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব। কারণ, জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালন প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ভূমিকা অনেক কিন্তু ক্ষমতায়ন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্ব এদেশের নারী অধিকার আদায়ে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জল দৃষ্ঠান্ত হিসাবে বিবেচিত। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নিকটতম যে প্রশাসনিক স্তর তা হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যথাযথভাবে সম্ভব।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

গবেষণা হলো বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পুনঃ অনুসন্ধান। প্রত্যেকটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটিরও একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে আর হলো- 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে তুলে ধরা। Dr. Aminur Rahman তাঁর, "Politics of Rural Local self govt. in Bangladesh" প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণাকর্মে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর অবস্থান এবং ক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২.১ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও ভূমিকা।
- স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও ভূমিকা চিহ্নিত করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও ভূমিকার অন্তিমান অবস্থার আরও পরিমার্জন ও পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন কিনা।
- স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় তাদেরকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করেছে তা খুঁজে বের করা।
- নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের পূর্বেকার অবস্থা ও উদ্ভূত সমস্যাবলী তুলে ধরা।
- উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে প্রার্থীদের সুপারিশ তুলে ধরা।
- এই গবেষণার দ্বারা সামাজিকীকরণের বিভিন্নতা অর্থাৎ সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য তুলে ধরা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা বহুলাংশে নারীকে রাজনৈতিকভাবে অসচেতন করে তোলে, তা নির্ণয় করা।
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী অবশ্যম্ভাবীভাবে নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তৈরী করে নিতে পারবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা।
- ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার অবসানকল্পে মহিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাও বর্তমান গবেষণার একটি উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

- স্থানীয় সরকার কাঠামো ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অসম অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে মহিলাদের অধঃস্তন অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা।
- মহিলা জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়া।
- আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সক্ষম করে তোলা।
- যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অসমতা ও অধঃস্তনতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের বর্তমান অবস্থান ও সংখ্যা নিরূপন।
- মহিলাদের সম্পর্কে পুরুষ জনপ্রতিনিধিদের মনোভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।
- মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিরূপন।
- জনগণের কাছে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের প্রতি জনগণের নির্ভরশীলতা কিরূপ তা যাচাই করা।
- মহিলা জনপ্রতিনিধিদের এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জনমত গড়ে তোলা।
- মহিলা জনপ্রতিনিধিদের কর্মের মূল্যায়ন।
- মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ভবিষ্যত নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি।
- কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ মহিলা জনপ্রতিনিধিদের কর্মপোযোগী কিনা তা যাচাই করা।
- মহিলা জনপ্রতিনিধিদের উচ্চপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

- ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক মাত্রা নির্ধারণ করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ও এজেন্ট তৈরীতে সহায়তা করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়নে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা।
- গ্রাম পর্যায়ে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
- সর্বোপরি স্থানীয় সরকার কার্যক্রমে নির্বাচিত ও মনোনীত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মকর্তাদের উচ্চ পদে নিয়োগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মত বিনিময় ও সুপারিশমালা প্রস্তুত করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

১.২.২ সাধারণ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রায় ৫০ শতাংশ নাগরিক নারী কিন্তু এদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রবণতা প্রান্তিক। তাই একজন নারী হিসাবে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে নারী সংক্রান্ত বিষয়ে বা মহিলাদের অনগ্রসরতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করাই আমার অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য।

১.৩ গবেষণার কর্ম পরিকল্পনা

"স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন"- শীর্ষক গবেষণা একটি তথ্য উৎঘাটনমূলক সামাজিক জরিপ। এই গবেষণায় স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসন ও সাধারণ আসনে মহিলা সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যেমন- সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ। উপজেলার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বাররা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন। এর মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা কতটুকু এবং তাদের কার্যক্রমের পরিধি জানার জন্যই আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে এই বিষয়টি বাছাই করেছি। স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিতকরণ, কর্ম পরিধি, সাফল্য ও ভবিষ্যত ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মদক্ষতা ও প্রয়াস জানার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে হয়েছে। প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাতকারের জন্য আমি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের বাছাই করেছি। (সংযোজনী-১)

স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে মহিলাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে নেত্রকোনা জেলার, কেন্দুয়া থানার ৩টি ইউনিয়ন পরিষদের ৯ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই জরিপের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অবস্থান, তাদের কাজের দক্ষতা, কাজের গুণগত মান, জনসাধারণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের উপর জনগণের নির্ভরশীলতা, স্থানীয় জনগণের মনোভাব ও মনোব্যাপ্তি, জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাদের কাজের মূল্যায়ন, সহযোগিতা, ভবিষ্যত নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের পুনঃসম্ভাবনা, অন্যান্য নারীদের ব্যাপারে তাদের মতামত, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি যাচাই বাছাই করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক জরিপ। সামাজিক জরিপের মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক অবস্থা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে সামাজিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমি সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কর্মটিতে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত গ্রন্থ পর্যালোচনাই মাধ্যমিক তথ্যের উৎসব।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহে সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র সমূহ, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের কার্যবিবরণীর নথিপত্র ইত্যাদির বস্তুগত বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত শাসন ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন সম্পর্কিত Theoretical এবং Empirical Literature ব্যাপক। কিন্তু সংক্ষেপিত চিত্রের মাধ্যমে গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাক বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ইতিবৃত্ত ও ক্রমবিকাশ এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের ধরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

আমি আমার গবেষনা প্রস্তাবনাটি যখন পেশ করি তখন নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক চিত্র তুলে ধরা হল। সেক্ষেত্রে আমি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমটি বেছে নিয়েছি। এই লক্ষ্যে আমার যে সুনির্দিষ্ট যুক্তি ছিল তা হচ্ছে-

- নির্বাচনে আগ্রহী মহিলা প্রার্থীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।
- তাদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা আশাব্যঞ্জক।
- নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সাধারণ জনগণ কিভাবে গ্রহণ করছেন তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ও বিজিত প্রার্থীগণ যে সমস্ত সমস্যা অনুধাবন করেছেন তা তুলে ধরা।
- সমস্যার সমাধান ও কল্যাণার্থে প্রার্থীগণের প্রদত্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা।
- প্রার্থীদের গ্রামীণ ও শহুরে অবস্থা এবং সমস্যাবলীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি।

১.৬ গবেষণার ফলাফলের সম্ভাব্য প্রয়োগ ক্ষেত্র ও দিক নির্দেশনা

বাংলাদেশে নারীর আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে বর্তমান গবেষণা সক্ষম হবে। এর ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তব রূপদান করা যেমন সুবিধা হবে, তেমনি গবেষনালব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও তার রাজনৈতিক জীবনের উপর দেশে ও বিদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল তুলনা করার ক্ষেত্রেও গবেষণা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে। এ গবেষণা পরবর্তী গবেষকদের কাছে উপাত্তের একটি মাধ্যমিক উৎস হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যতে যে দিকগুলির উপর বিশেষ অঙ্গুলি নির্দেশ করবে তা হচ্ছে-

- বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ভাবনা দেবে।
- রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাবে।
- নারী নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
- নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে নারী তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে।
- বাংলাদেশে নারীর সাংবিধানিক অধিকারের পূর্ণ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারবে।
- রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

- তৃণমূল পর্যায়ে মহিলা রাজনীতিবিদদের জন্য শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গঠিত হবে।
- নারীরা রাজনীতি চর্চায় নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে ও অধিক মাত্রায় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের উৎসাহ লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। Phillips, Anne (1994), The polity Reader in Gender Studies, Cambridge: Polity press.

২। UNDP. United Nations Development Program (1995); Human Development Report 1995, UNDP: New York.

৩। মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, ঢাকাঃ জে.কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২।

৪। সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত: নারীর ক্ষমতায়ন- রাজনীতি ও আন্দোলন, নাজমা চৌধুরী, নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী শীর্ষক প্রবন্ধ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৫। Phillips, Anne (1994), The polity Reader in Gender Studies, Cambridge: Polity press, p-195-204.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ও ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

২.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের জন্য এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের পর্যায়ক্রমিক স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং শহরাঞ্চলের জন্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সক্রিয় রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ষ্টেটুটরী কমিশনের ভাষ্য অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অর্থ, "একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, যা স্থানীয় নির্বাচকদের নিকট দায়ী, যে ব্যবস্থা পরিচালনায় আইন, শাসন, এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মানসে এলাকার জনসাধারণের উপর করারোপ করতে পারে এবং দায়িত্ব পালন ও সরকারের সামঞ্জস্য বিধানে একটি প্রশিক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে।"[১]

এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং ইহা স্থানীয় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ।[২]

২.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ

২.২.১ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

অবিভক্ত ভারতের গ্রামীণ স্ব-সরকার প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এ অঞ্চলের গ্রামের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। প্রাচীন বাংলায় তিন ধরণের স্থানীয় সরকার বা শাসনব্যবস্থা প্রচলন ছিল। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার ছিল এক ধরনের প্রশাসন সংগঠন সেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হিসাবে কার্য সম্পাদন করতো। তৃতীয়তঃ কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা চলতো।[৩] এ গ্রামীণ স্ব-সরকার পদ্ধতিতে আভ্যন্তরীণ প্রশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল।[৪] যদিও স্থান কাল পাত্রভেদে এই গ্রামীণ স্ব-সরকার ব্যবস্থা ভিন্নরূপ এবং কার্যাবলীর ভিন্নতা নিয়ে পরিচালন প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে।[৫] তবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন মাতব্বর

Dhaka University Institutional Repository

(Headman) এবং পঞ্চায়েত প্রাচীন আমল থেকে সক্রিয় ছিলো, যদিও তাদের কর্তৃত্ব ও কার্যাবলীর পরিধি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণতঃ উচ্চ বর্ণের এবং শক্তিশালী পরিবার থেকেও মাতব্বর নিয়োগ করা হতো। মাতব্বরগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতো না। কিন্তু এই পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এজন্য যে, এটি স্থানীয় ও উচ্চ পর্যায়ের সাথে প্রশাসনিক রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করতো। তাছাড়া স্থানীয় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও মাতব্বরের ভূমিকা ছিলো। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ছিল একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান যা নির্বাহী এবং বিচার এই উভয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতো।[৬] তবে এই পঞ্চায়েতগুলো উচ্চ বর্ণের নেতৃবৃন্দ এবং মাতব্বর (Headman) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।[৭]

২.২.২ প্রাক মুঘল আমল

প্রাক মুঘল আমলে এ অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে জানা যায় যে, সুলতানী আমলে বাংলায় যে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের চিত্র পাওয়া যায় তাকে ঐতিহাসিক আব্দুল করিম দু'ভাগে দেখিয়েছেন। তিনি মুদ্রা ও শিলালিপি মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলার স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের বর্ণনা করেছেন।

সারণী-২.১৪ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসন

মুদ্রা		শিলালিপি	
এলাকা	প্রশাসন	এলাকা	প্রশাসন
ইকলিম	ওজীর	ইকলিম	ওজীর
আরশা	শার-ই-লস্কর	আরশা	শার-ই-লস্কর
শহর	শার-ই-লস্কর	শহর	শার-ই-লস্কর
কসবা	শার-ই-লস্কর	কসবা	শার-ই-লস্কর
খিট্টা	শার-ই-লস্কর	থানা	শার-ই-লস্কর

সূত্রঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের লোক প্রশাসনঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২। (পৃষ্ঠা ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩ মুঘল আমল

মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসনে প্রধানতঃ চারটি (গ্রাম, পাড়া ইত্যাদি ধরলে ছয়টি) প্রধান ভাগ লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব আদায় ও শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদির সুবিধার জন্য সুবে বাংলাকে এভাবে ভাগ করা হয়েছিলঃ

সারণী-২.২ঃ মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন

সময়সীমা (১৫৭৫-১৬২৮ খ্রিঃ)	এলাকা সুবা	প্রশাসন সুবেদার/নাজিম
	সরকার	ফৌজদার
	পরগণা	শিকদার (ক)
	থানা (খ)	থানাদার
	মৌজা	চৌকিদার
	মহল্লা	মহাল্লিক (মল্লিক)

সূত্রঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের লোক প্রশাসনঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২। (পৃষ্ঠা ২৪)

২.২.৪ প্রাক বৃটিশ আমল

ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে গ্রামীণ প্রশাসনের দায়িত্ব মূলতঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যাস্ত ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণ ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভূমিস্বত্ব প্রথার পরিবর্তনের ফলে এই ব্যবহারও অবসান ঘটে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের অধীনে নতুন জমিদারী প্রথা চালু করা হয়। তারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এই জমিদার শ্রেণী শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বই পালন করতো না গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তবে এই আইন স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।[৮] একটি সমাজবাদী শক্তি হিসাবে বৃটিশ শাসকেরা এদেশের স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন থেকে বিরত ছিল। ফলে স্থানীয় সরকারের এই প্রাচীন পদ্ধতি এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৫ ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ধারাকে দুটি করে স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ রাজ্যের সরাসরি শাসন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কার্যকরী থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির অগ্রগতির পরিমাপ ছিল নগন্য।[১০] ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মোটামুটিভাবে "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে ইহাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অবিহিত করা যায়। এই আইন অনুযায়ী ৬০ এর অধিক বাড়ী বিশিষ্ট গ্রাম হতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত মন্ডলী নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। পঞ্চায়েত চৌকিদারের নিয়োগ রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এছাড়া চৌকিদারদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কর আদায় করতে পারতো। চৌকিদারদের প্রধান দায়িত্ব ছিলো গ্রামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই আইনের অধীনে পঞ্চায়েতগণের ক্ষমতা সীমিত থাকলেও একথা বলা যায় যে, বৃটিশ সরকারের আমলে এই প্রথমবারের মত গ্রাম স্ব-সরকার ব্যবস্থা স্থাপনে কিছুটা ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু চৌকিদার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সফলজনকভাবে কার্যকর হতে পারেনি। ত্রুটিগুলো হলো এই ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত সদস্যগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতো তথাপি মূলতঃ এই কার্য সম্পাদিত হত তার অধীনস্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে। তাই অনেক সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে মনোনয়ন প্রথা কখনও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নাই।

পঞ্চায়েত মন্ডলীর সদস্য হতে যে কোন গ্রামবাসী বাধ্য ছিল। কিন্তু কেউ পঞ্চায়েতের সদস্যপদ গ্রহণ করতে না চাইলে তার নিকট হতে ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হতো। পঞ্চায়েতগণ সময়মত স্থানীয় কর আদায়ে ব্যর্থ হলে শাস্তিভোগ করতে হতো।

চৌকিদারগণ পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন না। কেবলমাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তার অনুমোদিত কর্মকর্তা তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন। ফলে চৌকিদারগণ কর্তব্য পরায়ণ হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখ ছিল না।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি সমূহের কারণে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে এই ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১১] ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যর্থতার নিরসনকল্পে লর্ড রিপন কতগুলো সংস্কার আইন পাশ করেন। যা ভারতীয়দের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিমূল হিসাবে স্বীকৃত হয়।[১২] লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ১৮ই মে তারিখের প্রস্তাব করেন। যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা। লর্ড রিপন বিশ্বাস করতেন যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অর্থ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের এবং রাজনৈতিক শিক্ষা প্রশাসনের মাধ্যম যা গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে সরকারের সমস্যা সমাধানকল্পে ভূমিকা রাখতে পারবে। [১৩]

রেখা চিত্র-২.১

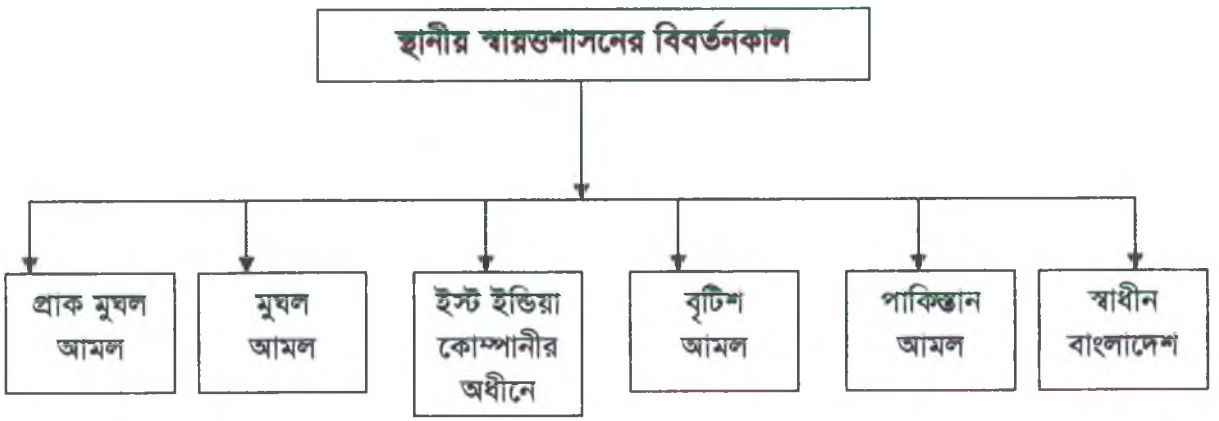

সূত্রঃ www.Dhaka city.org

১৮৮২ সালে স্থানীয় শাসন প্রস্তাবের কতগুলি মূলনীতি ছিল। সেগুলো হলো-

(ক) মিউনিসিপাল বোর্ডের নামে স্থানীয় বোর্ড চালু করা হবে। যেমন- মহকুমা বোর্ড, তহশীল বা তালিকা বোর্ড।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্যই বেসরকারী হবে। উন্নয়ন এলাকার এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাহারা নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ডের সদস্য হবেন।[১৪]

রিপনের এ প্রস্তাবনা কখনই প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রস্তাব মূলতঃ দ্বি-স্তর বিশিষ্ট ছিল- যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার পদ্ধতি। কতগুলো নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। স্থানীয় বোর্ড একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এমন সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে যাদের অধিকাংশই হবে নির্বাচিত।

১৮৮২ সালের প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরী হতে পারে নাই। অবশেষে ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাব কিছুটা সংশোধিত আকারে 'বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন ১৮৮৫' (The Bengal local self Government Act of 1885) (Bengal Act-III of 1885) পাস করা হয়। যা বিলম্বে হলেও বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করে।

১৮৮৫ সালে প্রণীত আইনে স্থানীয় সংস্থাকে (Local Body) তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

(ক) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

(খ) মহকুমা পর্যায়ে (Subdivision) লোকাল বোর্ড

(গ) গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি

(ক) জেলা বোর্ড

জেলা বোর্ড নয় (৯) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো যাদের দুই তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হতেন। শুধুমাত্র যারা ২১ বৎসর বয়স্ক, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ চৌকিদারী কর প্রদান করে এবং যাদের ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তারা ভোটাধিকার ভোগ করত। জেলা বোর্ডের শীর্ষে ছিলেন একজন চেয়ারম্যান, যিনি লেফটেন্যান্ট গভর্ণর কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ড সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। জেলা বোর্ড ছিল স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু এবং বোর্ডকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। জেলা বোর্ড জনস্বার্থে

Dhaka University Institutional Repository

ও উপযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- স্কুল, রাস্তাঘাট, টিকাদান, হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সাহায্য বন্টন, আদম শুমারী, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতো।[১৫] কর, ফি, জরিমানা এবং সরকারী অনুদান ছিল জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস।

১৮৮৫ সালের আইন মোতাবেক জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯২০ সালে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের সাথে সাথে ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির করার ব্যবস্থা করা হয়। জেলার আকার, আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৬ হতে ৭০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া জেলা বোর্ডে এমন কিছু সংখ্যক সুদক্ষ কর্মকর্তা থাকতেন, যাদের কার্যাবলীসমূহ থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল।

জেলা বোর্ডের আয় সাধারণতঃ ৪ থেকে ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বিস্তৃত আয়তন বিশিষ্ট (যেমন- ময়মনসিংহ) জেলার আয় ছিল ১২ লক্ষ টাকা। জেলার আয় সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যথা- ১। জনহিতকর কার্যাবলী এবং সড়ক উন্নয়ন করা, ২। সরকারী অনুদান যেমন- Augmentationgrants. পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দান। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারী দান, জেলা বোর্ডের কর্মচারীদের বেতনের নিমিত্তে দান ইত্যাদি। ফেরী, জরিমানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য দান, রাস্তাঘাটের জন্য কর ইত্যাদি।[১৬]

(খ) লোকাল বোর্ডঃ

লোকাল বোর্ড কমপক্ষে ছয় (৬) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হতো। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান লেঃ গভর্ণর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে অথবা বোর্ডের অনুরোধক্রমে লেঃ গভর্ণর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন।

লোকাল বোর্ড ইউনিয়ন কমিটির কার্যকলাপের তদারকি সংস্থা হিসাবে কাজ করতো এবং ইউনিয়ন কমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারত। কিন্তু লোকাল বোর্ডকে জেলা বোর্ডের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হত।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ইউনিয়ন কমিটিঃ

১৮৮৫ সালের আইন গড়ে ১২ মাইল আয়তন বিশিষ্ট গ্রামের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য হতে মোট ৯(নয়) জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। মূল আইনে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের কোন উল্লেখ ছিল না। ইউনিয়ন কমিটিগুলো স্থানীয় পুকুর, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাস্তাঘাট সংস্কার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব চৌকিদার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল।[১৮] স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি ও গ্রাম পুলিশ-এই দু'ধরনের স্থানীয় সংস্থা কাজ করতে থাকে।[১৯] ইউনিয়ন কমিটির গ্রাম বাসীদের কাছ থেকে ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি কর আদায় করে তহবিল সংগ্রহ করার ক্ষমতা ছিল।[২০]

১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন বাংলাদেশের বর্তমান ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১৬টি জেলায় ১লা অক্টোবর ১৮৮৬ হতে প্রবর্তন করা হয় এবং বছরের শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য জেলায় এ আইন প্রচলিত হয়।[২১]

এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইউনিয়ন কমিটিগুলোর হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। সীমিত তহবিলের কারণে গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ কোন কার্যকর ফল দেখাতে পারেনি। এছাড়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ারম্যান পদে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ফলে এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ ধারণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ ধরণের নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে শোষক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।[২২]

লর্ড রিপনের সংস্কারের ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নব গঠিত স্থানীয় সংস্থার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, অনেক নামজাদা রাজনীতিবিদ তাদের রাজনৈতিক জীবন এই স্থানীয় সংস্থা হতে শুরু করেন এবং অনেক খ্যাতিও অর্জন করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভও তৈরী হয়। বুদ্ধিজীবিগণ ক্রমাগত বুঝতে পারেন যে, স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌণ। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সরকারী সদস্যদের অপ্রতিহত প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।[২৩] এসব কারণে ব্রিটিশ নীতির পূনঃমূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৭ সালে ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক নিরূপণের জন্য এবং শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কার্যকর করার মাত্রা C.E.H. Hobhouse এর নেতৃত্বে একটা রাজকীয় মিশন (Royal Commission) গঠন করেন। ১৯০৯ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু তাতেও ভারতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে নাই। রিপোর্টে জেলা বোর্ডের সভাপতি হিসাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বহাল রাখা এবং মিউনিসিপাল বোর্ড সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পরও কার্যকর করার তেমন কোন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।[২৫] পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে মন্টেক্কু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে স্থানীয় সংস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয় রাজনীতি শিক্ষায় ভারতীয়দের উপযুক্ত করতে হলে স্থানীয় সংস্থাকে সংস্কার করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে The Bengal Village Self Government Act এ স্থানীয় সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। এই আইন মোতাবেক পূর্ববর্তী তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুই ধাপে বিভক্ত করা হয়। যথা- ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড।[২৬] এর ফলে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড ১০/১২ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ছিল। সদস্য সংখ্যা ছিল ন্যুনতম ৬ জন এবং ৯ জন।

এদের দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হবে। মনোনীত সদস্যগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতো। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ২১ বৎসর বয়স্ক যারা ১৮ টাকা জমির খাজনা দিত এবং যাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য নির্ধারিত আরও ১ টাকা কর দেয়ার সামর্থ্য ছিল তাদেরকেই মনোনীত সদস্য করা হতো। নির্বাচনের পর সদস্যদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতো। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ছিল- (ক) চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান (খ) স্বাস্থ্য বিধান ও স্বাস্থ্য রক্ষা (গ) রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণ (ঘ) স্কুল এবং ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ঙ) জেলা বোর্ডকে খবরা খবর সরবরাহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন বোর্ডগুলো উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান গ্রহণ করার পরও বাৎসরিক কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল। ঘরবাড়ীর মালিক ও দখলকারীদের ওপর কর ধার্য করা হত। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব বিবেচনামূলক ক্ষমতা বলে ইউনিয়ন বোর্ডের দুই বা অধিক সদস্য মনোনীত করে 'ইউনিয়ন কোর্ট গঠন করে লঘু অপরাধ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সার্কেল অফিসার। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতো এবং জেলা বোর্ড ও থানা প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতো। ২/৩টি থানার ২০-২৫টি ইউনিয়নের দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের উপর ন্যাস্ত থাকতো। ইউনিয়নের খাতাপত্র কার্য বিবরণী এবং রেকর্ড নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যবেক্ষণ করতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২৭]

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের কোন অংশেই স্থানীয় প্রশাসন তেমন উন্নত ছিল না। প্রশাসন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। দায়িত্বের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটত। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য কোন সরকারই এই ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দিতে পারে নাই। এমনকি জাতীয় পরিকল্পনায়ও এদের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই ফলে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের অবস্থান প্রায় একই পর্যায়ে অবস্থান করে। তাই সরকারকে স্থানীয় সংস্থার ব্যর্থতা নিরসনকল্পে প্রশাসক নিযুক্ত করতে হতো। মুঘল আমল, কোম্পানী আমল এবং ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনামলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা বা পরিবর্তন প্রচেষ্টা ছিল মূলতঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে এবং বিশেষ গন্ডিবদ্ধ। যদিও ১৮৮২ সালের পরে ব্রিটিশ শাসকেরা স্থানীয় সরকার পদ্ধতির গণতন্ত্রায়নে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। তথাপি "The Indian Local Self Government was in many ways a democratic facade to an atuocratic structure."[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৬ মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৫৯-১৯৭১ (পাকিস্তান আমল)

ইউনিয়ন কাউন্সিল

১৯৫৯ সালের ২৭শে অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশ বলে (প্রেসিডেন্ট আদেশ নং-১৮) সমগ্র দেশে নতুন শাসন প্রবর্তন করেন। উক্ত শাসন ব্যবস্থার নাম ছিল মৌলিক গণতন্ত্র। মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশবলে গ্রাম এলাকার জন্য চার স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় যথা, ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল। পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ড মৌলিক গণতন্ত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিল নামে পরিচিত হয়।[২৯] ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল সর্বনিম্ন গ্রাম পর্যায়ের স্বায়ত্বশাসিত সরকার। চারটি স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য স্থানীয় পর্যায় অর্থাৎ ইউনিয়ন স্তর পর্যায় থেকে শাসন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশবলে দু'প্রদেশে ৪০,০০০ করে নির্বাচনী একক (ইলেকটোরাল ইউনিট) সৃষ্টি করা হয়।[৩০] প্রতি নির্বাচনী এককের গড় জনসংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ১২৭০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১০৭২ জন। কিন্তু পরবর্তীতে এক সংশোধনীতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে দু'প্রদেশের জন্য ৬০,০০০ নির্বাচনী একক গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি এককে জনসংখ্যা ছিল ১০৭০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৪০ জন। প্রতি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে। তিনি ঐ এককের নির্বাচক হতেন। সমগ্র দেশের নির্বাচকগণ মিলিতভাবে নির্বাচকমন্ডলীতে পরিণত হতেন। সদস্যদের পাকিস্তানের নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য বলা হত।[৩১] নির্বাচকমন্ডলীর এই সদস্য দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভায় সদস্যদের নির্বাচন করার পর গ্রাম এলাকার নির্বাচনী এককের সদস্যগণ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু প্রতি ইউনিয়নে ১০ থেকে ১৫টি নির্বাচনী একক ছিল সেহেতু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৫ জন। সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হতেন। জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে মহকুমা প্রশাসক সদস্যদের মনোনয়ন দান করতেন। সমালোচনার জন্য ১৯৬২ সালে মনোনয়ন পদ্ধতি রহিত এবং সকল সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।[৩২ (ক)] এখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এর কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর। সদস্যবৃন্দ ভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন।

থানা কাউন্সিল

L.S.S. O Malley থানাকে রাজস্ব এবং হান্টার পুলিশ একক[৩৩] হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলতঃ পুলিশ প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য থানার সৃষ্টি।[৩৪] গ্রাম এলাকায় পুলিশ স্থাপনের জন্য থানা সৃষ্টি করা হয়। ১৭৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর এক ঘোষণায় লর্ড কর্নওয়ালিশ সরকার জমিদারদের হাত থেকে পুলিশ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা সরকারীভাবে গ্রহণ করে এবং জমিদারদের এ ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ জন্য প্রতি জেলাকে থানাতে বিভক্ত করা হয়। প্রতি থানার আয়তন ছিল প্রায় ২০ বর্গমাইল।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য থানা কাউন্সিল গঠন করা হয়।[৩৫] ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং থানার আওতায় কোন টাউন কমিটি থাকলে উক্ত টাউন কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য হতেন। কাউন্সিলের সরকারী সদস্যও ছিলেন। সরকারী সদস্যের সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত, তবে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং টাউন কমিটির চেয়ারম্যানের সংখ্যার চেয়ে অধিক সরকারী সদস্য হত না। অর্থাৎ সরকারী সদস্য নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে বেশী হত না। থানা কাউন্সিল জেলা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করত।[৩৬] থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। ইউনিয়ন কাউন্সিলের উন্নয়ন পরিকল্পনা থানা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হত।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশবলে থানা কাউন্সিল ছিল স্বায়ত্বশাসনের দ্বিতীয় স্তর কিন্তু কোন নির্বাচিত সদস্য ছিল না। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের এখানে দু'প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রথমতঃ ইউনিয়ন কাউন্সিল বা টাউন কমিটির চেয়ারম্যান এবং দ্বিতীয়তঃ তারা পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য। জনসাধারণের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি ছিল না। ফলে জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। এখানে সরকারী সদস্যদের প্রাধান্যই অধিকতর ছিল।

জেলা কাউন্সিল

মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশবলে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়। পূর্বে এর নাম ছিল জেলা বোর্ড। কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য এবং সরকারী সদস্যের সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। তবে সরকারী সদস্যের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার চেয়ে অধিক হত না। কোন কোন অফিসার পদাধিকার বলে সরকারী সদস্য হবেন তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। জেলার আওতায় ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের ভোটে জেলা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হতেন।[৩৭] তবে এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে জেলা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানগণ জেলা কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালে ৪০৩২টি ইউনিয়ন কাউন্সিল, ২১৬টি ইউনিয়ন কমিটি এবং ৩৮টি টাউন কমিটি ছিল। তার মধ্যে ৪০৩২টি ইউনিয়ন কাউন্সিল ও ৩৮টি টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জেলা কাউন্সিলের নির্বাচক ছিলেন। তাই দেখা যায় যে, ১৭টি জেলা কাউন্সিলের সমগ্র নির্বাচকের সংখ্যা ছিল ৪০৭০ জন।[৩৮] জেলা কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর। মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হত। কোন আসন শূন্য হলে সে স্থলে ৯০ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচন করা হত।

জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে সদস্য এবং এর চেয়ারম্যান ছিলেন।[৩৯] চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করতেন। প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি যাবতীয়

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলী সম্পাদন করতেন এবং দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখতেন। কাউন্সিলের যে কোন কর্মচারীকে তিনি যে কোন সময় নিয়োগ, বদলী ও অপসারণ করতে পারেন।

বিভাগীয় কাউন্সিল

১৮২৯ সালে প্রশাসনের স্তর হিসেবে বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪০] কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ গঠিত হয়। ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থার সুগঠনের জন্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের চতুর্থ স্তর। প্রতি বিভাগের একটি বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল। এগুলোর সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে বিভাগীয় কাউন্সিলে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুধু সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে গঠিত হত এবং সকল সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা সরকারী সদস্যদের সংখ্যা অপেক্ষা কম হত না। বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেক জেলা হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত সদস্য দু'শ্রেণীর ছিলেন যথা, জেলা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক এবং পৌরসভার প্রতিনিধি জেলার অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচিত হতেন।[৪১] বিভাগের অন্তর্গত সকল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার ও সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সরকারী পদের অধিকারী পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্য ও এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

পৌরসভা

মৌলিক গণতন্ত্র শহর দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শহরের জনসংখ্যা ১৫ হাজার বা তার কম হলে সংস্থাটির নাম হত টাউন কমিটি। টাউন কমিটির নির্বাচন হত ইউনিয়ন কাউন্সিলের মত কিন্তু তার কার্যক্রম ও দায়িত্ব ছিল পৌরসভার অনুরূপ। যে সকল শহরে জনসংখ্যা ১৫ হাজার বা তার বেশী হত সে সব শহরে প্রতিষ্ঠিত হত পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

পৌর কমিটির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০ জনের বেশী হত না। মনোনীত এবং অফিসিয়াল সদস্য কয়েকজন থাকবেন তা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন। তবে মনোনীত এবং সরকারী সদস্য কোন সময়ে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার বেশী হত না।

পৌর কমিটির চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। সকল সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হত।

২.২.৭ স্বাধীন বাংলাদেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৭১-১৯৭৬

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে সুগঠনের পরিকল্পনা নেয়। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে (আদেশ নং-৭) স্থানীয় কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার হয়।[৪২] ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম রাখা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় মহকুমা প্রশাসককে। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। উক্ত শাসনতন্ত্রে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়।[৪৩] শাসনতন্ত্রের উক্ত বিধানানুসারে দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিধি প্রণীত হয়।[৪৪] উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। ধারা মতে ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। সকলেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

থানা উন্নয়ন কমিটি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রপতির এক আদেশে বলে মৌলিক গণতন্ত্র আমলের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হয়। সে অনুসারে থানা কাউন্সিলও বাতিল বলে পরিগণিত হয়। থানা পর্যায়ে শূণ্যতা পূরণে ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল থানা পর্যায়ে থানা উন্নয়ন কমিটি (Development) গঠিত হয়।[৪৬] কমিটির প্রধান ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য।[৪৭] ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কমিটির প্রশাসক ছিলেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে নাম পরিবর্তনের থানা উন্নয়ন কমিটি (Unnayan) রাখা হয়।[৪৮] মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অন্য সদস্যগণ ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা। রাজনৈতিক দলের কিছু সদস্যদের কমিটির সদস্যভুক্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত থানা উন্নয়ন কমিটি কার্যকর ছিল।

জেলা বোর্ড

১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল স্থানীয় সরকারের এক ঘোষণা অনুসারে জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তনের জেলা বোর্ড রাখা হয়।[৪৯] উক্ত আদেশবলে জেলা বোর্ডে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং মনোনীত সদস্য রাখারও কোন বিধান ছিল না। সার্কুলার অনুসারে জেলা প্রশাসককে জেলা বোর্ডের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। যাবতীয় কার্যাবলী প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত হত। বোর্ডের কোন কমিটি ছিল না। প্রশাসক এবং সেক্রেটারী দু'জনই ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা। প্রশাসকই ছিলেন সকল ক্ষমতার আধার।[৫০] অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন- আয়-ব্যয়, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে জেলা কাউন্সিলের অনুরূপ ছিল। এ সম্পর্কে নতুন কোন নিয়ম-নীতি তখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। এটা সর্বতভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং সেখানে লাল ফিতার দৌরাত্ম্যই ছিল প্রবল।

পৌরসভা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহের পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (আদেশ নং-৭) বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি (বাতিল ও শাসন) আদেশ জারি হয়। উক্ত আদেশ বলে পাকিস্তান আমলের সকল প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বাতিল এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আদেশবলে টাউন কমিটিকে শহর কমিটি এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা নাম দেওয়া হয় এবং কাজ পরিচালনার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পৌরসভার একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কতিপয় সদস্য ছিলেন। পূর্বের ইউনিয়ন কমিটির স্থলে কোন স্তর গঠিত হয়নি। ইউনিয়ন কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব ও সম্পদ পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৫১]

১৯৭৩ সালে সকল শহর অঞ্চলের জন্য পৌরসভা গঠন করা হয়। এতে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে পৌরসভার সংখ্যা ছিল ২৮ কিন্তু উক্ত পরিবর্তনের পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯টিতে উন্নীত হয়।

নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক পৌরসভাকে তিনটি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে ৩ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিশনার চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান সকলেই সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে একই সময়ে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচন কমিশন এ সকল নির্বাচন পরিচালনা করত। অন্য কোন পৌরসভার জন্য মহিলা সদস্য ছিলেন না কিন্তু শুধুমাত্র চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার জন্য ২ জন মহিলা কমিশনারের বিধান করা হয়। শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবের পরের ধাপ ছিল গ্রাম সমবায় সমিতি। তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে বহুমুখী বাধ্যতামূলক সমবায় সমিতি গঠন করা হবে।

২.২.৮ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৭৬-৮২

ইউনিয়ন পরিষদ

জিয়া সামরিক শাসনামলে ১৯৭৬ সালের ২০শে নভেম্বর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ জারী করা হয়।[৫২] স্থানীয় পরিষদসমূহের পরিচালনার জন্য যাবতীয় নীতি উক্ত অধ্যাদেশে সংযোজিত হয়। অধ্যাদেশ অনুসারে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়[৫৩] এবং শহর এলাকার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় পৌরসভা। তিনটি স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন। মহকুমা প্রশাসক মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দান করতেন।[৫৪] মহিলা ছাড়াও দুজন কৃষি প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর।[৫৫] ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধিগণ যথাসময়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সে অনুসারে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদের কার্যকাল ৫ বৎসর শেষ হয়। দেশের রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থির কারণে ঠিক সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না।

থানা পরিষদ

১৯৭৬ সালের স্থানীয় শাসন অধ্যাদেশানুসারে থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রতিনিধি এবং সরকারী সদস্যের সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হয়।[৫৬] থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য। সরকারী সদস্য হলেন মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার এবং থানা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারী অফিসারগণ। থানা পরিষদের সকল নির্বাহী ক্ষমতা অর্পিত ছিল চেয়ারম্যানের উপর।[৫৭] পরিষদের সভায় সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করতেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা এবং সকল কাজের উপর সরকারী প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। বাজেট প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, হিসাব নিরীক্ষণ যাবতীয় কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। সরকার ১৯৭৮ সালের ২৪শে মে এক ঘোষণায় পরিষদের পাশাপাশি থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করে।[৫৮] ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান এই কমিটি সদস্য ছিলেন। এছাড়া ৩ থেকে ৮ জন বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তিকেও সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান একজন সেক্রেটারী এবং একজনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

জেলা পরিষদ

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুসারে জেলা পরিষদ ছিল গ্রাম স্বায়ত্বশাসনের তৃতীয় স্তর। নির্বাচিত সদস্য, সরকারী সদস্য এবং মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হবে। কোন প্রকার সদস্য কতজন থাকবেন তা সরকার নির্ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করবে। তবে সরকারী সদস্য এবং মহিলা সদস্যদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে না এবং নির্বাচিত ও সরকারী সদস্যদের সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশী মহিলা সদস্যা হবেন না। নির্বাচিত সদস্য সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক্ষভাবে জেলার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সরকারী সদস্য সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত হবেন। জেলার মহিলাদের মধ্যে থেকে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা কমিশনার মহিলা সদস্যদের মনোনয়নদান করবেন। একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকবেন। নির্বাচিত সদস্য বা মহিলা সদস্যাদের মধ্যে থেকে চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান ছিল। জেলা পরিষদ কার্যকাল ৫ বৎসর।

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার

১৯৮০ সালের পূর্ব ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পরিষদ ছিল গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের তিনটি স্তর। কিন্তু ১৯৮০ সালে জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের এক সংশোধনীবলে গ্রাম পরিষদ[৫৯] শব্দটির পরিবর্তনে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন[৬০] এবং এ জন্য স্বনির্ভরগ্রাম সরকার (সংগঠন ও প্রশাসন) বিধিমালা ১৯৮০, প্রণয়ন করেন। তাই দেখা যায়, ১৯৮০ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশে চার স্তর বিশিষ্ট গ্রাম স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল স্বনির্ভর গ্রাম সরকার। প্রতি গ্রামে ১-২ জন পাহারাদার, ১ জন ধর্মযাজক, ১ জন স্কুল শিক্ষক, ১ জন গণক, ১ জন সুতার মিস্ত্রী, ১ জন কুম্ভকার, ১ জন ধোপা, ১ জন চিকিৎসক ও ১ জন পাটোয়ারী ছিল।

পৌরসভা

বাংলাদেশের শহর এলাকার জন্য আছে পৌরসভা। পৌরসভার অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, যে সকল এলাকায় কমপক্ষে ১৫ হাজার লোক বসবাস করবে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ দুই হাজার এবং যেখানে তিন-চতুর্থাংশ জনশক্তির জীবিকার্জনের পন্থা কৃষি নির্ভরশীল নয়, সে সব এলাকা শহর বলে পরিগণিত হবে।[৬১] আর শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হবে পৌরসভা।

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভা গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান এবং সরকার ঘোষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত ও মনোনীত মহিলা কমিশনার সহযোগে। মহিলা সংখ্যা কোন ক্রমেই নির্বাচিত কমিশনারদের সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হবে না। চেয়ারম্যান এবং নির্বাচিত কমিশনার সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। মনোনীত মহিলা কমিশনার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনয়ন লাভ করবেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী পৌরসভার বিভাগীয় কমিশনার এবং অবশিষ্ট পৌরসভার মহিলা কমিশনার জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হবেন। কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকাল হবে ৫ বৎসর।

২.২.৯ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৮২-১৯৯০

ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩

সামরিক সরকার (এরশাদ সরকার) ১৯৮৩ সালের ৯ আগস্ট স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী করে। উক্ত অধ্যাদেশ অনুসারে পরিষদের সংগঠন ও প্রশাসনে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের সংগঠন ও প্রশাসনের সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমান অধ্যাদেশে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে দু'জন মহিলা সদস্য ছিলেন, অধ্যাদেশ অনুসারে তিন ওয়ার্ড থেকে তিনজন মহিলা মনোনয়ন দেবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মহিলা সদস্যগণ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করেন। কার্যকাল ৫ বৎসরের স্থলে ৩ বৎসর করা হয়। পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসরণ করার জন্য অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থনক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হতে হত কিন্তু এজন্য ৭ জন সদস্যের সমর্থনক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হবে বলে বিধান করা হয়।

উপজেলা পরিষদ

১৯৮২ সালের ২৮ সালের ২৮ শে মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারী হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কথা ঘোষণা করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহকে সুগঠিত ও অধিক ক্ষমতা প্রদানের কথাও বলা হয়।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রশাসনকে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।[৬৩] প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠিত হয়।

প্রশাসনকে সুগঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ জারী করা হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানার নামকরণ করা হয় উপজেলা[৬৪] এবং সে অনুসারে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্গঠন (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ জারী করা হয়।[৬৫]

এ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হবে- যা উপজেলা পরিষদ নামে অভিহিত হবে।[৬৬] পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। চেয়ারম্যান ছাড়াও নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে যথা- ক) প্রতিনিধি সদস্য, খ) মহিলা সদস্য, গ) সরকারী সদস্য, ঘ) উপজেলা কেন্দ্রী সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঙ) একজন মনোনীত সদস্য। এই অধ্যাদেশের বিধি-বিধান মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে চেয়ারম্যানের কার্যকাল হবে তিন বছর।

জেলা পরিষদ

বর্তমানে ৬৪টি কিন্তু পূর্বে জেলার সংখ্যা ছিল ২১টি। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় শাসন অধ্যাদেশে জেলা পরিষদ গঠনের জন্য যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণীত হয়। বিধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিকভাবে জেলা পরিষদ গঠিত হবার কথা। এরশাদ সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করেন, তার সুপারিশ অনুসারে পূর্বের মহকুমাসমূহকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। পূর্বের ২১টি জেলাতে জেলা পরিষদ কার্যকর থাকে মাত্র। তবে উল্লেখ থাকে যে, জেলা প্রশাসকই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তিনি সকল দায়িত্ব পালন করেন।

জেলা পরিষদের গঠন

জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকবেন যথা, (ক) প্রতিনিদি সদস্য, (খ) মনোনীত সদস্য, (গ) মহিলা সদস্য এবং (ঘ) কর্মকর্তা সদস্য। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি সদস্য হবেন। মনোনীত সদস্য এবং মহিলা সদস্যগণ কর্তৃক জেলায় বসবাসকারী পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে থেকে মনোনীত হবেন। তাদের সংখ্যা প্রতিনিধি সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে না।

২.২.১০ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৯০-৯৬

গ্রাম সরকার

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রচার করা হয়। ২৮-১২-৯১ তারিখে শিল্পকলা একাডেমিতে "গ্রাম উন্নয়নে শহীদ জিয়া প্রবর্তিত 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের ধারণা সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।[৬৭] কমপক্ষে ৫০ জন সদস্যের সমবায়ে গ্রাম সভা গঠিত হবে। প্রতিটি গ্রাম থেকে কমপক্ষে ৬ জন সদস্য জনসাধারণের সরাসরি ভোটে গ্রামসভার সদস্য নির্বাচিত হবে। সদস্যবৃন্দ মিলিতভাবে একজন সভাপতি নির্বাচন করবেন। বৎসরে কমপক্ষে ২টি বৈঠক হবে এবং মেয়াদকাল হবে ৫ বৎসর। গ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রতিটি গ্রাম থেকে ১০ জন সদস্যকে প্রত্যক্ষ ভোটে গ্রামসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচন করবেন। এদের মধ্যে ২ জন মহিলা, ২ জন কৃষক, ২ জন কৃষি শ্রমিক অথবা শ্রমিক থাকবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন গ্রামসভার প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ

আইন ও বিচারমন্ত্রী ৫-২-৯২ তারিখে সংসদে ১০টি বিল উত্থাপন করেন। তার মধ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন অধ্যাদেশ ১৯৯২ একটি। এতে পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর করার প্রস্তাব করা হয়। একজন ব্যক্তি একটি ওয়ার্ডে তিনজন সদস্যকে ভোট দিতে পারে। বর্তমানে ৩টির স্থলে ৯টি ওয়ার্ড গঠন এবং ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য নির্বাচন করার প্রস্তাব করা হয়। মনোনীত মহিলা সদস্যের পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইনে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ভোটারদের ভোটে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পরিষদ

১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশবলে উপজেলা প্রবর্তন করা হয়। এর সাথে সাংবিধানিক প্রশাসনিক ইউনিটের কোন সম্পর্ক নেই। আইনজ্ঞ আমীর-উল-ইসলামের মতে, উপজেলা পরিষদ বাতিল যেন মাথাকে ঠিক রেখে সমগ্র শরীর ছেদনের মত। স্থানীয় সরকার স্তরসমূহকে আইনসম্মত পরিচালনার জন্য সংবিধানের ১৫২ (১) অনুচ্ছেদ এবং দ্বাদশ সংশোধনীতে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পুনঃবলবৎ হওয়া ৫৯ ও ৬০ নং অনুচ্ছেদের সাথে সংগতি রাখার জন্য এ সব আইনের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। রায়ে বলা হয়, জেলা পরিষদ ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদকে আইনগত সংশোধনীতে প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে আগামী ৪ মাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে। ২১-১১-৯১ তারিখের এক সভায় বলা হয়, দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ আশা করেছিলেন যে, সকল প্রকার স্বৈরশাসনের অবসান হবে, গণতন্ত্রেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য সরকার আরও সচেষ্ট হবে এবং প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

জেলা পরিষদ

স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিশনের কাছে ২২টি পুরাতন জেলায় আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের একটি প্রস্তাব আসে। পরিষদের প্রধান হবেন সরকারী দল থেকে মনোনীত ব্যক্তি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হয়ে।[৬৮] জেলা পরিষদ সংশোধন ছিল ১৯৯৩ সংসদে আসার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকে। ইতোমধ্যে সরকারী নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর এবং চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা। প্রতি থানা থেকে ২ জন পুরুষ এবং ১জন মহিলা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন। অবশেষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ১৯৯৩ সালের ৭ ডিসেম্বর জেলা পরিষদ বিল উত্থাপন করেন। বিরোধী দল বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়- যার ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন হবেন সরকারী এবং ৭ জন বিরোধী দলীয়। পরে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পর্যালোচনা কমিটি হয় কিন্তু বিরোধীদল একযোগে পদত্যাগ করলে বিলটি অকার্যকরী হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পৌর কর্পোরেশন

২৭.১.৯২ তারিখে সংসদে পৌর কর্পোরেশনের উপর বিল পাস হয়। বিলগুলোর শিরোনাম হল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বিল (সংশোধন বিল) ১৯৯২। এতে মেয়াদ ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর এবং কমিশনারদের মোট সংখ্যার ৭৫% জনের নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশের সাথে সাথে কর্পোরেশন পুর্নগঠিত এবং পুনর্গঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়। পৌর কর্পোরেশনের কার্যক্রম ও গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাবেক এরশাদ সরকারের সময়ে যে ব্যবস্থা ছিল তা অনুরূপ আকারে বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের ৪টি বৃহত্তর শহরের জন্য আছে পৌর কর্পোরেশন। ৪টি সিটির জন্য সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) এ্যাক্ট, ১৯৯৩ ২৩.২.৯৩ পাস হয়।[৬৯] এখানে সরাসরি ভোটে মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কমিশনার পদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। তারা মেয়র এবং কমিশনারদের ভেটে নির্বাচিত হবেন। প্রশাসনের একজিকিউটিভ আদেশবলে মেয়রকে অপসরণ করা হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে মন্ত্রীর এবং অন্যটি মেয়রকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়।

পৌরসভা

দেশের পৌরসভা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ৪.১.৯২ তারিখে সংসদে যে ১০টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়, তার মধ্যে পৌরসভা (সংশাধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ একটি। বিলের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, পৌরসভার মেয়াদ ৩ বছর অপর্যাপ্ত তাই, ৫ বছর করার সুপারিশ করা হয় পৌরসভার কাজ চালানো দরকার। এই সময়ের জন্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাজ চালানোর বিধান করা উচিত। এ সময়ের জন্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাজ চালানোর বিধান করা উচিত। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যাদেশের ধারার সংশোধনক্রমে পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের মোট সংখ্যা ৭৫% জনের নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশের সাথে সাথেই কার্যভার গ্রহণ আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.১১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১৯৯৬-২০০১

গ্রাম পরিষদ

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধিত বিধান অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ ৩টির পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে এই ৯টি ওয়ার্ডে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মেম্বার হবেন গ্রাম পরিষদের পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান। গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে ৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা সদস্যের দ্বারা। সদস্যবৃন্দ গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্কদের বৈঠকে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন। বিকল্প হিসেবে প্রতি গ্রামে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা গ্রামবাসীর দ্বারা মনোনীত বা নির্বাচিত হতে পারেন। সরকারী আধাসরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধানগণও সদস্য থাকবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

গ্রাম পরিষদের উপর কমিশন মোট ১৫ প্রকার কাজ অর্পন করে। এগুলোর মধ্যে গ্রামের পরিবার ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জরিপ, এই রকম কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা দেয়া, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ, তালাক ও যৌতুক বিষয়ে আইনের প্রয়োগ, গ্রামের সরকারী সম্পদের হেফাজত, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদির তদারকী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় সমিতি গঠন, পতিত ও অনাবাদী জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি প্রধান। গ্রাম পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর।[৭০]

ইউনিয়ন পরিষদ

একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তিন জন মহিলা সদস্যও সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। পুরাতন তিন ওয়ার্ডের জন্য ৩টি মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে। গ্রাম পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সদস্য হবেন। ১-৯-৯৭ তারিখে জাতীয় সংসদে 'দি লোকাল গর্ভনমেন্ট (ইউনিয়ন পরিষদ) (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৭,- এর মাধ্যমে পরিষদগুলোকে ৩ ওয়ার্ডের পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। এখানে ৩ জন মহিলা সদস্যকে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নয় জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা সদস্য এবং ১ জন চেয়ারম্যান সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিন মহিলা সদস্য পূর্বের তিন ওয়ার্ড থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উপজেলা পরিষদ

মন্ত্রিসভার বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদ বিল উত্থাপিত হয় (১/৭/৯৮)। সেখানে কমিশনের সুপারিশগুলোই প্রায় অবিকল আকারে রাখা হয়। মন্ত্রিসভা উপজেলা পরিষদ বিল অনুমোদন করে। বিলের শিরোনাম হল উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮। উক্ত বিল২৫/১১/৯৮ তারিখে পাস হয়। বিলে উপজেলা পরিষদের জন্য ৩ জন মহিলা সদস্য রাখার বিধান করা হয়। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন সাধারণের ভোটে। মহিলা সদস্যগণ উপজেলা এলাকার ইউনিয়ন ও পৌরসভার মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে এবং তাদেরকে ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে কোন কারণে কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব না থাকলে উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুন্ন হবে না। পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। মেয়াদ শেষ হলেও নতুন পরিষদ প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত বিদায়ী পরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে। পরিষদের চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তার সম্পদের হিসাব প্রদান করবেন।

জেলা পরিষদ

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এজন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন জেলা পরিষদ গঠনের জন্য যে সুপারিশ করে তা নিম্ন আলোচনা করা হলোঃ-

জেলা পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি ৫ বছরের জন্য জেলার সাধারণ ভোটারের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। জেলার প্রতি থানা থেকে দুই জন সদস্য জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সুতরাং যতগুলো থানা থাকবে তার দ্বিগুণ হবে নির্বাচিত সদস্য। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা। এসব আসন কেবলমাত্র তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তারাও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। জেলায় আওতাভূক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। জেলার সংসদ সদস্যগণ হবেন

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের উপদেষ্টা। চেয়ারম্যানের অবর্তমানে সরকার মনোনীত প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তাব করলে তা বিলের ৮২ ধারা হিসেবে সংযোজিত হয়।

পৌরসভা

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পৌরসভার উপর তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। সুতরাং গঠন পদ্ধতি, কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্ববৎ আছে। সরকার ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের অনুরূপ এক ওয়ার্ড এক কমিশনার এবং সরাসরি মহিলা কমিশনার নির্বাচনের পরিকল্পনা নেয়ায় নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না বলে আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, দেশের পৌরসভার বর্তমান এক ওয়ার্ডকে ভাগ করে তিন ওয়ার্ড করা হবে এবং প্রতি ওয়ার্ডে একজন কমিশনার নির্বাচিত হবেন। প্রতি তিন ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা কমিশনারের আসন সংরক্ষণ ও জনগণের সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থা অনুমোদন করে। পাঁচ বছর মেয়াদ বহাল রেখে প্রণীত 'দি পৌরসভা অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ১৯৯৮' অনুযায়ী কোন পৌরসভার ৩টি থেকে ৯টি ওয়ার্ড হবে। মোট কমিশনারের ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা প্রার্থীগণ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

সিটি কর্পোরেশন

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার অনুরূপ ৪টি সিটি কর্পোরেশনেও সরাসরি ভোটে মহিলা কমিশনারগণ নির্বাচিত হবেন। মোট ওয়ার্ডের ১/৩ অংশ মহিলা কমিশনারদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। মহিলা কমিশনারগণও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইতিপূর্বে মহিলা কমিশনারগণ ওয়ার্ড কমিশনারদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন।

২.২.১২ খালেদা জিয়ার আমল ২০০১-২০০৫

গ্রাম সরকার

২০০১ সালের নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার দেশ পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। বিএনপি নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে 'গ্রাম পরিষদ' আইন পাস করেছিল। এর নাম পরিবর্তন করে এবার নাম রাখা হচ্ছে গ্রাম সরকার। চেয়ারম্যান ও মহিলা উপদেষ্টাসহ সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হবেন গ্রাম সরকারের চেয়ারম্যান এবং অন্য ১৪ জন সদস্য হবেন নানা পেশা থেকে। নির্বাচিত মহিলা সদস্য হবেন গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা। যেহেতু তিনি তিন ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য সেজন্য তিনি ৩টি ওয়ার্ডেরই উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন। গ্রাম সরকার কোন প্রশাসনিক স্তর হবে না। এটা হবে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন এবং ইউনিয়ন পরিষদই গ্রাম সরকারের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে। যেহেতু কোন নির্বাচন হবে না সেহেতু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তাঁর কোন প্রতিনিধি ওয়ার্ডের ভোটারদের নিয়ে একটি সভায় বসে সদস্য নির্বাচন করবেন। চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা ছাড়া অন্য যে সব সদস্য থাকবেন তারা হবেন- ৩জন মহিলা (এই ৩ জনের মধ্যে ১জন হবেন গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য), ২ কৃষক প্রতিনিধি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১জন পুরুষ প্রতিনিধি ও ১জন শ্রমিক প্রতিনিধি। কৃষি শ্রমিক প্রতিনিধি হবেন ২ জন, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি হবেন ১ জন, ১ জন শিক্ষক, ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন চিকিৎসক অথবা অন্যান্য প্রতিনিধি হবেন ১ জন, ১ জন শিক্ষক, ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন চিকিৎসক অথবা অন্য পেশার প্রতিনিধি। এর মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। দুই মাসে অন্তত ১টি সভা হবে এবং ৬ মাসে ওয়ার্ডের সব ভোটার নিয়ে একটি সাধারণ সভা বসবে। গ্রাম সরকার এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বিবাহ, বৃক্ষরোপণ, খাদ্য উৎপাদনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা আবশ্যক। এসব স্তরে প্রতিনিধিগণ ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু নানা কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতার বহাল থাকেন। ব্যবস্থাটির পরিবর্তের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিতে চায় যে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারীভাবে প্রশাসক মনোনীত করা হবে এবং তারা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিগণ ক্ষমতায় না বসা পর্যন্ত উক্ত স্তর পরিচালনা করবেন। ব্যাপক সমালোচনার মুখে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ২০০৩ সালের জানুয়ারী-মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। সারাদেশে ১৮ জন চেয়ারম্যানসহ ৭৬৭ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন (সংবাদ, ১২.১.০৩)। নির্বাচন ৬,১৫,১৫,৮০৬ জন ভোট দান করেন। এর মধ্যে ৩,১৩,৪৪,১০৮ জন পুরুষ এবং ৩,০১,৭১,৬৯৮ জন মহিলা (অবজারভার, ১৭.১.০৩)।

নির্বাচনে আনসার ও ভিডিপির বহু সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্য করার মত। চেয়ারম্যান পদের জন্য ২৩২ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাধারণ সদস্যের আসনে ৬১৭ জন মহিলা নির্বাচনের অংশ নেন।

পৌরসভা

দেশে বর্তমান ২৮৯টি পৌরসভা আছে।[৭১] ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল-এই ৬টি বিভাগীয় শহরে আছে পৌর কর্পোরেশন। অবশিষ্ট শহরগুলোর জন্য আছে পৌরসভা। উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভা গঠনের পর দেশে ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সব পৌরসভা একই মর্যাদার নয়। শ্রেণীবিন্যাসানুসারে ৩ শ্রেণীর পৌরসভা আছে। উপজেলা স্তরে সৃষ্টি পৌরসভা হল ৩য় শ্রেণীর। পৌরসভাকে কিভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের শক্তিশালী এককে পরিণত করা যায় যে বিষয়ে 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ' ১৬টি প্রস্তাব করে। শহর এলাকর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে অধিক বিকেন্দ্রীকরণ করা বাঞ্ছনীয় এবং তবেই সুশাসন কায়েম হওয়া সম্ভভ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

সিটি কর্পোরেশন

বিএনপি সরকার আমলে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন ধার্য করার ঘোষণা দেবার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ বলে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এ. সাঈদের অধীনে কোন নির্বাচন করবে না, কেননা তিনি নিরপেক্ষ নন। সাধারণ আসন হল ১০০ ও সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০টি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে এপ্রিল ২০০২ সালে। চার দলীয় জোটের প্রার্থী ছিলেন মিজানুর রহমান মিনু। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন সাধারণ আসনের ৪৭ এবং মহিলা আসনের ৩ জন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্ত দিবেন রিটানিং অফিসার। জেলা প্রশাসন বা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে কিছু বলতে হলে তা রিটানিং অফিসারের মাধ্যমে বলতে হবে। নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থী মহিউদ্দিন চৌধুরী জয়লাভ করেন। তিনি প্রায় ১ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

পার্বত্য জেলা পরিষদ

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসর পর অতি দ্রুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন দেবার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কিন্তু ২০০১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করা যাবে না জন্য হাইকোর্টের কাছে ১ বছর সময় বৃদ্ধি আবেদন জানার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সরকার এই জেলা পরিষদগুলোতে ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়। সে পদটি সংরক্ষিত থাকবে কেবল অউপজাতীয়দের জন্য। পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেবার চিন্তা-ভাবনা হতে থাকে। অন্তবর্তীকালীন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজাতীয় এবং ৪ জন সদস্যের মধ্যে ১ জন মাত্র অ-উপজাতীয়।

Dhaka University Institutional Repository

রেখা চিত্র-২.২

স্থানীয় সরকার কাঠামো

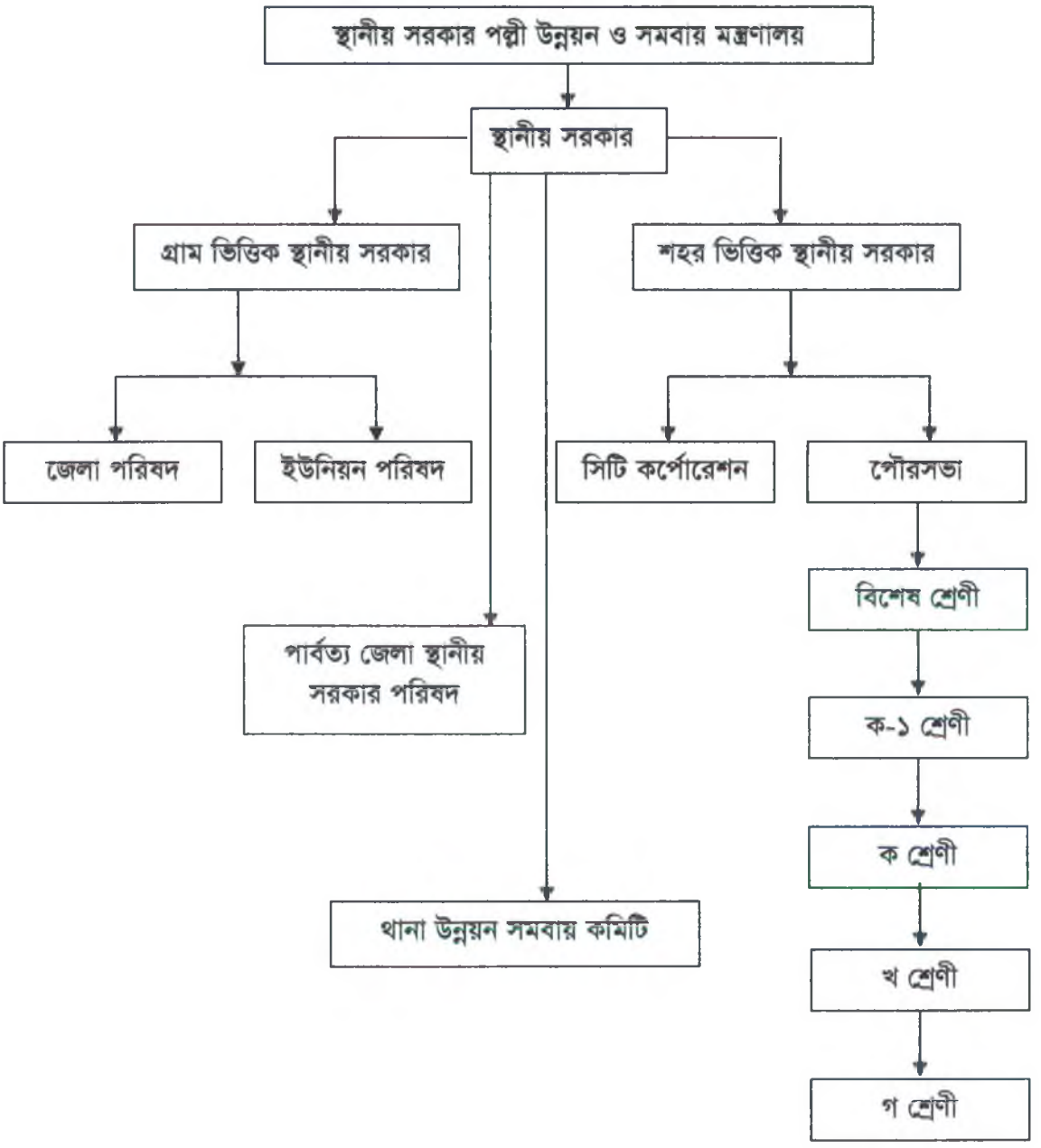

সুত্রঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, রওশন আরা বেগম" 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার'।

২। H.F. Aldefer, Local Government in Development in develop countries, New York: Mc Graw Hill. 1969, P-P9.

৩। K. Siddiqui, ed., local Government in south Asia; limited, 1992, P.13.

৪। H.D Malaviya, village Panchayats in India New Delhi; All Andia Congress committee, 1956, P.66 & PP-68.

৫। K. Siddiuui Opcit P-15

৬। মোঃ মহব্বত খান "বাংলাদেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের স্বায়ত্তশাসনঃ একটি মূল্যায়ন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৪৪ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩।

৭। M. Rashiduzzaman, Politics and Administation in local Councils, A study of union and district councils in east pakistan "Oxford University Press 1968 P-1.

৮। মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত পৃঃ৩।

৯। পূর্বোক্ত পৃঃ৩

১০। M. Rashiduzzaman, Opcit P.P-1-2

১১। Ibid Page-2.

১২। K. Siddiqui, Opcit, P-21

Dhaka University Institutional Repository

১৩। M. Rashiduzzaman, Opcit P-3.

১৪। Lutful haq Chowdhury, "Local self Government and its Reorganization in Bangladesh" NIG, Sep-1987, PP-8-9.

১৫। M. Rashiduzzaman Opcit, PP-5-7.

১৬। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ-১২-১৪।

১৭। Lutful Haq Chawdhury, Opcit-P-91

১৮। M. Rashiduzzaman, Opcit P-3.

১৯। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ-১৪-১৫।

২০। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার। প্রাগুক্ত, পৃ-১৫

২১। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ),প্রাগুক্ত পৃ-১৫।

২২। M. Rashiduzzaman, Opcit P-41.

২৩। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ-১৬।

২৪। M. Rashiduzzaman, Opcit P-4.

Dhaka University Institutional Repository

২৫। Lutful Haq Chawdhury, Opcit-P-10-11.

২৬। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ-১৭-১৮।

২৭। M.M. Khan and H.M. Zafarullah, "Rural government in Bangladesh: Part and Present, Government Administrators, Vol XX, No-2, 1979 P-9.

২৮। H. Jucker, The foundations of local self government in India, Pakistan and Burma London: The Athone Press, 1954, P-70.

২৯। A Handbook of Basic Democracies (Corrected up to 1964). (Dacca: East Pakistan Government Press. 1964), Part-1, p.9. Article II.

৩০। Basic Democracies order, 1959, Art-155.

৩১। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1962. Article 158(II)

৩২। বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনে আইয়ুব সরকার ইউনিয়ন কাউন্সিলে মনোনীত সদস্য রাখার বিধান করেন, কিন্তু সমালোচনার মুখে ১৯৬২ সালে তা বাতিল হয়, তবে যে সব সদস্যদের মনোনীত করা হয় তাদের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বলা হয়। ঐ সব পদে কোন আসন শূন্য হলে সেখানে আর মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে এটা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়- See Guthrics S. Birkhead; Administrative Problems in Pakistan (Syracuse: University Press. 1966),p.34.

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। L.S.S. O Malley; Bengal District Gazetters-Rajshahi, (Calcutta; Bengal Secretariate Press, 1916)p.129.

৩৪। W.W. Hunter; Statistical Accounts of Bengal-District of Murshidabad and Pabna (Delhi: D.K. Publishing House, 1974, (reprint), p.356.

৩৫। Quazi Azhar Ali; District Administration in Bangladesh, (Dacca: NIPA. 1978), p.9.

৩৬। A Handbook of Basic Democracies. op. cit. Article, 13.

৩৭। Ibid. Art. 32.

৩৮। M.A. Chowdhury; op.cit, p. 144.

৩৯। Ibid, Art. 15 (4).

৪০। "The Upazila: A Study in Political Administrative Relationship in Bangladesh." The Journal of Local Government (Dhaka NILG, 1986), (Special Issue on Upazila), p.47.

৪১। A Handbook of Basic Democracies. op. cit., Art. 16.

৪২। Bangladesh local Council and Municipal Committee (Dissolution and Amendment) Order, 1972, Jan. 20 (Dacca: B.G. Press. 1972.), Art. 3 (1) A.

৪৩। The Consititution of the People's Republic of Bangladesh. 1972. Art 59 (1).

৪৪। Bangladesh Gazette, June 30. 1973, Art. 11.

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) Order, 1973 (Dacca: B.G. Press, March 22, 1973), Art. 4 (1), 5 (1), 5 (2), 6 (1), 10 (2) 31.

৪৬। Ministry of LGRD & Co. Local Government Division (Section-I) Memo No-S-1/1U-7/72/103 dated April 28, 1972.

৪৭। Thirteenth Annual Report. July 1971-June 1972 (Comilla: Bard. 1974). p.43.

৪৮। Sixteenth Annual Report-July 1974, 1974 June, 1975 (Comilla: BARD, 176). P.51.

৪৯। Minsitry of LGRD & Co. Circular No S-1/1V-7/72/103, dated April 28, 1972.

৫০। Abdun Naim; "Some Reflection on the Role of the Deputy Commissioner and local Administration", Local Government Quarterly (Dacca:LGI, 1980), Vol. 8. No-1-2, p.6.

৫১। See: Bangladesh Local Council and Municipal Committee (Dissolution and Amendment Order, 1972).

৫২। Local Government Ordinance-1976 (Ordinance No. XC of 1976).

৫৩। Idib, Art, 4 (a).

৫৪। Ibid, Art. 5 (3)

৫৫। Local Government Ordinance-1976, Art, 8.

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। Local Government Ordinance 1976, op.cit., Art, 6.

৫৭। Ibid, Art-4.

৫৮। Ministry of LGRD * co, Memo No, S-1V/22-1/78/282 dated, Dhaka the May 24, 1978.

৫৯। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোর সামগ্রিক উন্নতিকল্পে সরকার গ্রাম পরিষদ গঠন করতে পারবে। See Local Government Ordinance , 1976 op, cit. art. 85-86.

৬০। Local Government Amendment Act 1980, Rule-2.

৬১। The Paurashave Ordinance, 1977 (Dhaka: Bangladesh Government Press, 1977), Section 3 (1).

৬২। বাংলাদেশ অবজারভার, এপ্রিল ১৫, ১৯৮২।

৬৩। ইত্তেফাক, এপ্রিল ২০, ১৯৮২।

৬৪। সংবাদ, ১৯শে জুলাই, ১৯৮৩।

৬৫। The Local Government (Thana Parishad and thana Administration Reorganization) (Second Amendment Ordinance, 1983), Ord. (No. XXXIII of 1983), Art. 2, এখানে থানার পরিবর্তে উপজেলা নাম ব্যবহৃত হয়।

৬৬। The local government (Upazila Parishad & Upazila Administration Re-Organization Ordinance 1982), (Ord. No. LIX of 1982) পৌরসভার চেয়ারম্যানদের সদস্য করা হয় Local Government (Thana Parishad and Thana Administration Re-

Dhaka University Institutional Repository

Organization) (Amendment Ordinance, 1983), Ord. No. XII of 1983 Art. 2 (3) অনুসারে।

৬৭। সংবাদ, ২৯-১২-৯১।

৬৮। ১৭-৫-৯২ আলোচনা।

৬৯। বাংলার বাণী, ২-৮-৯২। বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯-১২-৯২।

৭০। Independent, Septmber 5, 1997.

৭১। The Daily Star, 8 December, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন দেশের স্বায়ত্তশাসন (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা)

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করাই প্রধান বিষয়, কিন্তু এ সম্পর্কে সুষ্ঠু ও অধিকতর জ্ঞান অর্জনের জন্য কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার স্থানীয় সরকার আলোচনা করা হল। প্রথমে ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ইংল্যান্ডে বর্তমানে ৬ শ্রেণীর স্থানীয় সরকার আছে যথা- কাউন্টি (County), বরো (Borough) কাউন্টি বরো (County Borough), আরবান ডিস্টিক্ট (Urban District) বা পৌর জেলা, রুবাল ডিস্টিক্ট (Rural District) বা গ্রামীণ জেলা এবং প্যারিস (Parish)। রাজধানী শহর লন্ডনের স্থানীয় শাসন একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

কাউন্টি

বাংলাদেশ যেমন বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় ইংল্যান্ড ও তেমনি ৫৮টি কাউন্টিতে বিভক্ত। কাউন্টি দু'প্রকার যথাঃ ঐতিহাসিক কাউন্টি (Historical County) এবং প্রশাসনিক কাউন্টি (Administrative County)। ইংল্যান্ডে বর্তমানে ৫২টি ঐতিহাসিক কাউন্টি আছে। তবে ১৮৮৮ সালের পর থেকে এগুলো আর স্থানীয় সরকারে স্তর হিসেবে বিবেচিত হয় না। ১৯৮৫ সালের মধ্যে যেমন বাংলাদেশকে ৬৪টি জেলায় ইংল্যান্ডে তেমনি ১৯৬৫ সালে সমগ্র ভূ-ভাগকে ৫৮টি কাউন্টিতে বিভক্ত করা হয়। কাউন্টির স্থানীয় শাসন পরিচালিত হয় একটি কাউন্সিলের দ্বারা, যা কাউন্টি কাউন্সিল নামে পরিচিত। কাউন্টি কাউন্সিল বাংলাদেশের জেলা পরিষদের অনুরূপ। কাউন্সিলরগণ জনসাধারণের ভোটে ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অ্যালডারম্যান কাউন্সিলদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

প্যারিস

প্যারিস স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সর্বনিম্ন স্তর। এটা ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৯৮২ সালে বাতিলকৃত বাংলাদেশের গ্রাম সরকারের অনুরূপ। এটি অতি পুরাতন সংগঠন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ১৯৩৩ সালের আইন দ্বারা একে পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্যারিস দু'ভাগে বিভক্ত যথা, আরবান প্যারিস (Urban Parish) বা পৌর প্যারিস এবং রুরাল প্যারিস (Rural Parish) বা গ্রামীণ প্যারিস। আরবান প্যারিস স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের স্তর নয়। এর স্থানীয় সরকারের দায়-দায়িত্ব আরবান ডিস্টিক্টের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্যারিস মিটিং (Parish Meeting)

স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রতিটি রুবাল প্যারিসের একটি প্যারিস মিটিং থাকে। প্যারিসে বসবাসকারী ভোটারগণ এ মিটিং-এর সদস্য। এটা বাংলাদেশের বাতিলকৃত গ্রাম সরকারের গ্রাম পরিষদের মতে। যে প্যারিসে কোন প্যারিস কাউন্সিল নেই সেখানে প্যারিস মিটিংই সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে।

প্যারিস কাউন্সিল

বিধান মোতাবেক কোন প্যারিসের জন্যসংখ্যা ৩০০ অথবা তার বেশী হলে উক্ত প্যারস নির্বাচনের মাধ্যমে প্যারিস কাউন্সিল গঠন করতে পারে। জনসংখ্যা ৩০০ কম কিন্তু ২০০ বেশী হলে প্যারিস মিটিং ইচ্ছা করলে প্যারিস কাউন্সিল গঠন করতে পারে। জনসংখ্যা ২০০ কম হলেও প্যারিস কাউন্সিল গঠিত হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে কাউন্টি কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন।

ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (District Council)

কাউন্টির আয়তনের মধ্যে অবস্থিত বরো, আবরান ডিস্ট্রিক্ট (Urban District) বা পৌরজেলা এবং রুরাল ডিস্ট্রিক্ট (Rural District) বা গ্রামীণ জেলা প্রধান স্থানীয় সরকার। বরোকে মিউনিসিপ্যাল বরো (Municipal Borough) বলা হয়। এটা নন-কাউন্টি বরো নামেও পরিচিত। ডিস্ট্রিক্ট বলতে সেখানে আরবান ও রুরাল দুটোকেই বুঝায়। এটা প্যারিসের উচ্চতর স্থানীয় সরকার। রুরাল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্টি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বরো ও কাউন্টি বরো

যখন কোন আরবান ডিস্ট্রিক্ট অধিকতর শহরায়িত হয় তখন সেটা পার্লামেন্টের দ্বারা সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বরোর মর্যাদা লাভ করে। বরো একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত- যা বরো কাউন্সিল নামে পরিচিত। বরো কাউন্সিল বাংলাদেশের পৌরসভার অনুরূপ। ইংল্যাণ্ডে ১৯৬৫ সালের হিসাব অনুসারে ২৭৬টি বরো এবং ৮২টি কাউন্টি বরো আছে।

বরো

বরো ইংল্যাণ্ডের একটি পুরাতন স্থানীয় সরকার। শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যাণ্ডের শহরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরো ইংল্যাণ্ডের শহর অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রুরাল ডিস্টিক্ট ও আরবান ডিস্টিক্টের চেয়ে বরোর ক্ষমতা ও মর্যাদা অধিকতর।

কাউন্টি বরো

যখন কোন বরো ঘন বসতিপূর্ণ এবং শিল্প কলকারখানায় উন্নত হয় তখন তা সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে কাউন্টি বরোর মর্যাদা লাভ করে। এটা বাংলাদেশের পৌর কর্পোরেশনের মত। ১৮৮৮ সালের স্থানীয় সরকার অ্যাক্ট অনুসারে যেমন বরো তেমনিভাবে উক্ত অ্যাক্টের দ্বারা কাউন্টি বরোরও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংগঠনের দিকে বরো ও কাউন্টি বরো একই রকম। অর্থাৎ বরো যেমন- কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত তেমনি এটা কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত।

দি সিটি অফ লন্ডন

লন্ডন শহরের স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন নামে পরিচিত। এটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় সরকার হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের ৩টি সংস্থা আছে যথা, কোর্ট অফ কমন হল- (Court of Common Hall), কোর্ট অফ অ্যালডারম্যান (Court of Alderman) এবং কোর্ট অফ কমন কাউন্সিল। তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনেই লন্ডনের লর্ড মেয়র সভাপতিত্ব করেন। কোর্ট অফ কমন হল একটি বাৎসরিক সভা। লর্ড মেয়র, অ্যালডারম্যান ও লিভারীম্যান (Liveryman) সমন্বয়ে গঠিত ও পরিচালিত। কোর্ট অফ কম কাউন্সিলই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্থানীয় সরকার।

বরো কাউন্সিল (Borough Council)

১৯৬৩ সালের স্থানীয় সরকার অ্যাক্টের মাধ্যমে বৃহত্তর লণ্ডন শহরকে ৩২টি বরোতে বিভক্ত করা হয়েছে। অবশ্য লন্ডন সিটি এর আওতার মধ্যে সংযুক্ত নয়। প্রতিটি বরোই একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকার এবং দেশের অন্যসব বরোর মতই এসব বরো অনুরূপ দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন করে। কাউন্সিলর, অ্যাল্ডারম্যান ও মেয়রের সমষ্ঠিতে বরো কাউন্সিল গঠিত। কাউন্সিল ভোটাধিকারের মাধ্যমে ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

বৃহত্তর লন্ডন কাউন্সিল (Greater London Council)]

এটি ১৯৬৩ সালের স্থানীয় সরকার অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৬৫ সাল থেকে কার্যকরী আছে। কাউন্সিলর, অ্যালডারম্যান, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও একজন ডেপুটি ভাইস-চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল গঠিত। কাউন্সিলগণ স্থানীয় সরকারের ভোটারদের দ্বারা ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এদের সংখ্যা ১০০ জন।

৩.২ ফ্রান্সের স্থানীয় সরকার

১৭৮৯ সালে বিখ্যাত বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে কোন সুগঠিত স্থানীয় সরকার ছিল না। তার মূল কারণ সম্রাটের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ। সম্রাটের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। অবশ্য বিপ্লবের পূর্বেও সমগ্র দেশ প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রদেশগুলোর কিছু স্বাধীকার ছিল। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের কাঠামো নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময়ে সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

ডিপার্টমেন্ট (Department)

ডিপার্টমেন্ট ফ্রান্সের স্থানীয় সরকারের একটি স্তর যার প্রশাসনিক কেন্দ্র বা কার্যালয় সদর শহরে অবস্থিত। উক্ত কার্যালয়কে প্রিফেকচার বলে। যা বাংলাদেশের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সমতুল্য। গড়ে ডিপার্টমেন্টের আয়তন ২৩৬৩ বর্গমাইল এবং ৪০,৬০০ জন লোক বসবাস করে। সমগ্র ফ্রান্স ৮৯টি ডিপার্টমেন্ট বিভক্ত। ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রিফেক্ট নামে (Prefect) পরিচিত। ফরাসী দেশের শাসনক্ষেত্রে প্রিফেক্ট এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ। চেপম্যানের ভাষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। তিনি জনসাধারণ ও সরকার এবং রাজনীতিবিদ ও ভোটারদের মধ্যকার মধ্যস্থতাকারী। তিনি প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদও বটে। ডিপার্টমেন্টে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডিপার্টমেন্টের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

জেনারেল কাউন্সিল (General Council)

জেনারেল কাউন্সিল ফ্রান্সের ডিপার্টমেন্ট পর্যায়ে স্থানীয় সরকার। এটি বাংলাদেশের জেলা পরিষদের মত। কাউন্সিলরগণ জনসাধারণের ভোটে ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য ৩ বৎসর পর অর্ধেক সদস্য অবসর গ্রহণ করেন।

অ্যারানডাইসমেন্ট (Arrondissement)

প্রশাসনিক কারণে একটি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন অ্যারোনডাইসমেন্টে বিভক্ত। এটি কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের একক নয়, শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে এ ধরনের বিভাগ করা হয়েছে। এটি ডিপার্টমেন্টে সাধারণতঃ ৩ থেকে ৪টা অ্যারোনডাইসমেন্ট থাকে। অবশ্য বেলফোর্ট ডিপার্টমেন্টের কোন অ্যারোনডাইসমেন্ট নেই, কারণ এটি অত্যন্ত ছোট ডিপার্টমেন্ট।

ক্যানটোন (Canton)

অ্যারোনডাইসমেন্ট আবার কতিপয় ক্যানটোন বিভক্ত। অ্যারোনডাইসমেন্টের মত ক্যানটোনও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার নয়, কারণ এখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ

Dhaka University Institutional Repository

শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন না। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ক্যানটোনে বিভক্ত করা হয়েছে এবং শুধু বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ প্রশাসনের জন্য সৃষ্টি।

কমিউন (Commune)

ক্যানটোন আবার কমিউনে বিভক্ত। কমিউন ফরাসী দেশের স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন একক এবং গঠন পদ্ধতি ও কার্যাবলী যাচাই করলে এটা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মর্যাদাপ্রাপ্ত। এটা অত্যন্ত পুরাতন স্থানীয় সরকার। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল।

মেয়র (Mayor)

মেয়র কমিউনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি কমিউনের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের বা সদস্য ভোট দিয়ে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে মেয়র নির্বাচিত করেন। কাউন্সিল ও মেয়রের কার্যকাল ৬ বৎসর। মেয়র কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল

প্রতিটি কমিউনের একটি কাউন্সিল থাকে যা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল বা কাউন্সিল মিউনিসিপ্যাল নামে পরিচিত। কাউন্সিলর বা সদস্য ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ৩৭ জনের মধ্যে হয়। যে সব কমিউনের সংখ্যা ৬০ হাজারের উপরে সেখানে সদস্য সংখ্যা ৩৭ জন। অবশ্য লিওন (Lyon) কমিউনের সংখ্যা ৬০ জন।

প্যারিস (Paris)

প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী শহর। প্যারিসের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করতে হয় মেট্রোপলিটন প্যারিস বা প্যারিসের মেট্রোপলিসের সংগঠনকে নিয়ে। এর আয়তনের মধ্যে সিন ডিপার্টমেন্টের কিছু এলাকা সংযুক্ত। তবে

Dhaka University Institutional Repository

এটা কোন স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য বহন করে না। এর আয়তনের মধ্যে প্রায় ৫ মিলিয়ন লোক বসবাস করেন। সিন ডিপার্টমেন্ট এই মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে।

৩.৩: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার

আমেরিকা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় অঙ্গরাষ্ট্র দ্বারা। ৫০টি অঙ্গরাষ্ট্রের সমন্বয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারের গঠন-পকৃতি আলাদা। আবার একই অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব বর্তমান। বাংলাদেশে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা দেশের সর্বত্র একই রকম পন্থায় সংগঠিত ও পরিচালিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এমনটি দেখা যায় না।

কাউন্টি (County)

সমগ্র আমেরিকা প্রথমতঃ কাউন্টিতে বিভক্ত। লুইজিয়ানা অঙ্গরাষ্ট্রে কাউন্টিতে প্যারিস বলা হয়। প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্র গড়ে ৫০ থেকে ১০০টি কাউন্টিতে বিভক্ত। অবশ্য ডেলাওয়ারে ৩টি এবং কানেংটিকাটে ৮টি কাউন্টি আছে। অন্যদিকে জর্জিয়া এবং টেকসাসে যথাক্রমে ১৫৯ ও ২৫৪টি কাউন্টিতে বিভক্ত। এটা পরিচালিত হয় বোর্ড অফ কমিশনার (Board of Commissioner) দ্বারা।

সিটি (City)

কোন জায়গায় ২৫ শত অথবা তার চেয়ে বেশী লোক বসবাস করলে তাকে আরবান অর্থাৎ শহর এলাকা ঘোষণা করা হয়। আমাদের দেশে যেমন শহর এলাকার জন্য পৌরসভা আছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হিসাব অনুসারে গ্রাম বা শহর এলাকা যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনসাধারণ বসবাস করে তাকেই শহর এলাকা ঘোষণা করা হয়। সিটির স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার। এগুলোকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, (ক) মেয়র কাউন্সিল প্ল্যান (Mayor Council Plan), (খ)

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন প্ল্যান (Commission Plan) এবং (গ) সিটি ম্যানেজার প্ল্যান (City Manager Plan)

মেয়র কাউন্সিল প্ল্যান (Mayor Council Plan)

যখন কোন সিটির স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা মেয়র এবং কাউন্সিলের উপর যৌথভাবে অর্পিত থাকে তখন তাকে মেয়র কাউন্সিল প্ল্যান বা পরিকল্পনা বলে। এ ব্যবস্থা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। দুর্বল মেয়র পরিকল্পনা (Weak Mayor Plan) এবং সবল মেয়র পরিকল্পনা। দুর্বল মেয়র পরিকল্পনায় মেয়রের ক্ষমতা দুর্বল বা কম থাকে এবং কাউন্সিলের ক্ষমতা বেশী বা সবল থাকে।

কাউন্সিল

কাউন্সিলেরগণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন। কার্যকাল ১ থেকে ৬ বৎসরের মধ্যে হয়। বর্তমানকাল ৪ বৎসর কার্যকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, বাল্‌টিমোর, পিটসবার্গ, নিউইয়র্ক এবং সানফ্রোনসিসকোর মত গুরুত্বপূর্ণ সিটিগুলোতে কাউন্সিলের কার্যকাল ৪ বৎসর।

কমিশন পরিকল্পনা (The Commission Plan)

উক্ত পরিকল্পনায় সিটি পরিচালনার ভার অর্পিত হয় একটা কমিশনের উপর। কমিশনারগণ জনসাধাণের দ্বারা নির্বাচিত হন। কমিশনারদের সংখ্যা ৩ থেকে ৯ জনের মধ্যে হয়। তবে ৫ জন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের সংখ্যাই অধিক। কমিশনারদের কার্যকাল ২ থেকে ৬ বৎসর।

সিটি ম্যানেজার পরিকল্পনা (The City Manger Plan)

সিটি ম্যানেজার পরিকল্পনা ম্যানেজার পরিকল্পনা (Council Manger) নামেও পরিচিত। এই ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত কাউন্সিল থাকে। কাউন্সিলরগণ গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। প্রয়োজনীয় আইন কানুন প্রণয়েনের অধিকারী এই কাউন্সিল।

Dhaka University Institutional Repository

টাউন, টাউনশীপ, গ্রাম ও জেলা (Town, Township, Villages and Districts):

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি নয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে না। স্থানীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের সৃষ্টি এবং প্রাদেশিক সরকারই স্থানীয় সরকার পরিচালনা করে থাকে। এ জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার দেখা যায়। সমগ্র ভূভাগ কাউন্টিতে বিভক্ত। লুইজিয়ানাতে কাউন্টিকে প্যারিস বলা হয়। কাউন্টির আয়তনের মধ্যে অবস্থিত প্রধান স্থানীয় সরকার হল সিটি। সিটির নিম্নে কিছু কিছু অঞ্চল বা এলাকা আছে। সে সবেরও সুগঠিত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা আছে। এসব ছোট ছোট একক টাউন, টাউনশীপ গ্রাম ও জেলা। এসব প্রতিষ্ঠানেরও স্থানীয় শাসন আছে। তাই এসব স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হয়।

নিউইয়র্ক শহর (The city of New York)

১৭৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এবং ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক, অঙ্গরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর এটা। সিটির শাসনব্যবস্থা অনুসারে নিউইয়র্ক শহরে সবল বা শক্তিশালী মেয়র পরিকল্পনা (Strong Mayor Council) আছে। স্থানীয় শাসন মেয়র, সিটি কাউন্সিল, প্রেসিডেন্ট, কম্পট্রোলার এবং বোর্ড অফ এসটিমেট (Board of Estimate) এর সমন্বয়ে সংগঠিত। মেয়র সিটির শাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক তিনি অপসারিত হতে পারেন। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। আমেরিকার জনপ্রিয় বক্তব্য হল যে, প্রেসিডেন্টের পরই এই মেয়রের স্থান। মেয়র বাৎসরিক ৪০ হাজার ডলার বেতন পান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড ১৯৮৮, পৃঃ ৫৪০-৫৮০।

২. A. C. Kapur; Selected Constitutions (Delhi : S Chand & Co., 1970), pp. 254-263.

৩. Hafez Habibur Rahman; Foreign Constitutions (Dacca: Ideal Publication, 1971), pp. 138.- 144,

৪. অরুণ কুমার সেন; শাসন ব্যবস্থা (কলিকাতাঃ দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৫), পৃঃ ১৬৮-১৭৩।

৫. Masudul Hassan; Text Book of Basic Democracy & Local Government in Pakistan (Lahore: P. L. D. 1968), pp. 217-219, 220-223,246-248.

৬. Humes & Martin; Structure of Local Government Throughout the World (The Haque: Martinus Nijhaff, 1961), pp. 208, 233, 309.

৭. John Maud; Local Government in England & Wales (London: Oxford University Press, 1964), pp. 31-75.

৮. E. L. Hasluck; Local Government in England (Cambridge: Cambridge University Press, 1948), pp, 131-173.

৯. John J. Clarke; Out lines of Local Government of the United Kingdom (London: Sir Isac Pitman & Co. Ltd, 1960), pp. 49-71.

১০. S. R. Nigam; Local Government (New Delhi: S. Chand & Co. Ltd, 1978), pp. 10-57, 97-106, 113-115.

১১. Brian Chapman; The Prefect and the Provincial France (London: George Allan & Unwin Ltd. 1955), pp. 91-144.

Dhaka University Institutional Repository

১২. Najmunnessa Mahtab; Local Government in Frace and 'Bangladesh: A Descriptive Analysis of Executive Action (Dacca: GENT AS- 1978), pp.1-18.

১৩. মোজাম্মেল হক; তুলনামূলক বৈদেশিক সরকার (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃঃ ৩১৩-৩১৮।

১৪. Local Government of the United States of America (International Union of Local Authorities), pp. 13-33.

১৫. Lancaster; Government in Rural America (New York: D. Van Nostrad Company INC 1957), pp. 47-105.

১৬. ইউসিস সংবাদ বুলেটিন; জুলাই-সেপ্টেম্বর- ১৯৯১ পৃঃ ৬-৯।

১৭. Firidley; et. at. Public Administration in France; (London: Route ledge and Kegan Paul, 1969), p. 88.

১৮. James MacGregor Burns et. at; State and Local Government Politics: Government by the People (Newjersey : Prentice Hall INC, 1975), p. 82.

১৯. Edward C. Banfield; Urban Government (NewYork: Free Press of GlenCoe, 1961), p.239.

২০. Ellis Katz; "Local Self Government in the United States." USIA Electronic Journals, Volume 4, Number-1, April, 1999.

২১. David R. Berman; "The Powers of Local Government in the United states:" USIA Electronic Journals, Volume 4, Number 1, April 1999.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ বাংলাদেশের নারীর সামাজিক অবস্থান

ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কার বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীর জীবন যাপনের অনুসঙ্গ। শৈশবকাল থেকে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ বরাবরই পুরুষদের মুখাপেক্ষী করে তোলে। সামাজিক দিক দিয়ে তারা পুরুষের উপর এতটাই নির্ভরশীল জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়ে যায় যে, তারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। গৃহস্থালীর নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণকাজ সম্পাদন থেকে শুরু করে সন্তান ধারন, গর্ভকালীন সময় অতিবাহিত করণ, জন্মাদান ও লালন-পালনের তাৎপর্যপূর্ণ কাজই নারী কর্মধারার মূল। তাছাড়া ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা, নারীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজতো এগিয়ে গেছে যুগের পর যুগ। বস্তুত মহিলাদের পরনির্ভরশীলতা এভাবেই চলতে থাকে জীবনের অবসান পর্যন্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার পেছনে যে সকল কারণ গুলো সক্রিয় তা হলো- পরিবারেই তাকে এমন একটি শিক্ষা দেয়া হয় যে, তার শিক্ষাগ্রহণ ও আচরণ নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ এই গন্ডির বাইরে তার চাইবার বা পাবার কিছুই নেই। গৃহকর্ত্রী হিসাবে ঐ নারীই হয়তো জানেন না তার সামাজিক অবস্থান কোথায় সুতরাং তিনিও তাঁর কন্যাটিকেও এভাবেই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বড় করে তোলেন। যা থেকে কন্যা সন্তাটিও কখনই নিজেকে ছেলে সন্তানের সমকক্ষ ভাবতে পারে না। বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামোতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার স্তরবিন্যাস নারীর অসমতার ক্রিয়া সর্বদা সক্রিয় থাকতে দেখা যায়।

সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নারীরা প্রকৃতিগত ভাবে কমযোগ্য বলেই পারিবারিক পরিসরে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে। এক ফলাফলে দেখা গেছে বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন গ্রামীণ ও শতকরা ৮০ জন শহুরে পুরুষ-নারীদেরকে তাদের চেয়ে কম যোগ্য বলে মনে করে এবং মাতৃতকেই নারীর সবচেয়ে কাংখিত ভূমিকা বলে গণ্য হবে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর জন্য দেনমোহর, বয়স রেজিষ্ট্রিকরা সাক্ষ্যনামা ইত্যাদি আইনের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। ১৯৬১, ১৯৭৪ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এবং ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ এবং তালাক, দেনমোহর, খোরপোষ ও সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে আইন রয়েছে।[২]

৪.২ সাংস্কৃতিক অবস্থান

নানামুখী সাংস্কৃতিক উপাদান নারীর সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্বের একক অর্জনের কারণে মহিলাদের পরিধি বা গন্ডি সংকীর্ণ হয়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন রীতিনীতি, পারিবারিক নিয়ম, ব্যক্তিক সম্পর্ক যা নারী, নির্যাতনের ভূমিকা রাখে ইত্যাদি নারীর এই সংকীর্ণ গন্ডিকে জিইয়ে রাখে। বিবাহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চুক্তিসম্পাদনের ক্ষেত্রে বরাবরই নারীর মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেকরা করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচলিত নেই। কেননা বিবাহ রেজিষ্ট্রি না করলে সেই বিয়ে বাতিল বলে গণ্য করা হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত নানাবিধ আইনী সুবিধা পেতে অনেক সময় মহিলারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। শিশুর লালন পালনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুই নারীর অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য বলে চাপিয়ে দেয়া হয় ফলতঃ নারীর শিক্ষা জীবন, চাকরী জীবন ও তার জীবন যাপনের সাবলীলতা বাধাগ্রস্ত হয়।

যেহেতু নারী জাতির কাছে প্রকৃতি সমস্ত মানবজাতি জন্মভার সংস্করণের দায়িত্ব অর্পন করেছে সেহেতু নারীর উপর সকল প্রকার সামাজিক, ও সাঙস্কৃতিক বৈষম্য দূরীভূত হওয়া উচিৎ।

৪.৩ বাংলাদেশের নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগ্রস্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। এই বিপুল জনসংখ্যার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে নারী পুরুষের যৌথ সহযোগীতা অবশ্যম্ভাবী। আর এর জন্য চাই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে মহিলাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৈষম্যহী সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ও

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকা বাঞ্চনীয়। বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কর্মের ব্যবস্থাকরণ ও সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে যেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সকল নাগরিক তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক মজুরী পাবে। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের দেশের পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক বিধায় শ্রমবিভাজন শিক্ষার পর্যাপ্ততা, সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার দক্ষতার অভাব, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার সম্পত্তির মালিকানা ও কর্মসংস্থানগত সমস্যা ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশের মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ প্রবনতাকে পশ্চাদমুখী ও সংকুচিত করে রাখে। তাছাড়া কোন কোন কাজকে অর্থনৈতিক বাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তাও বিবেচনা করা হয় না। কেননা সাধারণ কমংস্থান বলতে বোঝান হবে থাকে কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রাপ্তি মজুরী ইত্যাদি। মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহস্থালীর কাজের কোন অর্থ মূল্য না থাকার কারনে সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজন রয়েছে বলে মতামত দেয়া যায়।

উন্নয়ন একটি চলমান ধারণার প্রতীক। মানুষের বিবর্তন ও ধারাবাহিক অর্জন উন্নয়নেরই ফলশ্রুতি। এর জন্য শিক্ষার ভূমিকা প্রতিধানযোগ্য। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা নাগরিক চেতনাবোধ, অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে যে অগ্রগামীতা তা মূলত শিক্ষার বিকাশের জন্য। এ জন্য চাই নারী পুরুষেল শিক্ষার সমানুপাত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলা যায় যে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীর সমাজ পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমান সময়ে সরকার নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে উপবৃত্তি চালু করার পাশাপাশি ডিগ্রী পর্যন্ত অবৈতনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে যা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে প্রতিটি পরিকল্পনায় যদিও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্তরিক তথাপি নারী শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় কম।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়ায় পুরুষেরা প্রধাণতঃ বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে যুক্ত আর নারীরা গৃহস্থালীর অর্থনীতিতে। ফলে পুরুষের শ্রম মজুরীর রূপ ধারা করছে আর নারীদের শ্রম মজুরীহীন থেকে গেছে। এই প্রক্রিয়াটি আবশ্যিক ভাবেই নারীদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখে। যদিও তাদের বিনিয়োজিত কর্ম-সময়ও পুরুষদের বিনিয়োজিত সময়ের কাছাকাছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক।[৩]

৪.৪ রাজনীতি ও বাংলাদেশের নারী সমাজ

উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে হলে একটি চাকা পুরুষের হলে অন্যটি নারীর হাত আর তাতেই সফল হবে বিরাট জনগোষ্ঠী। জাতীয় জীবনে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকৌশল উপস্থাপন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা আপত্তিজনক। মানুষ হিসাবে ব্যক্তি যখন রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য জ্ঞান যখন মানুষকে পরিচালিত করে তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কোন অন্যায় করার সুযোগ থাকে না। তখন অন্যদেরও কষ্ট থাকে না বঞ্চিত হবার, অধিকারের সমতা ব্যক্তিকে অবিচারের পথ থেকে ন্যায়বিচার পাবার নিশ্চয়তা দান করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারী বৈষম্য, অবিচার ও অন্যায়ের শিকার। সমাজের নানাবিধ অন্যায় ও নারীর প্রতি বৈষম্য কখনও নারীর কষ্টকে প্রতিবাদী হতে দেয় না, পেতে দেয় না তার ন্যায্য অধিকার। রাজনীতির দুয়ারে নারীর বেদনা ও আশা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হৃদয় আন্দোলিত হবার বদলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্পেষিত। নারীর সমস্যা উপেক্ষিত এবং নারীর অধিকার দারুণভাবে বিবর্জিত। ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে যেহেতু নারীর সমান অধিকার তাই রাজনীতিতে সম অংশগ্রহণের নারীর জন্য নানাবিধ অধিকারের কথা সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অপপ্রচার নানান সময়ই নারী সমাজকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কখনও সাহায্য করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রবণতা

ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় পর্যায় রাজনীতিতে গ্রামাঞ্চলের প্রথম স্তর। গ্রামীণ অবকাঠামোতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সেজন্যই মহিলাদের তৃণমূল পর্যায় হতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক। কেননা স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনের দুয়ার মসৃণ হলেই কেবল জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সহজ হবে।

বৃটিশ শাসনামলের সেই ১৮৭০ সালের সেই চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করেছিল তখন থেকেই পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য। নানান সময়ে শুধু তার খোল পাল্টেছে কিন্তু কোন ব্যাপক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায়নি।

১৯৫৬ সালে যখন মহিলারা ভোটাধিকার পেল এই উপমহাদেশে তারপরও নারী উন্নয়নের কোন পথ সুগম হয়নি বললেন তেমন ভুল হবে না। তবে হতাশ না হবার একটি বিষয় ছিল যে ভোটাধিকারের মাধ্যমে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ আরও সুগম হলো।

১৯৯৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইনানুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে নয়টি ওয়ার্ডে নয়জন সাধরণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই নয়টি ওয়ার্ড তিন ভাগে ভাগ করে ১টি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।[৪]

শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের তিনটি ওয়ার্ডে একজন মহিলা কমিশনার সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচিত হচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত সরাসরি নির্বাচনের বিধান করেন তিনটি আসনে একজন মহিলা প্রার্থীর জন্য।[৫] তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এই নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ নারী উন্নয়ন

দারিদ্যের চাপ অসমানুপাতিক হারে বাংলাদেশের নারী সমাজের উপর পড়ে। এর পেছনে রয়েছে নারীদের অশিক্ষা, অপুষ্টি, নিম্ন ও বৈষম্যমূলক মজুরি এবং স্বাস্থ্যহীনতার উচ্চ হার। নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার সুযোগ ও শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ, সম্পত্তির অধিকার, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রবেশগম্যতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পরিমাপক।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। এ প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস।
- উচ্চ মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাস।
- নারীর কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক সুযোগ লাভে বিদ্যমান বাধা অপসারণ।
- আনুষ্ঠানিকভাবে সমতা নিশ্চিতকরণে নীতি প্রয়োগ।
- সকল স্তরে ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণে সমর্থন প্রদান।
- নারী উন্নয়ন সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।

দারিদ্র নিরসন কৌশলের আওতায় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সক্রিয়ভাবে উপযুক্ত নীতি ও কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।[৭]

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্তও ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ বাংলাদেশের আইনগত কাঠামো ও নারী

যে কোনো দেশের মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হয় সে দেশের বিদ্যমান আইন, তার প্রয়োগ ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ দ্বারা। বহু শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে নারীদের প্রতি অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাত, শোষণ, অবদমন, নিপীড়ন, নির্যাতন চলে আসছে। রক্ষণশীলতা, ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকা, সামাজিক বাধানিষেধ, অমানবিক রীতি-রেওয়াজ নারীদের দাবিয়ে রেখেছে। একেবারে অন্যায় এই ব্যবস্থায় নারীদের বহুবিধ অত্যাচার সইতে হয়েছে। যা আজও চলছে। নারী-মর্যাদার অধিকার এখনও অবাস্তব। অথচ বাংলাদেশেও এজন্য রয়েছে আইন। বাংলাদেশে সংবিধান হলো সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আইন। এই সংবিধানের অনেকগুলো ধারায় প্রত্যক্ষভাবে এ অধিকার সমুন্নত রয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত সকল অধিকারই নারী-পুরুষের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থানগত যে ব্যাপক বাস্তব অসমতা রয়েছে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশনাও দিয়েছে।[৮] যেমন-

ধারা-১০: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধারা-২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা-২৮(২): রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন নারী।

ধারা-২৮(৪): নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করবে না।

ধারা-২৯(১): প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

ধারা-২৯(২) ও ৩২: আইন অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও রয়েছে সংবিধানের ১৫,১৭,১৯,২৬,৬৫ প্রভৃতি ধারা, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান শক্তিশালী করে। কিন্তু সমস্যা হলো সংবিধানে নারী-পুরুষ সম-অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ আশানুরূপ নয়। আবার সংবিধানের ৪১(২) ধারা আজও ধর্মীয় আইনের প্রাধান্যের নামে টিকিয়ে রাখছে হাজার বছরের পুরোনো লৈঙ্গিক বৈষম্যপূর্ণ বিভিন্ন ব্যবস্থা।

৪.৮ বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বাধাসমূহ

- ❖ মহিলারা পুরুষশাসিত সমাজে বসবাস করে এবং অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলেই অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা একটি বড় বাধা।
- ❖ পরিবারের সদস্যদের অসহযোগিতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।
- ❖ অনেক মহিলারাই মহিলাদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ পছন্দ করে না।
- ❖ দারিদ্রতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যহীনতা মহিলাদের রাজনৈতিক ভাবনাকে কখনই প্রথম সারির ভাবনায় রূপান্তরিত করতে পারে না।
- ❖ ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ আকড়ে থেকে রাজনৈতিক শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করে না।
- ❖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সীমিত হবার কারণেও মহিলারা রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় হতে পারে না।
- ❖ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অধঃস্তন করে রাখার প্রয়াস, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ও জটিলতাকে তীব্র মাত্রায় উপস্থাপন করার ফলেও অনেক সময় মহিলারা রাজনীতিতে আসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।
- ❖ অধিকাংশ মহিলাই তার নিজের রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।
- ❖ রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য যে আত্মবিশ্বাস ও কঠিন দৃঢ়তা প্রয়োজন তা অনেক মহিলারাই নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত মহিলা সমাজ নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে না।

- ❖ সংরক্ষিত আসন কি স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে তা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই নারীরা অধিক হারে রাজনীতিতে আসতে চায় না।

বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় নয়। গৃহকেন্দ্রিক কর্ম প্রবাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে তাদের রাজনীতিতে প্রত্যেক্ষ ভাবে অংশগ্রহনের সুযোগ কম। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে হলে, রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান, রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা উপস্থাপন করার জন্য রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী হতে হবে। নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের চরম পর্যায়ে মহিলাদের অনুপস্থিতি অনেক সময় নারীর উন্নয়নকে ব্যহত করে। ডঃ নাজমুন নেসা মাহ্তাব তার "Women in Politico (Bangladesh Prespective) রচনায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে "The vast majority of South Asian women are illiterate in poor health invisible in the system of national account and suffer legal, political, economic and social discrimination in all walks of life. Women in South Asia also have the Lowest rates of Politicization in their governance structures."[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. Rounaq Jahan, "Women in Bangladesh" Women for Women, Dhaka University Press, 1975, 1975, PP-1-32

২. www. dhakacitycorp.org

৩. ফেরদৌস হোসেন, "বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানঃ একটি বিশ্লেষণ" বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, নির্ঝর পাবলিকেশন, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৪।

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা-১১৫।

৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ পৃষ্ঠা-১৮।

৬. নির্বাচন কমিশন, ঢাকা নভেম্বর ২০০৩।

৭. Social Science Review, Vol 18 No. 2, December 2001 Pg. 127. The Dhaka University Studies Part D: Faculty of Social Science.

৮. আবেদা সুলতানা, নারীর ক্ষমতায়ন ও তত্ত্বের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ এবং সূচক নির্ধারণঃ একটি পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন ২০০৮, সংখ্যা-১০, পৃষ্ঠা ৫৫

৯. ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাবঃ BPSA 9th Annual convention, women in Politics (Bangladesh Perspective Pg.34).

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারী ও ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ ক্ষমতা (Power)

সাধারণ অর্থে ক্ষমতা বলতে শক্তি, সামর্থ্য, প্রভাব ও যোগ্যতা ইত্যাদিকে বুঝায়। ক্ষমতা শব্দের অন্যতম সাধারণ অর্থ হলো "কাজ করার সামর্থ্য"। আবার কতগুলো বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত কোনো নির্দিষ্ট ধরণের অধিকারসমূহকে ক্ষমতা বলা হয়। শব্দগত অর্থে বলা যায় "Power is the ability of persons or groups to impose their will on others, persons with power can enforce their decisions by applying or threatening to apply, penalties against those who disobey their orders or demand."[১]

Srilatha Batliwala-এর মতে, "Power itself can be simply defined as control over resources and control of ideology"[২] এই অর্থে ব্যক্তিগত মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলে। এ ধরণের সম্পদকে পাঁচভাবে ভাগ করা যায়।[৩]

রেখা চিত্র- ৫.১

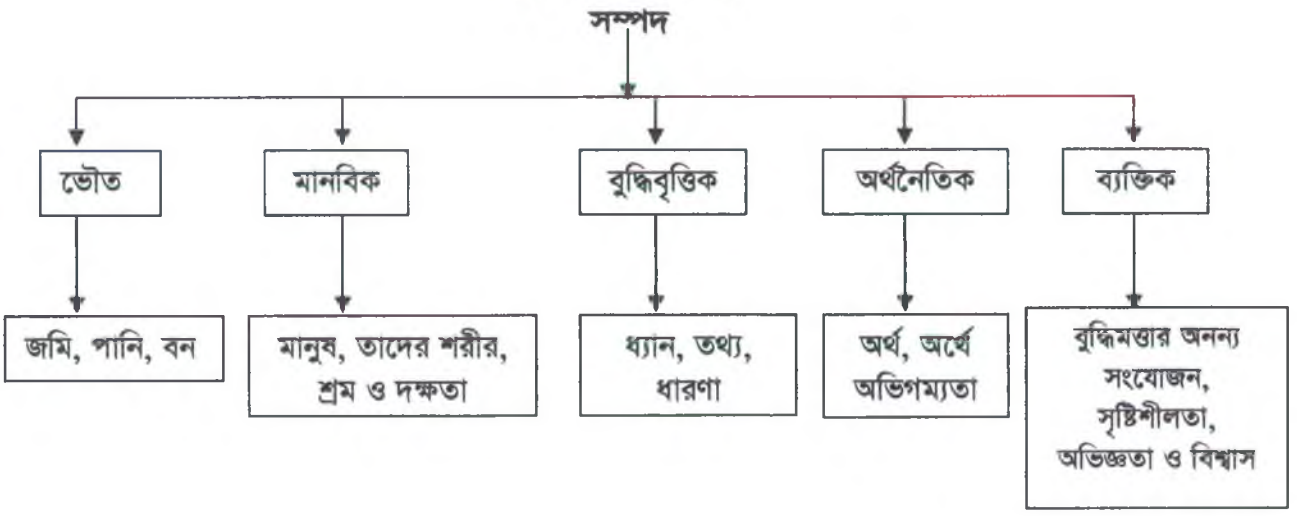

এ ধরনের সম্পদের কয়েকটি বা অনেকগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে "Control of ideology means the ability to determine beliefs, values, attitude, virtually control over ways of thinking and perceiving situations".[৪] এ ধরণের বস্তুগত এবং অবস্থাগত সকল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিসৃষ্ঠায় সমর্থ হয়

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা। তাই বলা যায়, সম্পদের পরিধির যত বেশি অংশে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তত বেশি ক্ষমতাবান বলে বিবেচিত। ক্ষমতার এই সংজ্ঞাকে মেনে নিলে দেখা যায়, নারীরা কতটা ক্ষমতাহীন "Women in general and poor women in particular are relatively powerless because they do not have control over resources and hence little or no decision making power, yet".[৫]

৫.২ ক্ষমতায়নঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ক্ষমতায়নের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা কিছুটা কঠিন এ কারণে যে, বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ ক্ষমতায়নকে একদিকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে, অন্যদিকে এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। আবার এরকমও বলা যায়, ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফসল। এর অর্থ হলো, ক্ষমতায়িত করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া এবং নারী যখন সচেতন হয়ে উঠবে তা হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার ফসল। ক্ষমতায়ন আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বনির্ভরতা (Self-reliance) থেকে পৃথক, কারণ এতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্জন করা এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

Nelly Stromquist বলেন, ক্ষমতায়ন হচ্ছে, "A process to change the distribution of power both interpersonal relations and in institutions throughout society."[৬] Lucky lazo-এর মতে, "A process of acquiring, providing, bestowing the resources and the means or enabling or enabling the access to a control over such means and resources."[৭] সুতরাং ক্ষমতায়ন বিভিন্ন মাত্রায় অর্জিত হতে পারে।

ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। 'ক্ষমতায়ন' হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং অন্যকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে থাকে। এ কারণেই বলা হয়, Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "Social status" within the vocabulary of development."[৮]

জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হলো ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন ক্ষমতা ও উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিকনির্দেশনা দান করে। "Within the "development" discourse, the concept of empowerment has evolved concurrently with the 'bottom-up' approach to development as theorists and practitioners grappled with the challenge of articulating an alternative vision to modernization and a new framework of development."[৯]

৫.৩ নারীর ক্ষমতায়নঃ সংজ্ঞায়ন ও প্রধান শব্দ Key term) নিরূপণ (প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ)

নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যমান। যিনি অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন তাকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বলে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যখন একজন মানুষের জন্য অভিগম্যতা (Access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে তখন আমরা তার এ অবস্থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলবো। মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহ-অবস্থানে, সম-মর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারী সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক অথচ সমাজের যে সকল কর্মকাণ্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী সমাজে যথাযথ পদে অধিষ্ঠিত হবে। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ধারণা; যা দ্বারা নারীর বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত ও অধস্তনমূলক অবস্থা ও অবস্থান থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন প্রপঞ্চের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। নারীর স্ব স্ব কর্মপরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ক্ষমতায়ন বলা হয়।

প্রধানত নারীর ক্ষমতায়ন চারটি দিক বিদ্যমান। এগুলো হলো- Cognitive, Psychological, economic and political.

Ms. Stromquist-এর মতে, "The cognitive component would include the "women's understanding of their condition of subordination and the cause of such condition at both micro and macro levels of society. It involves acquiring new knowledge to create a different understanding of gender relations as well as destroying old belief that structure powerful gender ideologies. The psychological component, on the other hand, would include the development of the feelings that women can act upon to improve their condition. This means formation of the belief that they can succeed in change effort."[১০]

তবে নারীর ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বলা "Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival of

Dhaka University Institutional Repository

women with dignity and to project and promote basic human rights of women."[১১]

আবার একথাও সত্য যে, "When a woman attains economic independence she naturally becomes the mistress of her own body and author of her own decisions."[১২] তাই বলা যায় নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া ও অবিভাজ্য ধারণা।

নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পণ করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে।

যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে, সেগুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথাগত সম্পদ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে।

৫.৪ নারীর ক্ষমতায়নের উপায়ঃ

প্রক্রিয়া হিসাবে Empowerment is essentially a bottom-up process rather than something that can be formulated as a top-down strategy. Understanding empowerment in this way means that development agencies cannot claim to "empower women". Women must empower themselves.[১৩] যে প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে:

১. **সচেতনতা সৃষ্টিঃ** এটি নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর। নারী তার নিজের জীবন, অধিকার সক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হবে। জেন্ডার ও অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কীভাবে নারীর উপর কাজ করে সে সম্পর্কেও নারী সচেতন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. **বহিঃশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিতকরণঃ** নারী পুরুষ বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিক মনে করে সামাজিকীকরণের কারণে, তাই বাইরের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা অন্যতম উপাদান, যার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

৩. **একক নয়, যৌথ প্রয়াসঃ** ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন যেখানে নারী যৌথভাবে তাদের জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে ও নতুন সচেতনতা তৈরী করতে পারে; তাদের নিজস্ব শক্তির বিশ্লেষণ এবং সম্পদ গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণে তাদের উদ্যোগী করে তোলে।

৪. **বহুমাত্রিকতাঃ** নারীর ক্ষমতায়ন কোনো বৃত্তে সীমিত নয়। প্রথমত সচেতনতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অর্জিত সকল নারীকে উচ্চস্তরের সচেতনতা দেয় যা কার্যকরী ও সম্পাদিত কৌশলের দিকে নারীকে পরিচালিত করে।

৫. **নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমঃ** অবস্থা হচ্ছে বস্তুগত, যার মধ্যে একজন নারী বসবাস করে,। যেমন- নিম্ন মজুরী, অপুষ্টি, স্বাস্থ্য-সেবার অভাব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি।

৬. **রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়াঃ** চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে পরিবর্তন করতে পরবে না, যতক্ষণ একটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্ত রিত না হয়। এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সংগঠিত গণ-আন্দোলন রূপায়িত হতে হবে যা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং রূপান্তর করবে।

৭. **নারী বিদ্যমান ক্ষমতার ধারণা পরিবর্তনকারীঃ** ক্ষমতা মানে অংশগ্রহণ, আদান-প্রদান, সকল মানুষের সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নয়ন। ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সার্বিকভাবে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া হচ্ছে পরিবেশ রক্ষাকারী সকল সম্পদ ব্যবহারে সকল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ নারীর ক্ষমতায়ন স্তরসমূহ

UNICEF[১৪] has adopted the Women's Empowerment Framework, developed by Sara Longwe, as an appropriate approach to be used in mainstreaming gender." এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ তার জীবনের সকল বাধা অতিক্রম করতে ক্ষমতা অর্জন করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় নারী উপলব্ধি করে জেন্ডার বৈষম্যকে ও সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের শক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং সমতা, কল্যাণ ও সম্পদে অভিগম্যতা লাভের মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজকে পরিবর্তনে সক্ষম হয়ে উঠে। ক্ষমতায়ন কাঠামোটি পাঁচটি স্তরে সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো-

১. **কল্যাণ (Welfare)ঃ** এগুলো নারীর মৌলিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য-পুষ্টি এবং আয়-উপার্জন আর্থিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত। এ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে বৈষম্য ও ব্যবধান চিহ্নিত করতে হবে। কেননা নারী কল্যাণ ভোগে পরোক্ষ উপভোগকারী।

২. **সম্পদে নিয়ন্ত্রণ (Access)ঃ** সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ ব্যবহার ও সম্পদের মালিকানাসহ সকল ক্ষেত্রে, যেমন- শিক্ষা, ঋণ, শ্রম ও সেবা, অর্থকারী চাকুরি ও অন্যান্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনী কর্মে নিয়োগ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নৈপূণ্য প্রশিক্ষণ।

৩. **সচেতনতা সৃষ্টি (Awareness-raising)ঃ** নারীর অধস্তনতার জন্য তার জৈবিক গঠন দায়ী নয়। এ বৈষম্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্টি, এ বোধ নারীকে জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে সমর্থ করে তুলবে। জাগ্রত নারীসমাজ পুরুষের অধীনতা অগ্রাহ্য করে জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে পুরুষ ও নারীকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

৪. **অংশগ্রহণ (Participation)ঃ** অংশগ্রহণ অর্থ সকল নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব। পারিবারিক, সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী শুধু নিষ্ক্রিয় ফলভোগী হবে না, সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ও সমান ভূমিকা পালণ করবে। শুধু গৃহ নয় সমগ্র জগৎ হবে নারীর কর্মক্ষেত্র।

৫. **নিয়ন্ত্রণ (Control)ঃ** অংশগ্রহণে সমঅধিকার অর্জিত হলে নারী নিজ স্বার্থ তথা ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের এবং সমাজের নিয়তি (destiny) নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও প্রভাবিত করার সামর্থ্য লাভ করবে।

৫.৬ নারীর ক্ষমতায়নের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

১৯৮০ দশকের শুরুর দিকে যখন ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন থেকেই একে একটি Approach বা theory বা system হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও পরিকল্পনা কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। Oxaal and Baden যেমন বলেন, "The concept of women's empowerment has been applied in a range of development organizations, both as a policy goal against which to assess the whole range of development activities, and in specific programme areas such as micro-credit, support for political participation and reproductive rights and health."[১৫]

এক্ষেত্রে Singh and Titi- এর লেখায় পাঁচ ধরনের Approach-এর বর্ণনা দেখা যায়, এগুলো হলোঃ Participate approach, The social analysis approach, Popular participation approach এবং Educational approach সামাজিক ক্ষমতায়নে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

Human Development in South Asia 1998, (Education: as a tool for empowerment)[১৬] এ প্রসঙ্গে N. Singh ও V. Titi বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের অর্থ হলো স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ বা ব্যক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ

Dhaka University Institutional Repository

সতর্কতা প্রদান, যার মাধ্যমে ব্যক্তি গণতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থার ইস্যুগুলোকে বের করতে পারে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় পাঁচটি স্তরে। নিম্নে তা চিত্রে দেখানো হলো।[১৭]

রেখা চিত্র- ৫.২

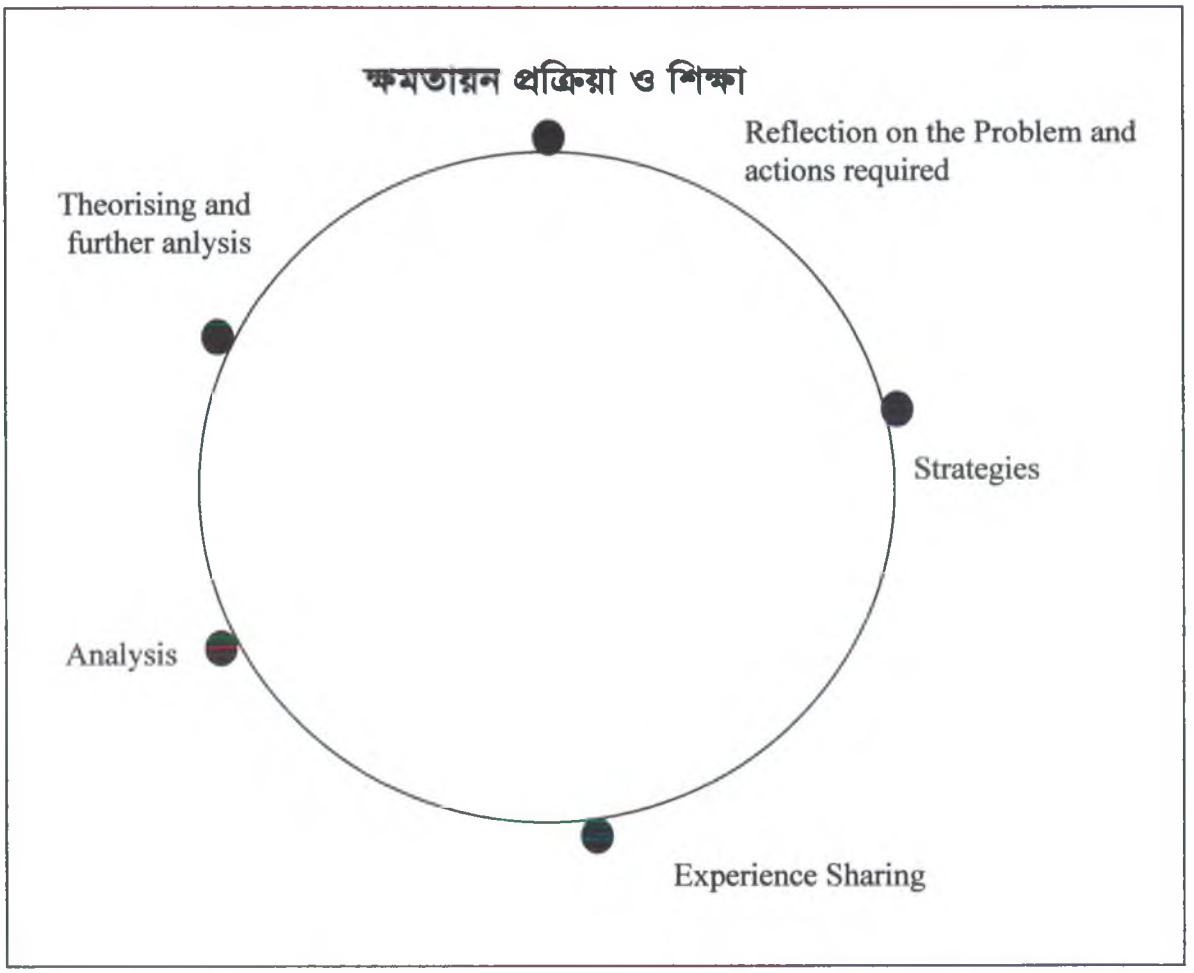

Human Development in South Asia[১৮] গ্রন্থে শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের কৌশলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো হলো-

১. মৌলিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে। ২. বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের মাধ্যমে। ৩. আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের সূচকসমূহ

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনায় বেশিরভাগ তাত্ত্বিকই নারীর ক্ষমতায়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। কেননা, "The nature of empowerment as a multi-faceted concept means that it is not readily quantifiable", তবে এ সকল তাত্ত্বিক আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল উপাদানগুলো প্রায় একই।

এই পর্যন্ত ব্যবহৃত সূচকসমূহ প্রকৃতিগতভাবে দু'ভাগে বিভক্ত- প্রথমতঃ বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন সূচক, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সংস্থা পরিচালিত কর্মসূচীভিত্তিক সূচকসমূহ: যেমন Oxaal এবং Baden-এর মতে, "It is helpful to divide indicators of empowerment into two categories; those which attempt to measure women's empowerment at a broad societal level, in order to gain information and make comparisons, and those which are developed in order to measure the effects of specific projects or programmes."[১৯] এ ক্ষেত্রে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৫ সালে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের লক্ষ্যে জেন্ডার উন্নয়ন সম্পর্কিত সূচক সংযোজন করে, যা প্রথম ধরণের।

১. নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের বৃহত্তর সূচকসমূহ (Broad indicators of women's Empowerment)ঃ সাম্প্রতিক মানব উন্নয়ন ভাবনায় নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এ লক্ষ্যেই ১৯৯৫ সাল থেকে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে জেন্ডার উন্নয়ন সম্পর্কিত সূচক সংযোজিত করা হয়েছে। এগুলো হলে-

(ক) জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (Gender Development Index—GDI) এবং

(খ) জেন্ডার ক্ষমতায়ন পরিমাপক (Gender Empowerment Measure-GEM)।

Dhaka University Institutional Repository

এই সূচকগুলো প্রতিটি দেশের নারী উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন কতটা অর্জিত হলো এবং জেন্ডার-বৈষম্য কতটা দূরীভূত হলো তার একটি চিত্র উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

GDI-জেন্ডার উন্নয়ন সূচক দ্বারা মূলত নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়-উপার্জন অর্থাৎ নারীর সাধারণ অবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

GEM-জেন্ডার ক্ষমতায়ন পরিমাপ দ্বারা মূলত অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ মূল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিদ্যমান জেন্ডার সমতা ও বৈষম্যের চিত্র প্রকাশ করা হয়।

২. বিভিন্ন সংস্থা পরিচালিত কর্মসূচীভিত্তিক সূচকসমূহ (Programme related indicators of empowerment)ঃ নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞার আলোকে দেখা যায়, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেন-দেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্ম শাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা ইত্যাদি।

Kabeer-এর মতে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যেমন "Empowerment as a process of change, changes in the ability to exercise choice... can be thought of in terms of changes in three inter-related dimensions which make up choice; resource, which form the conditions under which choices, are made agency; which is at the heart of the process through which choices are made and achievements, which are the outcomes of the choices."[২০] সুতরাং সম্পদ এবং প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতায়নের সাধারণ দুটি উপাদান।
বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন "Engendering Development" (2001) অনুসারে অধিকার, সম্পদ এবং শক্তি জেন্ডার-সমতার জন্য তিনটি প্রধান উপাদান। UNICEF ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পাঁচটি স্তরে সম্পন্ন হয় বলে ব্যাখ্যা করেছে। এগুলো হলো, কল্যাণ,

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদে প্রবেশাধিকার, সচেতনতা গঠন, অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ। ক্ষমতায়নের কর্মসূচীভিত্তিক গবেষণায় Hashemi ১৯৯৬ সালে ছয়টি গ্রামের উপর ৪ বৎসর সময়ে অর্জিত নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের জন্য ৮টি সূচক ব্যবহার করেন বাংলাদেশের পল্লী নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপের জন্য।[২১] এগুলো হলো-

১. গতিশীলতা;

২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা;

৩. ক্ষুদ্র ক্রয়ের যোগ্যতা;

৪. বৃহৎ ক্রয়ের যোগ্যতা;

৫. প্রধান গৃহস্থালি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ততা;

৬. পারিবারিক কর্তৃত্বের আপেক্ষিক স্বাধীনতা;

৭. রাজনৈতিক ও আইনগত সচেতনতা;

৮. রাজনৈতিক আনুগত্য ও বিরোধিতায় সংযুক্তি।

৫.৮ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহঃ

- নারীর অতিরিক্ত কর্মভার (heavy work load of women);
- নারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা;
- অজ্ঞানতা;
- গতানুগতিক মূল্যবোধ;
- অর্থ-বরাদ্দ না থাকা;
- অন্তর্কলহ, সামাজিক বাহিনী, যুদ্ধ;
- চুক্তিহীনতা, নারী সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব;
- বৈষম্যমূলক কর্মসূচী;
- নেতিবাচক এবং আপত্তিকর প্রচার মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন

৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বব্যাপী যে ইস্যুটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তা হচ্ছে 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি, স্থান, দেশ ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন স্বার্থকে এক সূতোয় বেঁধে সার্বজনীন রূপ দেয়ার প্রয়াসকে বোঝানো হয়। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হলেও মূলত অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে প্রকাশমান হয়। সম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বিশ্বায়নের আরেকটি মাত্রা বলে সমালোচিত।

একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বায়নের প্রভাবেই বাংলাদেশের নারী সমাজ শ্রম বাজারে প্রবেশের সহজ সখ্যতা লাভ করে ও যার ফলশ্রুতিতে নারীর সমঅধিকারের ইস্যুটি প্রাধান্য পেতে থাকে CEDAM অর্থাৎ জাতিসংঘের নারীর মানবাধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৭৫ সালের নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের সময় থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই শব্দটি প্রথম পাওলোফ্রেইরী নামক এক ব্রাজিলীও শিক্ষাবিদ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করেন।[২২] ক্ষমতা একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সুযোগ ও প্রবেশগম্যতার বৈধতা অর্জন করে।

৫.১০ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের নারীর অবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমধিকার এর কথা বলা আছে। কিন্তু বাস্তবতা বলে অন্য কথা। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারী প্রায় পুরুষের কাছে পর্যুদস্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নারীদের এক বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে তাদের শ্রম আবদ্ধ থাকায় জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের যথাযথ অবদান প্রতিফলিত হয় না। ১৯৯৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৪৬ ভাগ মানুষ দারিদ্র বাংলাদেশের শতকরা ৪৩ জন নারী কৃষিকাজের সাথে জড়িত কিন্তু তাদের প্রায় ৭০জন পারিবারিক শ্রমিক হিসাবে বেতন ছাড়াই পরিশ্রম করে।

সৌদি আরব ও জর্ডান মুসলিম দেশে নারী সাক্ষরতার হার আশাতীতভাবে বেড়েছে সে স্থলে বাংলাদেশের অবস্থান অতি নিম্নে।

বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রের সুললিত পথে যাত্রা করে অনেক নারীই বিশ্বের বেশ কিছু রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। বাংলাদেশেও প্রধানমন্ত্রী ও বিরোদী দলীয় নেত্রী মহিলা। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কম।

প্রশাসন যন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার আর এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বাংলাদেশের নারী সমাজ। স্বাক্ষরতার হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৪টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম।[২৩] বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা তাদের পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ। বেশিরভাগ দেশে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন স্বত্ত্বেও সরকারের বিভিন্ন স্তরের অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নির্বাহী সংস্থার বিভিন্ন স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব কম।

৫.১১ বিশ্বায়নের প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম নারী সম্মেলন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৭৬-৮৫কে জাতিসংঘ নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবীতে বিশ্বের নারী সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্য গৃহীত হয় নাইরোবী অগ্রগতি কৌশলসমূহ। বাংলাদেশও এই কৌশল গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে সেপ্টেম্বরে চীনের রাজধানী বেইজিং এ সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন গৃহীত হয়। এর আলোকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র নিজ দেশ ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার করে।[২৪]

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টির উপর বিশ্বের প্রায় সকল নারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন (IFUW) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫.১২ বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী পদক্ষেপ

গত দুই দশকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও সমাজের সকল স্তরে নারীর সমান অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সেই অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে নারী বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] সরকার ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শতকরা দশবাগ এবং মাঝারী ও নিম্ন পর্যায়ে শতকরা পনের ভাগ পদ কোটার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের CEDAW সনদকে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হিসাবে দেখে। যদিও প্রথম সিডও সনদের তিনটি ধারার উপর সংরক্ষণ রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে দুটি ধারার উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেওয়া হয়। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণই নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারে।

সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার নতুন আইন পাশ নারীর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এই আইন বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় সরকারের চারটি স্তরই নারীর জন্য সংরক্ষিত, এক তৃতীয়াংশে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ফলে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিগত নির্বাচনগুলোতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সত্তর ভাগ নারী ভোটার ভোট প্রদান করে এবং বর্তমান সরকারের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী হচ্ছেন মহিলা।[২৬]

৫.১৩ নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ

পারিবারিকঃ

- সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা;
- পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত ক্ষমতা;
- বিবাহ ও জীবনসঙ্গী নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা;
- পরিবারের পদমর্যাদা সম্পর্কিত ক্ষমতা;
- পারিবারিক নির্যাতন সম্পর্কিত ক্ষমতা;
- পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

অর্থনৈতিকঃ

- নিজের সম্পত্তি ও আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকঃ

- গতিশীলতা ও দৃষ্টিগোচরতা
- কন্যা সন্তানদের প্রতি বৈষম্য না করা
- পরিবারের বাইরের সংগঠনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষমতা।

আইনগতঃ

- আইনের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা।

রাজনৈতিকঃ

- রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা।

মনস্তাত্ত্বিকঃ

- আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদা, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। The world Book Encyclopedia, Vol-15, World Book Inc, U.S.A 1988, p,731.

২। Srilatha Batliwala, Empowerment of women of south asia, Asian South Pacific Bureau of adult Education, New Delhi, India, P.7

৩। শামীমা পারভীন, "নারীর ক্ষমতায়ন", উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুর্দশ সংখ্যা, অক্টোবর ডিসেম্বর, ১৯৯৮, ষ্টেপ্‌স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

৪। Srilatha Batliwala, Op.cit. PP 7.8

৫। Ibid, P.7

৬। Carolyn Medel- Anonuevo and Bettina Bochynek, "The International Seminar on Women's Education and Empowerment", Dr Digumarti Bhaskara Rao (Edt), International Encyclopaedia of women- 2, Women, Education and Empowerment, Discovery Publishing house, New Delhi, 1999, P.5

৭। Ibid, P.5

৮। Yash Tandon, "Poverty, Processes of Impoverishment and Empowerment: A Review of Current Thingking and Action. "Naresh Singh and Vangile Titi, Op.cit, P.31

৯। Naresh Singh and Vangile Titi, Op.cit, P.13

১০। Carolyn Medel, Op. cit, P.6

Dhaka University Institutional Repository

১১। UN, Report of the foruth world Conference on Women, Beijing, China, 17 October 1995, p,92

১২। C.P Yadav, Empowerment of women. Anmol publications pvt. New Delhi, India, see, preface.

১৩। Zeo Oxaal with Sally Baden, Op. cit, p.6

১৪। Sara Longwe, Mainstraming gender in UNICEF the women's Empowerment Frame work, Unicef, Programme Comittee, 1994 Session.

১৫। Zeo oxaal and Baden, Ibid. P.8

১৬। Ibid, P.24

১৭। Lillian Mushota, "Social Analysis: the case of the women and law approach to Development in Zambia", Naresh Singh and Vangile Titi, Ibid, P. 168

১৮। UNDP, 1995, Human Development Report 1995, Oxford University press, Oxford and P. Nelly. Stromquist, "Empowering women through knowledge: Politics and Practices in International Cooperation in Basic Education. International for Educational Planning. UNESCO.

১৯। Zeo Oxaal with Sally Baden, Op.cit, p.20

২০। Naila Kabeer, "Conflicts over credit: Re-evaluating the Empowerment Potential of loans to women in rural Bangladesh" World Development vol. 20, No 1, 2001 P, UK, PP. 63.84.

Dhaka University Institutional Repository

২১। Syed M. Hashemi, Siney Ruth Schuler and ANN P Riley, "Rural Credit Programms and women's Empowerment in Bangladesh", World Development Vol. 24. No 4, 1996, PP 635-653.

২২। ক্ষমতায়ন জার্নাল, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮।

২৩। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রির্পট ২০০০।

২৪। নারী ২০০০, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও রির্পোট বাংলাদেশ ২০০১।

২৫। মিনিষ্ট্রি অফ উইমেন এন্ড চিলড্রেন এ্যাফেয়ার্স গভর্ণমেন্ট অফ বাংলাদেশঃ সিচ্যুয়েশন অব উইমেন ইন বাংলাদেশ- ১৯৯৯- পৃঃ ৩।

২৬। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা বিংশ খন্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ভূমিকা অনেক কিন্তু ক্ষমতায়ন যথেষ্ট নয়। বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্ব এদেশের নারী অধিকার আদায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। গণতন্ত্রায়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। এ রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাস হতে দেখা যায়, সামরিক তথা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক সরকার উভয়েই বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। অপর দিকে, সামরিক সরকার তার ক্লাইন্টাল তৈরির জন্য বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

ক্ষমতায়ন ঘটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তাই এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। অংশগ্রহণ বলতে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক লোকের সমর্থনকে বুঝান হয়ে থাকে।[১] সরকারী কাজে বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়াকে অনেকে কেবলমাত্র ভোট দান পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি শুধু তা নয়। এটা বলতে বুঝায় সরকারের সকল কিছুতে সরাসরি জড়িত হওয়াকে। সরকারী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকাকে অংশগ্রহণ বলা হয়।[২] সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায়ও অংশ নেয়ার সুযোগকে অংশগ্রহণ বলে।[৩] রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে জনগণের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে আগ্রহী হয় এবং এতে উদাসীনতা দূর হয়-যা জাতীয় উন্নয়নকর কাজের জন্য দারুন প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বেঞ্জামিন বেকার বলেন, নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণে রাজনীতির মান বাড়ে এবং তারা উদাসীন হলে দুর্নীতি প্রবেশ এবং দেশে অপশাসন প্রতিষ্ঠান লাভ করবে।[৪]

গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে গেলে জনগণকে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণের।[৫] উন্নয়নকে অংশগ্রহণের সাথে একীভূত করা এবং একে প্রকৃত ফল হিসেবে গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু পুরুষের অংশ নিলে চলবে না-মহিলাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। কেননা একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কখনই উন্নয়নের চরম পর্যায়ে যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না যদি না নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করে। তবে এটা সত্য যে, অংশগ্রহণ করতে চাইলেই করা যায় না। এর জন্য আবশ্যক ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতি ঠিক করা অর্থাৎ ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা রাখা।[৬] ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-যার মাধ্যমে মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা অতিক্রম করার প্রয়াস চালায়। আভিধানিক ভাষায় ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তিকে কিছু করার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রদান করা। মারিলি কার্ল-এর মতে, ক্ষমতায়ন হল একটি পদ্ধতি যার দ্বারা বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অংশ নেবার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।[৭]

৬.২ নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন সম্পর্কে এটকু বলাই যথেষ্ঠ যে, ক্ষমতাহীনদের সম্পদ ও কর্তৃত্বে অংশ প্রদান করা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষের ক্ষমতায়নের বিষয় ভাবলেই চলবে না নারীর কথাও আমলে আনতে হবে। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন বলতে তাদের ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত করাকে বুঝান যেতে পারে। অরুন কুমার গোস্বামী বলেন মহিলাদের ক্ষমতায় যাবার অংশ প্রদানের প্রক্রিয়াকে বুঝান হয়। যে পদ্ধতিতে মহিলারা ক্ষমতায় যেতে পারে তাকেই নারীর ক্ষমতায়ন বুঝান হয়। একে শুধু ভোটদান পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না-সরকার বা রাষ্ট্রের অন্য কর্মকাণ্ডেও জড়িত করতে হবে। সকল কর্তৃত্বে নারীকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারী, বেসরকারী, সামরিক প্রভৃতি চাকুরীতে নারীর অংশ নিশ্চিত করেছে। জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহে নারী জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। সুতরাং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে না তা ঠিক নয়। তবে বিষয়টি ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই মহিলা, তাই তাদের বাদ রেখে সুশাসন আশা করা যায় না। সুশাসনের প্রথম কথাই হল স্বশাসন। মহিলাদের বাদ দিয়ে সুশাসন বা স্বশাসন কামনা করা অবাস্তব। সে কথাই হল স্বাশাসন। মহিলাদের বাদ দিয়ে সুশাসন বা স্বশাসন কামনা করা অবাস্তব। সে জন্য দরকার প্রত্যেকটি স্তরে নারীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশ নেয়া। নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখবে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা এলে তা দূর করা যায়। শাসন কাজে সকলকে জড়িত করাতে না পারলে তা কোন সময়ে সুপরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

হবে না।[৮] জাতিকে সঠিকভাবে গঠন করতে গেলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দরকার।[৯] জনসাধারণের অংশগ্রহণ মানেই নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা।[১০] এক্ষেত্রে নারীকেই বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে, কেননা উন্নত দেশের মত আমাদের নারী সমাজ রাষ্ট্রের সকল কাজে অংশ নিতে পারে না। তাই পুরুষের পাশাপাশি তারাও যেন জাতি গঠনমূলক কাজে অংশ নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এটা করতে পারলেই নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এজন্য মহিলাদের অংশ নেয়াকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।[১১] বাংলাদেশে নারীর অধিকার সংরক্ষণের স্বীকৃতি আছে। সংবিধানের ১০,১৯, ২৭-২৮ ধারাতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১২] নারী অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৮ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে প্রথমে ১৫, পরে ৩০ এবং বর্তমানে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত আছে। দেশের সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারে নারীর আসন সংরক্ষিত আছে। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে। স্থানীয় সরকারে ক্ষমতায়ন না ঘটলে জাতীয় পর্যায়ে তা সম্ভব নয়।[১৩]

৬.৩ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নারীর অবস্থান ঃ

প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের জয়যাত্রা আরম্ভ হলেও সেখানে কোন মহিলাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এমনকি ১৯৫৬ সালের পূর্বে এসব সংস্থায় মহিলাদের ভোটাধিকার পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। এর আগে কেবল পুরুষদেরই ভোট দেবার অধিকার দেয়া হয়। তারপর থেকে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি হয়। কিন্তু নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল না। ১৯৭৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রংপুর থেকে ১ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ১৯ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন এবং ১ জন নোয়াখালী জেলায় হাতিয়া থানার কাটঘোর ইউনিয়ন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। কুষ্টিয়ার খোকসা ইউনিয়ন পরিষদে ১ জন নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। সদস্য পদে নির্বাচন করে ৭ জন মহিলা জয়যুক্ত হন।[১৪] ১৯৮৩ সালে ৪ জন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। উপনির্বাচনে ২জন অংশ নেন, তবে ১ জন পাস করেন। ১৯৮৮ সালে চেয়ারম্যান পদে

Dhaka University Institutional Repository

৭৯ এবং সদস্য পদে ৮৬৩ জন অংশ নেন। এর মধ্যে ১ জন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। বেশ কিছু সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১১৫ এবং সদস্য পদে ১১৩৫ জন অংশ নেন। চেয়ারম্যান পদে ৮ জন নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১০২ জন অংশ নেন এবং ২০ জন জয়যুক্ত হন। সাধারণ আসনে ৪৫৬ জন অংশ নেন এবং ১০০ নির্বাচিত হন।[১৫] ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচন হয় ২০০৩ সালে। চেয়ারম্যান পদে ২৩২ জন এবং সাধারণ আসনে ৬১৭ জন মহিলা নির্বাচন যুদ্ধে নেমে পড়েন।[১৬] উপজেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯০ সালে। প্রথম ৮ জন এবং ১৯৯০ সালের নির্বাচনে ১ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচনে অংশ নেন। পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য রাখা সম্ভব হয়নি। কেননা পৌরসভা নির্বাচন কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। জেলা পরিষদ ও গ্রাম সরকার বা পরিষদ নির্বাচনে কিছু বিধান থাকলেও আজ পর্যন্ত সেভাবে পরিষদ গঠিত হয়নি, তাই মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করা যাচ্ছে না। অনগ্রসর শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা আছে। এ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে ২জন মহিলাকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে। মহকুমা প্রশাসক মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দিতেন। ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অডিন্যান্স অনুসারে তিনটি ওয়ার্ডে ৩ জন মহিলাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। নারীর ক্ষমতায়নে ১৯৯৩ সালের ইউনিয়ন পরিষধ আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। মনোনয়নের পরিবর্তে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং তারা সেসব আসনে সরাসরি নির্বাচন করবেন। কিন্তু সেটা কার্যকরী হতে পারেনি। ১৯৯৭ সালের আইনে সে ব্যবস্থা বলবৎ থাকে এবং উক্ত সালের নির্বাচনে মহিলারা সরাসরি নির্বাচন করেন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩,৯৬৯ জন। এদের মধ্যে ৫৯২ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মত কেননা তারা শতকরা ৮০ জন ভোট প্রদান করেন।[১৭] ২০০৩ সালে নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪১,৮৭৮ জন মনোনয়পত্র জমা দেন।[১৮] মহিলা আসনে শেষ পর্যন্ত ৩৯,৪১৯ জন নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯৮০ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে ২টি সদস্যপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯ সালে পল্লী পরিষদেও ২জন মহিলা সদস্য রাখার বিধান ছিল ১৯৯৭ সালের গ্রাম পরিষদে ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৩জন মহিলা। ২০০৩ সালের গ্রাম সরকার আইনের বিধান মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য তার নির্বাচনী অঞ্চলের সকল গ্রাম সরকারে উপদেষ্টা হবেন। তাছাড়া একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা সদস্যসহ ৩জন মহিলা সদস্য থাকবেন।[১৯] উপজেলা পরিষদে তিনজন মহিলাকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। জেলা পরিষদেও একই বিধান ছিল। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। পৌরসভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল কর্পোরেশনের জন্য মহিলা সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হল যথাক্রমে ৩০, ১২, ১৪, ১২,১০ ও ১৩টি। সকল স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে মহিলারা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন।

449614

বাস্তব চিত্রঃ তবে মহিলাদের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করা থাকলেও এমনও বহু এলাকা আছে যেখানে তারা অবাধে ভোট প্রদান করতে পারছেন না। উদাহরণসহ বলা যায় ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে মহিলারা বহুস্থানে ভোট দিতে পারেননি। এলাকাগুলো হল কুড়িগ্রামের মেরুবাড়ী, ঝালকাঠির মরন, পটুয়াখালির পাংগাশিয়া, গোপালগঞ্জের চট্টদীঘরিয়া, মাদারীপুরের কলিকাপুর, ঝিনাইদহের সুরাট, নোয়াখালীর ছায়ানি ও দুর্গাপুর, নবাবগঞ্জের শাহজাহানপুর প্রভৃতি এলাকা। এসব এলাকার কোন কোনটিতে মহিলারা দীর্ঘকাল যাবৎ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বের ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ছায়ানি ইউনিয়নে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে মেয়েদের ভোটার তালিকা করা হয়। পরে তাদের ভোট প্রদান করতে বারণ করলে এলাকাবাসীর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুরাটের মহিলার কোন সময়ে ভোটাধিকার প্রদান করতে পারনেনি। সরকার সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চন্দ্রদীঘির ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় সাজাহারপুর ইউনিয়নের মহিলার সংসদ নির্বাচনে ভোট দিলেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেননি।[২০] সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে

ঢাকা বিশ্ব... গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চাঁপাই নবাবগঞ্জের সদর উপজেলার সাজাহানপুরের মহিলারা প্রথম ভোট প্রদান করে।[২১] কিন্তু কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাঁচগাছী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৮ নং ওয়ার্ডের মণ্ডলপাড়া গ্রামের বেশ কিছু প্রভাবশালী মাওলানা ও ফতোয়াবাজ এই বলে ফতোয়া দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের ভোট ভোট দিবেন না।[২২] মাদারীপুর সদর উপজেলায় কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এবার সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা করেও মহিলা ভোটারদের কেন্দ্রে উপস্থিত করানো যায়নি। পুরুষদের ভোটেই নির্বাচিত হলেন সংরক্ষিত আসনের ৩ মহিলা।[২৩]

ইউনিয়ন পরিষদ সংরক্ষিত মহিলা আসনে যারা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তারাও মনে করেন এতে তাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতায় হচ্ছে না। নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের জাতীয় সম্মেলনে অনেকে মন্তব্য করেছেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচন করা হয় তা পূরণ হয়নি। মহিলা সদস্যদের নানাভাবে হেয় করা হয় এবং পরিপূর্ণ কাজের সুবিধা পায় না। মিটিং-এ ডাকলেও কমিটিতে রাখে না। পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না। আড়ালে-আবডালে না প্রকার কটুক্তি করা হয়। ভিজিএফ কার্ড বিতরণের সময় প্রাপ্যের চেয়ে অনেক কম কার্ড দেয়া হয়। ফেরদৌস লার দুঃখের সাথে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রচণ্ড বেদনা মনে, দেখার কেউ নেই। রোকেয়া আক্তার বলেন যে, তিনি ১৫ বছর হল সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন কিন্তু তবুও তাকে পরিপূর্ণ কাজ দেয়া হয় না। তিনি আরও বলেন, এডিপি কাজ করার সময় স্থানীয় আওয়াগমী লীগ নেতাকে টাকা না দেয়ার জন্য মাস্টার রোলে সই দেয়নি। মাহিলা বলে চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তাদের সব কাজ দেন না।[২৪] নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনের রহিমা খাতুন অভিযোগ করেন যে, এক শ্রেণীর চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণের কানে নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর চিঠিরও তোয়াক্কা করা হয়নি। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত সদস্যদের চিঠি দিয়ে ক্ষমতায়নের নানা কথা বলেন কিন্তু বাস্তবে হয় তার উল্টো। পুরুষ সদস্যরা মহিলাদের সমান কাজের অংশ নিতে নারাজ। তিনি সরকারের সার্কুলারের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, এসব সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। তিনি প্রমাণ দেন যে, চেয়ারম্যান -মেম্বারগণ এসব ক্ষেত্রে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাপনের অবমাননা করেন। (সংবাদ, ১০.০৪.০১)। মিজানুর রহমান শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় মহিলা সদস্যরা মন্তব্য করেন যে, তাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না (ডেইলি স্টার, ২৭.০৫.০৩)।

ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের কেমন ক্ষমতায়ন হয়েছে এ বিষয়ে একটি এনটিও (LGI) ৩টি বিভাগের ৩০০ হাজার পরিবারের মতামত জরিপ করে। তাতে যে কথা বেরিয়ে এসেছে সেটা হল মহিলাদের প্রতিধিত্ব যথার্থ হচ্ছে না (ডেইলি স্টার ১৬.০৩.০৩)। মহিলা সদস্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতার জন্য এটা হচ্ছে বলে মনে করা হয় (ডেইলি স্টার, ২৭.১২.০৩)। ইউনিয়ন পরিষদের কাজ-কাম পুরুষ সদস্যরা গোপন রাখেন। নির্বাচিত মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রণের সমস্যা, প্রত্যাশা এবং সমাধান শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তরা একথা বলেন। খান ফাউন্ডেশন এ কর্মশালার আয়োজন করে। আলোচনায় মহিলা সদস্যরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন তা তুলে ধরেন। তারা বলেন, নির্বাচিত হলেও তাদের প্রত্যাশা পুরণ হয়নি। সাধারণ ওয়ার্ড সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে হলেও যথার্থ মর্যাদা দেয়া হয় না। অনেক সময় পুরুষ সদস্যদের গাল-মন্দ শুনতে হয়। এমনকি সভা-সমিতিতে নির্দিষ্ট বসার জায়গাও দেওয়া হয় না।[২৫] মহিলা সদস্যদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম ২৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে যার মূল কাজ হবে সমস্যা চিহ্নিত করা। উক্ত কমিটি মহিলাদের সমস্যার কথা আলোচনায় তুলে ধরে। কমিটির চেয়ারপার্সন নার্গিস আক্তার মন্তব্য করেন যে, চেয়ারম্যানরা মহিলা সদস্যদের যথার্থ কাজ দেন না এবং তাদের সহযোগিতা করেন না (ডেইলি স্টার, ২.১২.০৪)। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্ট একটি কর্মশালায় আয়োজন করে। আলোচনায় বক্তরা যা বলেন তার মর্মকথা হল যে, মহিলা সদস্যগণ বৈষম্যের শিকার। প্রশাসনও তাদের তেমন সহযোগিতা দেয় না। পুরুষ সদস্যগণ সহযোগিতা করেনই না। অংশগ্রহণকারী মহিলা সদস্যগণ বলেন যে, তাদের কি কাজ সেটা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া দরকার।[২৬] মহিলা সদস্যরা মন্তব্য করেছেন যে, পুরুষদের পাশাপাশি তারা যে কাজ করবেন তার প্রধান অন্তরায় পুরুষ সদস্যরাই। কুড়িগ্রামের শির্মুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জান্নাতী বেগম বলেন, তাদের বাদ দেয়া হয় উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি থেকে। বিচার-সালিসিতেও ডাকা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সচিবরাও পাত্তা দেন না। হিসাবরক্ষণ অফিসও হিসাব করেন না এবং ইউএনও কোন গুরুত্ব দেন না। প্রজেক্ট এল সঠিকভাবে জানান হয় না। এসব কথা বলেন নলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের নাজমা বেগম। দুস্থ মাতার নামের তালিকা, ভিজিএফ কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি নামের তালিকা তৈরীতে নারী সদস্যদের ৩০ ভাগ অধিকার থাকলেও তারা কোনটিতেই পূর্ণ নামের তালিকা তৈরী করতে পারেন নরা। পুরুষ সদস্যদের মত চেয়ারম্যান আমাদের দেখেন না-বললেন কাশিপুর ইউনিয়নের আলেয়া পারভিনসহ অনেকেই। উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট পেতে তাদের মোটা অংকের ঘুষ দিতে হয়। কহিনুর বেগম বললেন যে, ৯০০০ টাকার একটি প্রজেক্ট পেতে ২০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। পরিষদের মিটিং-এ তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা করা হয় না। অনেক সময় নারী সদস্যদের স্বাক্ষর ছাড়াই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নারী সদস্যদের সুনামও চুরি করে নেন পুরুষ সদস্যরা। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে টিএনও সাহেব আশ্বাস ছাড়া কিছুই দিতে পারেন না। বিধবা হওয়ার কাশিরু ইউনিয়নের আলেয়া পারভিনকে তিক্ত কথাও শুনতে হয়। সমাবেশে দাবি করেন যে, নারী সদস্যগণ যেন ন্যায্য অধিকার পান তার আশু ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি, যাতায়াত ভাতা প্রদান, মহিলা সদস্যদের আলাদা বাজেট বরাদ্দ প্রভৃতির জন্য দাবী জানান।[২৭] চেয়ারম্যানের সংগে দ্বন্দের কারণে সুনামগঞ্জের শিমুলবাঁক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শায়লা জিয়াছমিনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় (প্রথম আলো, ২৬.০৬.০৫)। খান ফাউণ্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তরা বলেন যে, মহিলাদের পরিষদের সকল কাজে নেয়ার সুযোগ দিতে (ডেইলি স্টার, ৭.৪.০৫)। গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাগজে-কলমে তাদের গণ্য করা হলেও বাস্তবে বুঝে উঠতে পারছেন না কখন কিভাবে গ্রাম সরকারের মিটিং বা কি সিদ্ধান্ত হয়। তবে জানেন তারা স্বাক্ষর না করলে গ্রাম সরাকারের কাজ থেমে থাকবে না। এর আগে ৫ হাজার টাকার প্রজেক্ট এল, পুরুষ মেম্বাররা জানালই না। এবার ৭ হাজার টাকা এল তাও জানা গেল না। আক্ষেপের সাথে উল্লেখ করেন না নাওভাঙ্গা পরিষদের নাজমা বেগম। উপদেষ্টা হিসেবে তাদের মতামত বা উপদেশ নিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

শুধু ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারই নয়-পৌরসভা ও সিটি কপোরেশন মহিলা সদস্যদেরও এমনি অভিযোগ আছে। সিরডার মিলানায়তনে সালমা খানের সভাপতিত্বে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা সিটির ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ২৪ এবং সরাসরি নির্বাচিত ৫ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, এলাকার অতি প্রয়োজনীয় কোন কাজে অংশ নেওয়া বা তদারকির কোন উপায় তাদের নেই। মাহমুদা বেগম বলেন, "আমাদের রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে একটি সার্টিফিকেট পর্যন্ত স্বাক্ষর করার ক্ষমতা নেই। গত ১ বছর ২ মাসে আমরা কোন কাজের সাথেই যুক্ত হতে পারিনি।" শিরিন জাহান বলেন যে, বাসায় নামফলক এবং ভিজিটিং কার্ড রাখা আছে আছে মাত্র। এলাকায় কোন কাজে তাদের অংশ নেই।[২৮] সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ঢাকার নারী কমিশনাররা কপোরেশনের কর্মকতা-কর্মচারীদের পুরুষ কমিশনারদের দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, কোন কাজে তাদের কক্ষে প্রবেশ করলে সৌজন্যের খাতিরে বসতে পর্যন্ত বলা হয় না। 'পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে'র উদ্যোগে প্রেস ক্লাবে ন্যায় ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত নারীদের ভূমিকা" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে ঢাকার ১০ জন নারী কমিশনার একই রকম বক্তব্য রাখেন। তারা তাদের দায়িত্ব বন্টনের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান (প্রথম আলো, ২৫.০৩০৪)। সম অধিকার দাবিতে সিলেটে সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারগণ আন্দোলনে নামেন। পরন দিনের মধ্যে দাবি বাস্তবায়িত না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়ে বলে তরা হুমকি দেন। পুরুষ কমিশনারের মত চারিত্রিক ও নাগরিকত্বের সনদ প্রদানের সুযোগসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। পুরুষ কমিশনাররাও আন্দোলন করেন। ফলে সেখানে নির্বাচিত পুরুষ ও নারী কমিশনাররা মুখোমুখি হন। নারী কমিশনাররা বলেন, নির্বাচিত হয়েও তারা সমান অধিকার পান না এবং উন্নয়ন কোন কর্মকাণ্ডের জড়িত করা হয় না। নাগরিক সনদপত্র পর্যন্ত দিতে দেওয়া হয় না। সমান অধিকারের কথা তুলতেই সদস্যগণ অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। কয়েকজনের না, উল্লেখ করে বলেন, তাদের আচরন অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এমনকি তাদের পর্যন্ত দেয়া হয়। তারা অভিযোগ মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে জানান। পুরুষ কমিশনারগণ এক সভায় মিলিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, নাগরিকত্ব, উত্তরাধিকার ও চারিত্রিক সনদপত্র শুধু সাধারণ আসনের কমিশনারই প্রদান করবেন। তাই সংরক্ষিত নারী কমিশনারদের এ

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার থাকতে পারে না (ডেইলি স্টার , প্রথম আলে, ২৮.১১.০৪)। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কমিশনারদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং কর্তব্য সাধারণ আসনের সমান হবে বলে নির্দেশ নিয়েছ হাইকোর্ট। সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হলেও নির্বাচনের পর তাদের সংযোগ কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। বাংলাদেশ সংবিধানে নারী ও পরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক কোন নির্দেশনা সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের কমিশনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত স্থানীয় সরকামন্ত্রণালয়ের জারি করা এক পরিপত্রে বৈষম্যমূলক অংশ চ্যালেঞ্জ করে ১০ জন নারী কমিশনার এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলায় রায়ে হাইকোর্ট এ কথা বলেন। আদালত রায়ে বলেন, সংবিধান ১০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর অংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদ জাতীয় কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য এই বিষেশ অবস্থা (আসন সংরক্ষণ) করা হয়েছে। তবে নারীরা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত হবার পর তাদের প্রতি বৈষম্য প্রকাশ কতরা যাবে না। কেননা সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং ২৮ (২) অনুচ্ছেদ নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[২৯] ইতিপূর্বে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পরিপত্রে ঘোষণা করে যে, চারিত্রিক বা নাগরিকের সার্টিফিকেট কেবলমাত্র সাধারণ আসনের কমিশনারগণই দিতে পাারবেন। হাইকোর্ট সেটি বাতিল করে দেন। সিলেটেও সংরক্ষিত মহিলা আসনের কমিশনারগণ দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে গেলে সাধারণ আসনের কমিশনারগণ এ কথাই বলেন কিন্তু তারা বোধ হয় জানতেন না যে, সেটি মাননীয় হাইকোর্ট প্রায় ৩ মাস পূর্বেই বাতিল করেছেন। ছয়টি সিটির মহিলা কমিশনারগণ তাদের জাতীয় সংগঠনের মাধ্যমে পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে, সরকার সাধারণ ও সংরক্ষিত আসানের সদস্যদের আদালতের রায় অনুসারে সমান সুযোগ-সুবিধা না দিলে সমস্যা দীর্ঘয়িত হবে (স্টার, ১৯.০৭.০৫)।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯৯৭ঃ নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি পর্যায়ঃ

বাংলাদেশের ১৯৯৭ সালে প্রথম বারের মত স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষতি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে সারা দেশের ৪১৯৮ টি ইউনিয়নের ১২,৮৯৪ টি সংরক্ষিত আসনে ৪৬,০০০ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন ১২,৮২৮ জন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এই নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।[৩০]

তৃনমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম সোপান হল ইউনিয়ন পরিষদ। স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সাতটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৩, ১৯৯৭ ও ২০০৩ সালে। উল্লেখ্য যে ১৯৯৭ সালেই প্রথম বারের মত নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠীত হয়। তবে এর আগেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বানে সরাসরি ভোট নারী চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। নিচে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ে নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সনদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলোঃ

সারনী-৬.১ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (১৯৭৩-১৯৯৩) নারী প্রার্থী চেয়ারপার্সনের সংখ্যা

নির্বাচনী বছর	ইউপির সংখ্যা	নারী প্রার্থী	নারী চেয়ারম্যান (সংখ্যা)
১৯৭৩	৪,৩৫০	-	১
১৯৭৭	৪,৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪,৪০০	-	৪+২ = ৬
১৯৮৮	৪,৪০১	৭৯	১
১৯৯৩	৪,৩৫২	১১৫	১৩+১১=২৪
১৯৯৭	৪,১৯৮	-	২০

সূত্রঃ সৈয়দা রওশন কাদির, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ ঢাকা)

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি নিয়োগ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পথ ধরেই নারী বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তার অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জাতীয় পর্যায়েও তার প্রতিফলন ঘটবে বলে সকলেই আশাবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ৬.২ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন- ২০০৩ (চেয়ারম্যান পদে মহিলা)

মোট প্রতিদ্বন্দ্বী	২৩২
মোট বিজয়ী	২২
চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর শতকরা হার	১.০৯ ভাগ (মোট প্রার্থী ২১৩৭৬)
চেয়ারম্যান পদে মহিলা বিজয়ী প্রার্থীর শতকরা হার	০.৫২ ভাগ

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ শাখা, ঢাকা।

সারনী ৬.৩ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (সাধারণ আসনে মেম্বার পদে মহিলা)

মোট প্রার্থী	৬১৭
মোট বিজয়ী	৮৫
সাধারণ আসনে সদস্য পদে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর শতকরা হার	০.৪৫ ভাগ (মোট প্রার্থী ১৩৭৯০৯)
সাধারণ আসনে সদস্য পদে মহিলা বিজয়ী প্রার্থীর শতকরা হার	০.২২ ভাগ

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ শাখা, ঢাকা।

গাইবান্ধা জেলার সর্বোচ্চ ১৪৪ জন মহিলা প্রার্থী চেয়ারমান ও সাধারণ মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন এবং সাধারণ মেম্বার পদে ১৩৬ জন।

সাতটি জেলায় চেয়ারম্যান বা সাধারণ মেম্বার পদে কোন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। জেলাগুলো হলোঃ লালমনিরহাট, মাগুরা, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও রাঙ্গামাটি।

ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৩ এর ফলাফল সারণী পর্যালোচনা করলে আমরা আশাবাদী হতে পারি যে, তৃণমূল পর্যায় হতে রাজনীতেতে নারীর অংশগ্রহণ আশার সঞ্চার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচন-২০০৮

৪ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভা নির্বাচনের সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৬৬টি জন কাউন্সিলর নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তার মধ্যে সিটি কর্পোরেশনে ৩৯ জন পৌরসভায় ২৭ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনে ৩৯জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪১ শতাংশ গৃহিনী এবং ১৮ শতাংশ সমাজসেবায় নিয়োজিত। অন্যদিকে পৌরসভায় সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত ২৭ জনের মধ্যে ৭৪ শতাংশ গৃহিনী, বাকীরা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। (উৎসঃ প্রথম আলো ৩০ আগস্ট, ২০০৮)

রাজশাহী সিটি নির্বাচনে মোট মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচন করেন ৪৬ জন। পুরুষ প্রার্থী ১৯৭ জন।

সূত্রঃ http://www.gnlg.org/pdf%5CMUNICIPAL_in_Bangladesh.pdf.

৪টি সিটি কর্পোরেশন মিলে সাধারণ আসনে নির্বাচনে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন ১৭ জন। তার মধ্যে ২ জন বিজয়ী হয়েছেন। যা শতকরা হার ১১.৭৬%।

সূত্রঃ http://www.dwatch-bd.org/elec_monitoring?Fact%20sheet%20sylhet.pdf

৯টি পৌরসভার ক্ষেত্রে সাধারণ আসনে ২জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন, কিন্তু কেউ বিজয়ী হতে পারেননি।

সূত্রঃ http:///www.gnlg.ort/pdf%5CMUNICIPAL_in_Bangladesh . pdf.

৬.৬ উপজেলা নির্বাচন- ২০০৯

২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনে ৪৮২টি উপজেলার মধ্যে ৪৮১টি তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে সংরক্ষিত আসনে ৪৮১জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া চেয়ারম্যান পদে ২টি উপজেলা থেকে ২জন নির্বাচিত হয়েছেন। লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলা থেকে ১ জন এবং রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর উপজেলা থেকে ১ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১০ (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রাম সিটি করর্পোরেশন নির্বাচনে ১৪টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১৩ জনই পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। কেবল ১১ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলের হিসেবে এসেছেন নতুন মুখ, জান্নাতুল ফেরদৌস। সাধারন কাউন্সিলর পদে যেখানে পুরোনোদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেখানে পুরোনো ১৩ কাউন্সিলরই টানা দুবার থেকে চারবার করে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। যেমন ২ নম্বর চান্দগাঁও মোহরা ও পূর্ব ষোলশহর সংরক্ষিত ওয়ার্ডে চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন জোবাইরা নার্গিস খান। তাঁর মুখেই শোনা যাক কাউন্সিলরদের জয়ের রহস্য। আমরা সব সময় জনগণের পাশে ছিলাম। যথাসাধ্য এলাকার মানুষের কথা শুনেছি। কাজ করার চেষ্টা করেছি। সে তুলনায় ছেলেদের (পুরুষ কাউন্সিলর) আরও বেশি কাজের সুযোগ ছিল। কিন্তু তার পরও তাদের অনেকেই আগের সুনাম রক্ষা করতে পারেননি। বললেন নার্গিস খান। সাধারণ কাউন্সিলরের ১৪টি ওয়ার্ডে পুরোনো কাউন্সিলের মধ্যে মাত্র ১৭ জন পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য এর মধ্যে ১০ জন (একজন মৃত্যুবরণ করেছেন) এবার নির্বাচন করেননি। কিন্তু ১৪টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের আগের কাউন্সিলররা সবাই এবার পুনরায় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। লুৎফুননেছা দোভাষ টানা দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন ১৩ নম্বর ফিরিঙ্গীবাজার পাথরঘাটা ও বকশিরহাট ওয়ার্ড থেকে। তিনি বলেন, সাধারণ ওয়ার্ডে কাউন্সিলদের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ বেশি চিল। সে তুলনায় আমাদের বরাদ্দ কম। কিন্তু পুরুষ কাউন্সিলরা তাদের সুনাম রক্ষা করতে পারেননি। জলাবদ্ধতা নিরসন, বেকার সমস্যা সমাধান করা তার প্রথম কাজ হবে বলে জানালেন লুৎফুননেছা দোভাষ। ৯ নম্বর সরংক্ষিত ওয়ার্ড থেকে টাকা তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন রেহেনা বেগম। করর্পোরেশনের ভেতরে বাইরে তিনি নারী অধিকার নিয়ে সব সময় সোচ্চার ছিলেন। রেহেনা বেগম বলেন আমি সব সময় মানুষের সেবা করে এসেছি। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে ছিলাম। ১২ নম্বরে আফরোজা কামাল, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে শাহানুর বেগম পুনরায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাদের এই কৃতিত্বের জন্য তাঁরা নিজেদের এত দিনের কাজকেই বড় করে দেখেছেন। সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে জীবনে প্রথমবার নির্বাচন করতে এসে বাজিমাত করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস। নতুন মেয়াদে নির্বাচিত কাউন্সিলদের এখন অনেক পরিকল্পনা। তাঁরা মনে করেন যদি করপোরেশনের মেয়র ও

Dhaka University Institutional Repository

সহকর্মী কাউন্সিলরদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা পাওয়া যায় তাহলে তারা তাদের সুনাম আরও অনেক দিন ধরে রাখতে পারবেন (উৎসঃ প্রথম আলো-২৩ জুন ২০১০)। উক্ত নির্বাচনে সাধারণ আসনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ২৫৩ জন। তার মধ্যে ১জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন যার শতকরা হার ০.০০৩৯%।

সূত্রঃ http://123.49.39.5/asset/asset_ccc/

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। James David Barbar, Citizen Politics and Introduction to Political Behaviour (USA: Dell Publishing Co. Inc., 1972). P.27.

২। K.M. Tipu Sultan, government and Citizen in Politics and Development: An Asian Case (Comilla; BARD, 1978), p. 24.

৩। David L. Sills (ed.), International Encyclopaedia of Social Science, Vol.6, p. 252.

৪। Benjamin Baker, Urban Government (New York; D. Van Nostrand Co. Inc., 1957), p. 67.

৫। মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, লোক প্রশাসনের সমাজতত্ত্বঃ বাংলাদেশের পটভূমিকা (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃঃ ১৮৭।

৬। J.E. Joheri, Comparative Politics (New Delhi; Sterling Publishers (Pvt.) Ltd., 1982), p. 172.

৭। Marilee Karl, Women and Empowerment-Participation and Decision Making (London; Zed Books Ltd. 1995), p. 14.

৮। Quazi Jahan Ara Khan, "Women's in Development", Proceeding of the Intergrated Rural Development (Comilla; BARD, 1982), p. 249.

৯। S.M. Ali Decentralization. op.cit., Introduction.

Dhaka University Institutional Repository

১০। M.A. Wahab, Decentralization in Bangladesh (Chittagong; Genuine Publishers, 1996), p. 161.

১১। মোঃ আব্দুস সালেক, প্রচলিত নারীর অধিকার (বগুড়া; পল্লবী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃঃ ১১।

১২। The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972, Article 10,19,27,28 etc.

১৩। A.N. Shamsul Haque, Sub-national Administration in Bangladesh And Its Rule in Development: An Overview (Rajshahi; Dept. of Political Science. 1982), p. 30.

১৪। সৈয়দা রওশন কাদের, "স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", নারী ও রাজনীতিঃ উইমেন ফর উইম্যান, জাতীয় সম্মেলনে পঠিত, ২৯-৩০ মে, ১৯৯১, পৃঃ ৬।

১৫। মোঃ মকসুদুর রহমান ও ড. নাসিমা জামান, "গ্রাম স্বায়ত্তশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতিঃ বাংলাদেশ পরিকপ্রেক্ষিত", সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ২০০৩), অষ্টম সংখ্যা।

১৬। The Daily Star, 8 May 2003.

১৭। মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

১৮। The Daily Star, 3 January 2003.

১৯। গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩-বিধি ৪ (৪) খ।

২০। বিচারপতি লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা (ঢাকা; দি লেমিনেটরস, ২০০২), পৃঃ ২১৯-২২২।

২১। সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

২২। সংবাদ, ২৫ জানুয়ারি ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০৩।

২৪। সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০০।

২৫। প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

২৬। The Daily Star, 18 March 2005.

২৭। প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০০৫।

২৮। প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০০৩।

২৯। প্রথম আলো, ১৭ আগস্ট ২০০৪।

৩০। Social Secience Review Vol 18 No. 2
December 2001 Pg. 127.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ফলাফল বিশ্লেষণ ও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

৭.১ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের উপর জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

বর্তমান প্রতিযোগীতা মূলক সময়কালে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, চাকুরী, জনসেবামূলক কর্মকান্ড, ব্যবসা, বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় সকল রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি আসনে সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। যদিও মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সময়কাল বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি তবুও এই অল্প সময় কালের অংশ গ্রহণ দেশ ও জাতীর উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করেছে। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের একটি বিশেষ দিক হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। যেহেতু সহরকার ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হলো যথাযথ ক্ষমতায়ন সম্ভব। সংরক্ষিত ও নির্বাচিত আসনের মহিলা সদস্যগণ দেশের ও দশের সেবায় আত্ম-নিয়োজিত করতে পেরে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবর্তী মনে করে। এই নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ অর্জিত মর্যাদা, ভূমিকা এবং দ্বন্ধ রয়েছে কিনা, তারা তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা ঠিকমত পালন করতে পারছে কিনা সর্বপরি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন কতুটুকু সম্ভব হচ্ছে তা আমার এই গবেষণা কর্মে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। তাই এই বিষয়ে আমি কিছু প্রশ্নমালা ইউনিয়নের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উপর জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। নিম্নে উক্ত জরিপ সারনীবদ্ধ আকারে দেখানো হলোঃ

সারনী-৭.১: মহিলা সদস্যগণের বয়স

বয়স (বছর)	সংখ্যা	শতকরা (%)
২৬-৩০	৩	৩৩.৩৩
৩১-৩৪	৫	৫৫.৫৬
৩৬-৪০	১	১১.১১
মোট	৯	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষাধীন সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগ সদ্য ৩৫ বছরের মধ্যে। ২৬-৩০ বছর বয়সের সদস্য ৩ জন, যার শতকরা হার ৩৩.৩৩, ৩১-৩৫ বছর বয়সের সদস্য ৫ জন, শতকরা হার ৫৬.৫৬ এবং ৩৬-৪০ বছর বয়সের সদস্য ১ জন, যার শতকরা হার ১১.১১।

সারনী-৭.২ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫ম-১০ম শ্রেণী	২	২২.২২
এস.এস.সি	৫	৫৫.৫৬
এইচ.এস.সি	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে কোন সদস্যই নিরক্ষর নয়। ৫৫.৫৬% অর্থাৎ ৫ জন সদস্য এস.এস.সি পাশ করেছেন। ৫ম-১০ম শ্রেণীর মধ্যে ২ জন যার শতকরা হার ২২.২২ এবং এইচ.এস.সি পাশ করেছেন ২জন যার শতকরা হার ২২.২২।

সারনী-৭.৩ঃ পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা (%)
গৃহিনী	৫	৫৫.৫৬
চাকুরী	২	২২.২২
হাঁস মুরগী পশু পালন	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলা সদস্যদের ৫জন গৃহিনী যার শতকরা হার ৫৫.৫৬। চাকুরী করেন ২ জন যার শতকরা হার ২২.২২ এবং বাড়ীতে নিজের উদ্যোগে পশু পালন ও হাঁসমুরগী পালন করেন ২ জন যার শতকরা হার ২২.২২।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৭.৪ঃ পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

অংশগ্রহনের স্বরূপ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হাঁ (সব সময়)	৬	৬৬.৬৬
মাঝে মাঝে	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

ইউনিয়ন পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত থেকে দেখা যায় যে, ৬ জন সবসময় অংশগ্রহণ করে থাকে। যার শতকরা হার ৬৬.৬৬ এবং ৩ জন সদস্য মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করে থাকে যার শতকরা হার ৩৩.৩৩।

সারনী-৭.৫ঃ ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা তৈরীর আলোচনায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২	২২.২২
না	৭	৭৭.৭৮
মোট	৯	১০০.০০

এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৭ জন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেনি যার শতকরা হার ৭৭.৭৮ এবং ২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছে যার শতকরা হার ২২.২২।

সারনী-৭. ৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্ব সম্পর্কিত মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	৬৬.৬৬
না	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সদস্যদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হয় ৬ জন সদস্য যার শতকরা হার ৬৬.৬৬ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩ জন উপেক্ষিত না হওয়ার কথা বলেছেন যার শতকরা হার ৩৩.৩৩।

সারনী-৭.৭ ঃ পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের কাজের পার্থক্য সম্পর্কে মতামত

কাজের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সততা	৫	৫৫.৫৫
একনিষ্ঠতা	২	২২.২২
দায়িত্বশীলতা	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

এক্ষেত্রে ৫জন নারী সদস্য পুরুষের চেয়ে বেশি সততার সঙ্গে কাজ করার পক্ষে মত দেন। যা শতকরা হার ৫৫.৫৫, ২জন একনিষ্ঠতা এবং ২জন দায়িত্বশীলতার পক্ষে মত দেন। যার শতকরা হার যথাক্রমে ২২.২২ ও ২২.২২।

সারনী-৭.৮ঃ মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভালো	৮	৮৮.৮৮
ভালো নয়	০	০.০০
মোটামোটি	১	১১.১১
মোট	৯	১০০.০০

এখানে ৮ জন সদস্য স্বীকার করেন যে, এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা ভাল যার শতকরা হার ৮৮.৮৮ আর ১জন মোটামোটি গ্রহণযোগ্যতার কথা বলেছেন যার শতকরা হার ১১.১১। এখানে উল্লেখ যে গ্রহণযোগ্যতা নেই একথা কেউ বলেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৭. ৯৪ ইউনিয়ন পরিষদের মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অংশগ্রহণের প্রেরণা সম্পর্কিত মতামত।

প্রেরণার উৎস	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পরিবার	৩	৩৩.৩৩
সমাজ	২	২২.২২
নিজস্ব উপলব্ধি	৪	৪৪.৪৪
মোট	৯	১০০.০০

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ৩ জন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রেরণা পেয়েছে পরিবার থেকে যার শতকরা হার ৩৩.৩৩। সমাজ থেকে প্রেরণা পেয়েছে ২ জন এবং নিজস্ব উপলব্ধি থেকে পেয়েছেন ৪জন যার শতকরা হার যথা ক্রমে ২২.২২, ৪৪.৪৪।

সারনী-৭.১০ ঃ ব্যাপক হারে মহিলাদের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নারী ক্ষমতায়নকে কতটুকু গতিশীল করেছে সে সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭	৭৭.৭৭
না	০	০.০০
কখনও কখনও	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

এখানে ৭ জন সদস্য মত দিয়েছেন যে, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নকে ব্যাপক হারে গতিশীল করেছে যার শতকরা হার এবং ২ জন সদস্য বলেছেন কখনও কখনও ক্ষমতায়নকে গতিশীল করেছে যার শতকরা হার ২২.২২।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৭.১১ ঃ এলাকার উন্নয়নে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত।

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৯	৯৯.৯৯
না	০	০.০০
মোট	৯	১০০.০০

এখানে ৯জন সদস্যই বলেছেন যে, এলাকার উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট যার শতকরা হার ৯৯.৯৯।

সারনী-৭. ১২ঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নারী সমাজকে কতটুকু সচেতন করবে সে সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৯	৯৯.৯৯
না	০	০.০০
মোট	৯	১০০.০০

এখানে সব সদস্যই মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ নারী সমাজকে সচেতন করবে।

সারনী-৭. ১৩ঃ গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের মূল্যায়ন সংক্রান্ত মতামত।

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪	৪৪.৪৪
না	২	২২.২২
মোটামোটি	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ৪ জন সদস্য মত প্রকাশ করেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয়। যা শতকরা হার ৪৪.৪৪, ২জন সদস্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষন করেন এবং ৩ জন মোটামোটি মূল্যায়নের কথা বলেন যার শতকরা হার যথাক্রমে ২২.২২ ও ৩৩.৩৩।

সারনী-৭.১৪: মহিলা সদস্যদের কাজের উপর এলাকাবাসীর সন্তুষ্টি সম্পর্কিত মতামত।

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৯	৯৯.৯৯
না	০	০.০০
মোট	৯	১০০.০০

এখানে সকল মহিলা সদস্যই স্বীকার করেন যে, তাঁদের কাজের উপর এলাকাবাসী সন্তুষ্ট।

সারনী-৭.১৫: মহিলা সদস্যদের কোন কাজের জন্য এলাকাবাসী সন্তুষ্ট সে সম্পর্কে সদস্যদের মতামত।

কাজের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন রোধ	৩	৩৩.৩৩
রিলিফ বিতরন	১	১১.১১
নারী উন্নয়ন	২	২২.২২
রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন	১	১১.১১
শিক্ষামূলক কর্মকান্ড	১	১১.১১
অন্যান	১	১১.১১
মোট	৯	১০০.০০

এখানে ৩জন নারী সদস্য বলেছেন, নারী নির্যাতন রোধে কাজ করে এলাকাবাসী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন যার শতকরা হার ৩৩.৩৩, রিলিফ বিতরনে ১জন, নারী উন্নয়নে ২জন, রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়নে ১জন, শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে ১জন এবং অন্যান্য কাজের জন্য ১জন প্রশংসিত হয়েছেন। যার শতকরা হার যথাক্রমে ১১.১১, ২২.২২, ১১.১১, ১১.১১ এবং ১১.১১।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ সংশ্লেষণ

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং মতামত বিশ্লেষণ করে স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যা করণীয় বা করা উচিত বলে আমি মনে করি তা নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

* গ্রহণ যোগ্যতাঃ

এলাকাবাসীর কাছে মহিলা মেম্বারদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সকলেরই ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের একটি পূর্বাভাষ হিসাবে একে মূল্যায়ন করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের যোগ্যতাকে পুরুষের চেয়ে বেশী বলেও অনেকে মনে করেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদেরকে রাজনীতির মূলধারায় যুক্ত করা প্রয়োজন। এলাকাবাসী তাদের সমস্যা নিয়ে তাদেরই জনপ্রতিনিধি হিসাবে মেম্বারদের কাছে গেলে পুরুষের চাইতে মহিলাদের আন্তরিকতার কথা বেশী বলেছেন। তা থেকে বুঝা যায় যে নারী প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট।

* কর্মদক্ষতাঃ

কাজের মানদণ্ডে পুরুষ ও নারীর কোন ভেদাভেদ নাই। উভয়েই সমান দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন বলে জানিয়েছেন। তথাপি মহিলা সদস্যদের কাজের পরিধি কম কারণ তাদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ববন্টন করা হয়নি এবং তাদের কাজের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কাছে পুরুষ সহকর্মীদের অনুরোধ করতে হয়। তাই স্থানীয় সরকারের কর্মরত নারী প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে আমি মনে করি নারীর অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা এবং নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে আরো বেশী আন্তরিক হতে হবে।

* শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতাই মানুষকে সচেতন করে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, স্থানীয় প্রতিনিধিত্বকারী মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং শিক্ষিত মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহীত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* সততা ও নিষ্ঠাঃ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী প্রায় সকলে জানিয়েছেন যে তাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দুর্নীতিমুক্ত দেশ ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক সকল কাজের ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ত করা একান্ত আবশ্যক।

* প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসঃ

মহিলা প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, নানাবিধ প্রতিকূলতা থাকা সত্যেও তাঁরা তাদের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ। প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই সমাজ কর্তৃক প্রদেয় সকল সুযোগ সুবিধাগুলো তাদেরকে ভোগ করতে দেওয়া উচিত এবং তাঁরা কারো দয়া বা অনুগ্রহ চান না।

* নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাঃ

প্রায় সকল প্রতিনিধিই জানিয়েছেন যে, নিরাপত্তা জনিত কারণে প্রায়শই তাঁরা ভীত থাকেন। এলাকার জনগন এবং পুরুষ সদস্যরা কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা বা হুমকী দিয়ে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় তারা অশালীন আচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। সুশীল সমাজকে এ বিষয়ে সমাধানের পথ বের করতে হবে। মহিলারা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে জনমত গড়ে তুলতে হবে, শ্রদ্ধার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

* রাজনৈতিক সহিষ্ণুতাঃ

জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা রয়েছে। এলাকার সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো এবং কর্মক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে তাদের কর্তব্য কখনও যেন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

*** অর্পিত কাজের সমন্বয়হীনতাঃ**

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে মহিলা সদস্যদের সাধারণত সহজ ও কম ঝুকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়। অপরদিকে পুরুষ সদস্যদেরকে রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও মেরামত, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার উন্নয়ন, রিলিফ বিতরণ ইত্যাদি কাজ করতে দেয়া হয়। অর্থাৎ মহিলা সদস্যদের পুরুষদের চাইতে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে। তাই মহিলা সদস্যদের জন্য উন্নয়মূলক কাজের তালিকা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

*** স্থানীয় পর্যায় নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ**

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বলেছেন যদি স্থানীয় সরকারের সকল পদে মহিলা প্রতিনিধিরা আরো বেশী মাত্রায় নির্বাচন না করেন তাহলে নির্বাচিত মহিলাদের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পাবে না। নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসাবে মহিলাদের সমস্যার সমাধান করা সহজতর হবে। তাই মহিলারা যেহেতু কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও সৎ এবং যোগ্যতায় পুরুষের সমকক্ষ এবং নিষ্ঠায় নিয়মানুবর্তী সেহেতু আরো অধিক সংখ্যক মহিলা নির্বাচিত হলে সমাজের বিদ্যমান নানাবিধ অস্থিতিশীলতা দুর হবে এবং তার সুফল ভোগ করবে জনসাধারণ।

*** সচেতনতাঃ**

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিগত নির্বাচনে নারী ভোটারের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। অতএব নারী সমাজ তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। তাঁরা শুধু ভোটই দেননি স্থানীয় সরকারের সকল পদে নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা সচেতন ভাবেই তাঁদের উপর অর্পিত উন্নয়নমূলকাজ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। সেজন্য সরকার ও সুশীল সমাজকেই সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে।

*** সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী প্রদানের ব্যবস্থাঃ**

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিতিদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই ফলে

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রতিনিধিরা নিজ এলাকাবাসীর জন্য কাজ করতে আগ্রহী হলেও তাঁদের পক্ষে কোন কাজ করতে পারছেন না। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩ সুপারিশমালা

জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল নির্মাণে সমান অংশীদার। রাজনৈতিক অধিকারের বেলায় সংবিধান নারী ও পুরুষের সমভাবে অধিকার প্রদান করেছে ভোটের অধিকার, প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার, সমিতি বা সংস্থার অধিকার ইত্যাদি। সংবিধানের ১২ তম সংশোধনীতে স্থানীয় সরকারের সকল জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে বর্তমানে ইউনিয়নস পরিষদ কার্যকরীভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম পদক্ষেপ। কারণ এ পর্যায়ে প্রতিনিধিগণ জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারে। ইউনিয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অপরিসীম। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালের পূর্বে এদেশে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোটদান করতে সমর্থ হন।

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্য প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশী। যদিও সংখ্যাগতভাবে এটা বিরাট মনে হয়, কিন্তু পুরুষ প্রতিনিধি সংখ্যার তুলনায় এ প্রতিনিধিত্ব খুবই নগণ্য। তবুও এ প্রতিষ্ঠানটিতে তারা স্বীকৃত মহিলা প্রতিনিধি। বর্তমানে মহিলা প্রতিনিধিগণ পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত কিন্তু তাদেরকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

অধ্যাদেশে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য পৃথকভাবে কোন দায়িত্ব বা কাজ নির্দিষ্ট করা নেই, সেজন্য পুরুষ সদস্যদের মত তাদেরকে দায়িত্ব নেয়ার কথা। সামাজিক, অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং শিক্ষাগত কারণে তারা সফলভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না। এজন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

- ❖ মহিলা সদস্যগণ অনেকে প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, মত বিনিময় ফোরাম, অন্যান্য গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া দরকার।

- ❖ গ্রাম পর্যায়ে পরিচালিত সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর সঙ্গে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে। সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলা সদস্যগণ মোটিভেটর/সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতে পারেন।

- ❖ গ্রাম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে উৎসাহিত করতে পারেন, স্কুলগুলোতে মহিলাদের আইনগত অধিকার ও রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।

- ❖ মহিলা সদস্যগণ স্থানীয় মহিলাদের সদস্যা চিহ্নিত করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা তুলে ধরতে পারেন।

- ❖ নারী পুরুষের সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করলে মহিলা সদস্যগণ কাজ করতে উদ্যোগী হবেন।

- ❖ মহিলাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে আনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে মহিলা প্রার্থীকে নৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

- ❖ মহিলা সদস্যগণ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন-সেজন্য তাদেরকে সামাজিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অন্যান্য প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বাস্তব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ইউনিয়ন পরিষদের সভায় মহিলাদের জন্য সরকারী কার্যক্রম যেমন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, টিকা দান কর্মসূচী, মেয়েদের বৃত্তি, এসব বিষয়ে আলোচনা করে অন্যদেরকে সংবাদ সরবরাহ করতে পারেন।

- গ্রাম পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানে রয়েছে যেখানে সদস্যগণ ঐ ফোরাম ব্যবহার করে মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

- গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ মহিলাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন।

- স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদেরকে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণের সময় তাদের সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- গ্রাম আদালত বিচারকার্য মহিলা সদস্যদের নিয়োজিত করা যেতে পারে।

- প্রত্যেক স্কুল কমিটিতে মহিলা সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- গ্রামে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে সভা, সমাবেশ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এজন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

- মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

- অধিক সংখ্যক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে সরকারী অথবা সরকার অনুমোদিত কোন সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও দায়িত্বের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- সরকারী পর্যায়ে বছরে দু'বার পরিষদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে হবে।

- অধিক হারে মহিলাদের ভোট প্রদানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে মহিলাদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ঘোষণা ও ইশতেহার মহিলাদের ইসু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- ইউনিযন পরিষদ শালিস ও বিচার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- গ্রাম পর্যায়ে পরিচালিত সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহিলাদের অবস্থান সংহত ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদে রাজনৈতিক দলের চাপ ও সরকারী আমলাদের প্রাধান্য অনেক সময় উন্নয়ন কার্যক্রমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংস্থার উপর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭.৪ উপসংহার

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতার জন্য সুসংগঠিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা ব্যাপক অন্য কথায় বলা হয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা সূচীত হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে আবর্তন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায় হতে সফল হলে কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিক সরকার সামগ্রীক সাফল্য লাভ করে। পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু একদা বলেছিলেন-" Local Self Government is and must be the basis of any true system of democracy. The democracy may not be succeeded until it is built on the foundation from below " অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারই হল কোন প্রকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। গণতন্ত্রকে নীচ থেকে ভাল করে গড়ে তুলতে না পারলে কার্যকারিতা লাভ করা যায় না।"

বাংলাদেশের নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহনের প্রথম স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘকাল ধরে এটি দেশের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আর জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সমান অংশীদার। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। রাজনীতিতে নারীদের অধিকার স্বীকৃত হলেও সামাজিকভাবে তা আজও হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে বিভিন্ন নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি নির্বাচনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল নারী অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের লাভের হারও কম। কেননা সামাজিক বৈষম্যের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রার্থী হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না। দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ নারীদের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে পদার্পন খুব সহজভাবে হয়নি, হয়েছে কন্টকাকীর্ণ পথে। কিন্তু নারীদের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে অংশগ্রহণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে চিরায়ত দুর্নীতির ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত এবং কার্যকরী করতে ভিন্ন কোন কৌশলের কথা ভাবতে হবে। তবে নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। কেননা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই আর্থ-সামাজিক তথা আইনগত মুক্তি সম্ভব। তাই দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ একদিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতাকে যেমন সুদৃঢ় করবে তেমনি সার্বিক অর্থে দেশের জন্য সুদূরপ্রসারি ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

নারীর ক্ষমতায়নে আসন সংরক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব যে আছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন পুরুষ সদস্যগণ, কেননা উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারাই নারী সদস্যদের এক নম্বরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। তাদের সে কারণে সহযোগিতার মনোভাব দেখাতে হবে। সরকারেরও সৎ ইচ্ছা থাকতে হবে। মহিলা সদস্যগণ যেন কারও কৃপার পাত্র না হল সেজন্য সরকারের উচিত সুস্পষ্ট বিধান করা যেন কেউ মহিলা সদস্যদের কাজে বাধা দিতে না পারেন। সাধারণ আসনের সদস্যদের অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের প্রদান করতে হবে। তারা যেন 'না ঘরকা-না ঘাটকা' হন সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার একদিকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য আসন সংরক্ষণ করছে আবার অন্যদিকে এমন প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে যে, তা আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে । চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। মহিলা সদস্যগণও তাদের কর্তব্য যথার্থভাবে পালনের চেষ্টা করবেন। তাদের নিকট থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া কর্তব্য। এমনিভাবে যদি প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, তবে একদিন আসবে যখন তাদের জন্য আর আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না এবং ক্ষমতায়নেরও পরিপূর্ণতা ঘটবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। Phillips, Anne (1994), The polity Reader in Gender Studies, Cambridge: Polity press.

২। UNDP. United Nations Development Program (1995); Human Development Report 1995, UNDP: New York.

৩। মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, ঢাকাঃ জে.কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২।

৪। সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত: নারীর ক্ষমতায়ন- রাজনীতি ও আন্দোলন, নাজমা চৌধুরী, নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী শীর্ষক প্রবন্ধ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৫। কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, রওশন আরা বেগম" 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার' (NILG) ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৪।

৬। H.F. Aldefer, Local Government in Development in develop countries, New York: Mc Graw Hill. 1969.

৭। K. Siddiqui, ed., local Government in South Asia; limited, 1992.

৮। H.D Malaviya, village Panchayats in India, New Delhi; All Andia Congress committee, 1956.

৯। মোঃ মহব্বত খান "বাংলাদেশ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের স্বায়ত্বশাসনঃ একটি মূল্যায়ন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৪৪ অক্টোবর, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১০। M. Rashiduzzaman, Politics and Administation in local Councils, A study of union and district councils in east pakistan "Oxford University Press 1968.

১১। Ibid Page-2.

১২। Lutful haq Chowdhury, "Local self Government and its Reorganization in Bangladesh" NIG, Sep-1987.

১৩। কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ আবিদ হোসেন, "ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার (N.ILG ঢাকাঃ ১৯৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

১৪। M.M. Khan and H.M. Zafarullah, "Rural government in Bangladesh: Part and Present, Government Administrators, Vol XX, No-2, 1979.

১৫। H. Jucker, The foundations of local self government in India, Pakistan and Burma London: The Athone Press, 1954, P-70.

১৬। ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, ২০০০, সংখ্যা-৩, ২০০৮, সংখ্যা-১০, ২০০৯, সংখ্যা-১০, উইমেন ফর উইমেন ঢাকা।

১৭। A Handbook of Basic Democracies (Corrected up to 1964). (Dacca: East Pakistan Government Press. 1964), Part-1, p.9. Article II.

১৮। Basic Democracies order, 1959, Art-155.

১৯। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1962. Article 158(II)

Dhaka University Institutional Repository

২০। বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনে আইয়ুব সরকার ইউনিয়ন কাউন্সিলে মনোনীত সদস্য রাখার বিধান করেন, কিন্তু সমালোচনার মুখে ১৯৬২ সালে তা বাতিল হয়, তবে যে সব সদস্যদের মনোনীত করা হয় তাদের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বলা হয়। ঐ সব পদে কোন আসন শূন্য হলে সেখানে আর মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে এটা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়- See Guthrics S. Birkhead; Administrative Problems in Pakistan (Syracuse: University Press. 1966).

২১। L.S.S. O Malley; Bengal District Gazetters-Rajshahi, (Calcutta; Bengal Secretariate Press, 1916).

২২। W.W. Hunter; Statistical Accounts of Bengal-District of Murshidabad and Pabna (Delhi: D.K. Publishing House, 1974, (reprint).

২৩। Quazi Azhar Ali; District Administration in Bangladesh, (Dacca: NIPA. 1978).

২৪। A Handbook of Basic Democracies. op. cit. Article, 13.

২৫। M.A. Chowdhury; op.cit,.

২৬। "The Upazila: A Study in Political Administrative Relationship in Bangladesh." The Journal of Local Government (Dhaka NILG, 1986), (Special Issue on Upazila), p.47.

২৭। A Handbook of Basic Democracies. op. cit..

২৮। Bangladesh local Council and Municipal Committee (Dissolution and Amendment) Order, 1972, Jan. 20 (Dacca: B.G. Press. 1972.), Art. 3 (1) A.

Dhaka University Institutional Repository

২৯। The Consititution of the People's Republic of Bangladesh. 1972. Art 59 (1).

৩০। Bangladesh Gazette, June 30. 1973, Art. 11.

৩১। Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) Order, 1973 (Dacca: B.G. Press, March 22, 1973), Art. 4 (1), 5 (1), 5 (2), 6 (1), 10 (2) 31.

৩২। Ministry of LGRD & Co. Local Government Division (Section-I) Memo No-S-1/1U-7/72/103 dated April 28, 1972.

৩৩। Thirteenth Annual Report. July 1971-June 1972 (Comilla: Bard. 1974).

৩৪। Sixteenth Annual Report-July 1974, 1974 June, 1975 (Comilla: BARD, 176).

৩৫। Abdun Naim; "Some Reflection on the Role of the Deputy Commissioner and local Administration", Local Government Quarterly (Dacca:LGI, 1980), Vol. 8. No-1-2.

৩৬। See: Bangladesh Local Council and Municipal Committee (Dissolution and Amendment Order, 1972).

৩৭। Local Government Ordinance-1976 (Ordinance No. XC of 1976).

৩৮। Local Government Ordinance-1976, Art, 8.

৩৯। Ministry of LGRD * co, Memo No, S-1V/22-1/78/282 dated, Dhaka the May 24, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

৪০। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোর সামগ্রিক উন্নতিকল্পে সরকার গ্রাম পরিষদ গঠন করতে পারবে। See Local Government Ordinance , 1976 op, cit. art.

৪১। Local Government Amendment Act 1980, Rule-2.

৪২। The Paurashave Ordinance, 1977 (Dhaka: Bangladesh Government Press, 1977), Section 3 (1).

৪৩। বাংলাদেশ অবজারভার, এপ্রিল ১৫, ১৯৮২।

৪৪। ইত্তেফাক, এপ্রিল ২০, ১৯৮২।

৪৫। সংবাদ, ১৯শে জুলাই, ১৯৮৩।

৪৬। The Local Government (Thana Parishad and thana Administration Reorganization) (Second Amendment Ordinance, 1983), Ord. (No. XXXIII of 1983), Art. 2, এখানে থানার পরিবর্তে উপজেলা নাম ব্যবহৃত হয়।

৪৭। The local government (Upazila Parishad & Upazila Administration Re-Organization Ordinance 1982), (Ord. No. LIX of 1982) পৌরসভার চেয়ারম্যানদের সদস্য করা হয় Local Government (Thana Parishad and Thana Administration Re-Organization) (Amendment Ordinance, 1983), Ord. No. XII of 1983 Art. 2 (3) অনুসারে।

৪৮। ১৭-৫-৯২ আলোচনা।

৪৯। বাংলার বাণী, ২-৮-৯২। বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯-১২-৯২।

৫০। Independent, Septmber 5, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

৫১। The Daily Star, 8 December, 2004.

৫২। ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাবঃ BPSA 9th Annual convention, women in Politics (Bangladesh Perspective).

৫৩। The world Book Encyclopedia, Vol-15, World Book Inc, U.S.A 1988.

৫৪। Srilatha Batliwala, Empowerment of women of south asia, Asian South Pacific Bureau of adult Education, New Delhi, India.

৫৫। শামীমা পারভীন, "নারীর ক্ষমতায়ন", উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুর্দশ সংখ্যা, অক্টোবর ডিসেম্বর, ১৯৯৮, ষ্টেপ্‌স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

৫৬। Carolyn Medel- Anonuevo and Bettina Bochynek, "The International Seminar on Women's Education and Empowerment", Dr Digumarti Bhaskara Rao (Edt), International Encyclopaedia of women- 2, Women, Education and Empowerment, Discovery Publishing house, New Delhi, 1999.

৫৭। Yash Tandon, "Poverty, Processes of Impoverishment and Empowerment: A Review of Current Thingking and Action. "Naresh Singh and Vangile Titi, Op.cit.

৫৮। Naresh Singh and Vangile Titi, Op.cit.

৫৯। Carolyn Medel, Op. cit.

৬০। UN, Report of the foruth world Conference on Women, Beijing, China, 17 October 1995.

Dhaka University Institutional Repository

৬১। C.P Yadav, Empowerment of women. Anmol publications pvt. New Delhi, India, see, preface.

৬২। Zeo Oxaal with Sally Baden, Op. cit.

৬৩। Sara Longwe, Mainstraming gender in UNICEF the women's Empowerment Frame work, Unicef, Programme Comittee, 1994 Session.

৬৪। Lillian Mushota, "Social Analysis: the case of the women and law approach to Development in Zambia", Naresh Singh and Vangile Titi, Ibid.

৬৫। UNDP, 1995, Human Development Report 1995, Oxford University press, Oxford and P. Nelly. Stromquist, "Empowering women through knowledge: Politics and Practices in International Cooperation in Basic Education. International for Educational Planning. UNESCO.

৬৬। Naila Kabeer, "Conflicts over credit: Re-evaluating the Empowerment Potential of loans to women in rural Bangladesh" World Development vol. 20, No 1, 2001 P, UK.

৬৭। Syed M. Hashemi, Siney Ruth Schuler and ANN P Riley, "Rural Credit Programms and women's Empowerment in Bangladesh", World Development Vol. 24. No 4, 1996.

৬৮। ক্ষমতায়ন জার্নাল, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮।

৬৯। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রির্পট ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

৭০। নারী ২০০০, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও রিপোর্ট বাংলাদেশ ২০০১।

৭১। মিনিষ্ট্রি অফ উইমেন এন্ড চিলড্রেন এ্যাফেয়ার্স গভর্ণমেন্ট অফ বাংলাদেশঃ সিচ্যুয়েশন অব উইমেন ইন বাংলাদেশ- ১৯৯৯

৭২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা বিংশ খন্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।

৭৩। James David Barbar, Citizen Politics and Introduction to Political Behaviour (USA: Dell Publishing Co. Inc., 1972).

৭৪। K.M. Tipu Sultan, government and Citizen in Politics and Development: An Asian Case (Comilla; BARD, 1978).

৭৫। David L. Sills (ed.), International Encyclopaedia of Social Science, Vol.6.

৭৬। Benjamin Baker, Urban Government (New York; D. Van Nostrand Co. Inc., 1957).

৭৭। মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, লোক প্রশাসনের সমাজতত্ত্বঃ বাংলাদেশের পটভূমিকা (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০০৩)।

৭৮। J.E. Joheri, Comparative Politics (New Delhi; Sterling Publishers (Pvt.) Ltd., 1982).

৭৯। Marilee Karl, Women and Empowerment-Participation and Decision Making (London; Zed Books Ltd. 1995).

৮০। Quazi Jahan Ara Khan, "Women's in Development", Proceeding of the Intergrated Rural Development (Comilla; BARD, 1982).

৮১। S.M. Ali Decentralization. op.cit., Introduction.

Dhaka University Institutional Repository

৮২। M.A. Wahab, Decentralization in Bangladesh (Chittagong; Genuine Publishers, 1996).

৮৩। মোঃ আব্দুস সালেক, প্রচলিত নারীর অধিকার (বগুড়া; পল্লবী প্রকাশনী, ১৯৯৪)।

৮৪। The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972, Article 10,19,27,28 etc.

৮৫। A.N. Shamsul Haque, Sub-national Administration in Bangladesh and Its Rule in Development: An Overview (Rajshahi; Dept. of Political Science. 1982),

৮৬। সৈয়দা রওশন কাদের, "স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", নারী ও রাজনীতিঃ উইমেন ফর উইম্যান, জাতীয় সম্মেলনে পঠিত, ২৯-৩০ মে, ১৯৯১, ।

৮৭। মোঃ মকসুদুর রহমান ও ড. নাসিমা জামান, "গ্রাম স্বায়ত্তশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতিঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত", সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ২০০৩), অষ্টম সংখ্যা।

৮৮। গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩-বিধি ৪ (৪) খ।

৮৯। বিচারপতি লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা (ঢাকা; দি লেমিনেটরস, ২০০২)।

৯০। Social Secience Review Vol 18 No. 2

December 2001

৯১। ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড, আলীগড় লাইব্রেরী, রাজশাহী, ১৯৮৮।

৯২। A. C. Kapur; Selected Constitutions (Delhi : S Chand & Co., 1970).

৯৩। Hafez Habibur Rahman; Foreign Constitutions (Dacca: Ideal Publication, 1971).

Dhaka University Institutional Repository

৯৪। অরুণ কুমার সেন; শাসন ব্যবস্থা (কলিকাতাঃ দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৫) ।

৯৫। Masudul Hassan; Text Book of Basic Democracy & Local Government in Pakistan (Lahore: P. L. D. 1968).

৯৬। Humes & Martin; Structure of Local Government Throughout the World (The Haque: Martinus Nijhaff, 1961).

৯৭। John Maud; Local Government in England & Wales (London: Oxford University Press, 1964).

৯৮। E. L. Hasluck; Local Government in England (Cambridge: Cambridge University Press, 1948).

৯৯। John J. Clarke; Out lines of Local Government of the United Kingdom (London: Sir Isac Pitman & Co. Ltd, 1960).

১০০। S. R. Nigam; Local Government (New Delhi: S. Chand & Co. Ltd, 1978).

১০১। Brian Chapman; The Prefect and the Provincial France (London: George Allan & Unwin Ltd. 1955).

১০২। Najmunnessa Mahtab; Local Government in Frace and 'Bangladesh: A Descriptive Analysis of Executive Action (Dacca: GENT AS- 1978).

১০৩। মোজাম্মেল হক; তুলনামূলক বৈদেশিক সরকার (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো, ১৯৭৬)।

১০৪। Local Government of the United States of America (International Union of Local Authorities).

১০৫। Lancaster; Government in Rural America (New York: D. Van Nostrad Company INC 1957).

১০৬। ইউসিস সংবাদ বুলেটিন; জুলাই-সেপ্টেম্বর- ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১০৭। Firidley; et. at. Public Administration in France; (London: Route ledge and Kegan Paul, 1969).

১০৮। James MacGregor Burns et. at; State and Local Government Politics: Government by the People (Newjersey : Prentice Hall INC, 1975).

১০৯। Edward C. Banfield; Urban Government (NewYork: Free Press of GlenCoe, 1961).

১১০। Ellis Katz; "Local Self Government in the United States." USIA Electronic Journals, Volume 4, Number-1, April, 1999.

১১১। David R. Berman; "The Powers of Local Government in the United States:" USIA Electronic Journals, Volume 4, Number 1, April 1999.

১১২। প্রথম আলো, জানুয়ারী ৫, ২০০৮।

১১৩। প্রথম আলো, আগষ্ট ৩০, ২০০৮।

১১৪। প্রথম আলো, জানুয়ারি ৩, ৯, ১৪, ১৮, ২৯, ২০০৩।

১১৫। দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারি ২০, ২০০৩।

১১৬। Rokeya Kabir, Women's Participation in the local Governemnt: A step forward to democracy, Unnayan Podokhhepm Vol, 4. No.2.

১১৭। ড. খালেদা সালাহউদ্দিন, ড. হামিদা আখতার বেগম, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ, জুলাই ১৯৯৯, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

১১৮। ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, মার্চ ১৯৯৫, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

১১৯। কর্মশালা প্রতিবেদন, বাংলাদেশের গ্রামীণ তৃণমূল মহিলাদের দৃষ্টিতে নারী ক্ষমতায়ন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

১২০। http://www.gnlg.org/pdf%5CMUNICIPAL_in_Bangladesh.pdf

১২১। http:///www.gnlg.ort/pdf%5CMUNICIPAL_in_Bangladesh . pdf.

১২৩। http://www.dwatch-bd.org/elec_monitoring?Fact%20sheet%20sylhet.pdf

১২৪। http://123.49.39.5/asset/asset_ccc/

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-১

সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

গবেষণার বিষয়

"স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন"

প্রশ্নসমূহ

প্রশ্ন-১ঃ বয়স?

২৬-৩০ ☐

৩১-৩৪ ☐

৩৫-৪০ ☐

প্রশ্ন-২ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা?

৫ম - ১০ম শ্রেণী ☐

এস.এস.সি ☐

এইচ এস. সি ☐

প্রশ্ন-৩ঃ পেশা ?

গৃহিণী ☐

চাকুরী ☐

হাঁস-মুরগী ও পশুপালন ☐

প্রশ্ন-৪ঃ আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন ?

হ্যাঁ (সবসময়) ☐

মাঝেমাঝে ☐

প্রশ্ন-৫ঃ আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা তৈরীর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন?

হ্যাঁ ☐

না ☐

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৬ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা কি কোন ভাবে উপেক্ষিত হন?

হ্যাঁ ☐

না ☐

প্রশ্ন-৭ঃ মহিলা সদস্য ও পুরুষ সদস্যদের কাজের মধ্যে কি কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

সততা ☐

একনিষ্ঠতা ☐

দায়িত্বশীলতা ☐

প্রশ্ন-৮ঃ মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণ যোগ্যতা কতটুকু?

ভালো ☐

ভালো নয় ☐

মোটামেটি ☐

প্রশ্ন-৯ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হবার প্রেরনা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন?

পরিবার ☐

সমাজ ☐

নিজস্ব উপলব্ধি ☐

প্রশ্ন-১০ঃ ব্যাপক হারে মহিলাদের স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে বলে আপনার মনে হয় ?

হ্যাঁ ☐

না ☐

কখনও কখনও ☐

প্রশ্ন-১১ঃ এলাকার উন্নয়নে মহিলা সদস্য হিসাবে আপনার ভূমিকা কি সুনির্দিষ্ট?

হ্যাঁ ☐

না ☐

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-১২ঃ আপনি কি মনে করেন ইউনিয়নপরিষদ নির্বাচন মহিলাদের অংশগ্রহণ নারী সমাজকে সচেতন করবে?

হ্যাঁ ☐

না ☐

প্রশ্ন-১৩ঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের সাথে সমান ভাবে অংশ নিতে পারেন? না কি মহিলা হিসাবে কম মূল্যায়ন পান।

হ্যাঁ ☐

না ☐

মোটামেটি ☐

প্রশ্ন-১৪ঃ আপনার এলাকাবাসী কি আপনার কাজের উপর সন্তুষ্ট?

হ্যাঁ ☐

না ☐

প্রশ্ন-১৫ঃ আপনি কি এমন কোন কাজের কথা উল্লেখ করতে পারেন যার দ্বারা আপনি নিজে তো বটেই এলাকাবাসীও আপনার উপর সন্তুষ্ট ?

নারী নির্যাতন রোধ ☐ রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন ☐

রিলিফ বিতরন ☐ শিক্ষামূলক কর্মকান্ড ☐

নারী উন্নয়ন ☐ অন্যান্য ☐

ধন্যবাদ

তারিখঃ

- o -